পিএফের টাকা তোলা এবার আরও সহজে

আজকাল

ভারতের ওপর ২৭ শতাংশ শুল্ক মোদি-বন্ধু ট্রাম্পের

www.aajkaal.in

কলকাতা ২১ চৈত্র ১৪৩১ শুক্রবার ৪ এপ্রিল ২০২৫ শহর সংস্করণ* ৪.০০ টাকা ১৪ পাতা

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

২৬ হাজারের চাকরি বাতিল সুপ্রিম কোর্টে

আবু হায়াত বিশ্বাস

দিল্লি, ৩ এপ্রিল

শেষ পর্যন্ত এসএসসি মামলায় কিছু ‘অযোগ্য’র জন্য চাকরি গেল হাজার হাজার যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর! আজ, বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারালেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। এসএসসি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে, ১০০ জন অপরাধী যদি আইনের ফাঁক গলে ছাড়া পায়, পাক। কিন্তু একজন নিরপরাধ ব্যক্তি যেন কোনও মতেই সাজা না পায়। আইনশাস্ত্রের ভিত্তি, এই আপ্তবাক্যটি কি এই রায়ে লঙ্ঘিত হল না?

২০১৬ সালের এসএসসিতে নিয়োগের পুরো প্যানেল বাতিল করে দিয়ে আজ, বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ জানিয়ে দিল, আগামী তিন মাসের মধ্যে নতুন করে নিয়োগ-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে। সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় কারচুপি করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি রায় দিতে গিয়ে জানিয়েছেন, অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিতদের বেতনের টাকা ফেরত দিতে হবে। এই ধরনের প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় সাত হাজার। অন্য দিকে, সুপার নিউমেরারি পোস্ট তৈরি করে নিয়োগের ব্যাপারে সিবিআই তদন্তের নির্দেশের বিরুদ্ধে রাজ্যের চ্যালেঞ্জ-করা মামলার শুনানি আগামী ৮ এপ্রিল হবে বলে জানিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।

এদিন সকাল সাড়ে দশটার পর রায় ঘোষণা করে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ। ৪১ পাতার ঘোষিত রায়ে বলা হয়েছে, যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা সম্ভব হয়নি। ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে যাঁরা চাকরি করছিলেন, তাঁরা নতুন নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবেন। যাঁরা অন্য সরকারি চাকরি ছেড়ে ২০১৬ সালের এসএসসির মাধ্যমে চাকরিতে যোগদান করেছিলেন, তাঁরা চাইলে পুরনো কর্মস্থলে ফিরে যেতে পারবেন। রায়ে এও বলা হয়, ক্যান্সার-আক্রান্ত সোমা দাসের চাকরি বহাল থাকবে মানবিক কারণে। তবে অন্যরা এই সুবিধে পাবেন না। এদিন আদালত জানিয়েছে, ফৌজদারি মামলার ওপর এই রায়ের কোনও প্রভাব পড়বে না। প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা প্রয়োজনে বয়সের শিথিলতা এবং অন্যান্য ছাড়-সহ নতুন বাছাই-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। একই ভাবে, যাঁরা অযোগ্য নন, তাঁরাও উপযুক্ত বয়সের শিথিলতা-সহ নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। রায়ের ৪৬ নম্বর পয়েন্টে সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, ‘অবৈধতার জন্য সমগ্র নিয়োগ-প্রক্রিয়া বাতিলের সিদ্ধান্ত যথার্থ। এই নিয়োগ ভারতীয় সংবিধানের ১৪ এবং ১৬ নম্বর ধারার বিরোধী। যে-প্রার্থীদের অযোগ্য বলে চিহ্নিত করা যায়নি, তাঁদের নিয়োগ বাতিল হবে। কিন্তু তাঁদের কোনও বেতন ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন নেই।’ ২০১৬ সালের এসএসসির নিয়োগ-সংক্রান্ত অন্য যে-সব মামলা সুপ্রিম কোর্টে চলছিল, আজকের এই রায়ের মাধ্যমে সেগুলির নিষ্পত্তি করে দেওয়া হল বলে জানিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

> **প্রশ্ন উঠেছে, ১০০ জন অপরাধী যদি আইনের ফাঁক গলে ছাড়া পায়, পাক। কিন্তু একজন নিরপরাধ ব্যক্তি যেন কোনও মতেই সাজা না পায়। আইনশাস্ত্রের ভিত্তি, এই আপ্তবাক্যটি কি এই রায়ে লঙ্ঘিত হল না?**

যোগ্যরা কেন ভুগবে, প্রশ্ন চাকরিহারাদের

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ৩ এপ্রিল

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ওঁরা। ইতিবাচক রায় আসবে, আশায় বাংলা থেকে দিল্লিতে এসেছিলেন বুধবার রাতেই। বৃহস্পতিবার এসএসসি মামলায় আদালতের ঘোষিত রায় তাঁদের পক্ষে যায়নি। চাকরি হারিয়ে অথৈ জলে তাঁদের ভবিষ্যৎ। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না তাঁরা। শীর্ষ আদালতের রায়ের পর যেন তাঁরা ভাষা হারিয়েছেন। একরাশ হতাশা নেমে এসেছে চোখেমুখে। হাউ হাউ করে কাঁদছিলেন কেউ কেউ। কেউ আবার ক্ষোভে ফুঁসছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তাঁদের চাকরি বাতিল হওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট চত্বরের মাঠে বসে কয়েকজন বলছিলেন, ‘যোগ্য হয়েও আজ চাকরি হারাতে হল। লোকে তো ওসব দেখবে না। এখন মুখ দেখাব কী করে! সংসারটাই বা চলবে কী করে!’

বৃহস্পতিবার ঘড়ির কাঁটা সকাল সাড়ে দশটা পেরিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে ৩৫-৪০ বছর বয়সি একদল মানুষ বসে। উৎকণ্ঠার প্রহর গুনছেন। এসএসসি নিয়ে কী রায় হয়, সেদিকে নজর ছিল তাঁদের। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না আদালতে এসেই এসএসসি মামলার রায়দান শুরু করলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রায় ঘোষণা শেষ। সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে বসে থাকা মেহবুব মণ্ডল, সঙ্গীতা হালদার, হুমায়ুন, মৃন্ময়, তপন পালদের চাকরিটা চলে গেছে। কেবল তাঁদেরই বা কেন, ২০১৬ এসএসএসির গোটা প্যানেলটাই বাতিল হয়েছে আদালতের রায়ে। ২০১৬ সালে এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে এঁরা সকলেই শিক্ষকতা করছিলেন এতদিন। চাকরি বাতিলের খবর শুনে ক্ষোভ উগরে দিলেন তাঁরা। মেহবুব বললেন, ‘যোগ্যতার নিরিখে চাকরি পেয়েছিলাম আমরা। কয়েকজনের জন্য কেন গোটা প্যানেল বাতিল হবে? সম্পূর্ণ একপেশে রায়। রাজনৈতিক অভিসন্ধির শিকার হলাম আমরা। নিরপরাধ ও যোগ্য শিক্ষকদের আজ বলি দেওয়া হল।’

রায় ঘোষণার পর কান্না। কলকাতায়, বৃহস্পতিবার। ছবি: পিটিআই

চাকরিহারাদের দাবি, এই রায়ের পর কোনও চাকরিহারা শিক্ষক যদি আত্মহত্যার পথ বেছে নেন, তার দায় নিতে হবে আদালতকেই। আজকের রায় মৃত্যুদণ্ডের সমান বলেও অভিহিত করেছেন চাকরিহারারা। নিজেদের যোগ্য বলে দাবি করে অনেকের প্রশ্ন, এত নথি জমা পড়ার পরেও কেন যোগ্য-অযোগ্য আলাদা করা গেল না? এদিন আদালত বলেছে তিন মাসের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে। সেখানে তাঁরা আবেদনও করতে পারবেন। কিন্তু সমস্যা হল, দীর্ঘ দিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য পড়াশোনার বাইরে তাঁরা। এখন কীভাবে এই পরীক্ষার জন্য তৈরি হবেন? চাকরিহারাদের কথায়, ‘সুপ্রিম কোর্টের রায় একেবারে অপ্রত্যাশিত। কিছু লোকের জন্য কেন আমাদের চাকরি যাবে? আমাদের দোষ কোথায়? আমরা তো দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নই। সিবিআই, ইডি-সহ তদন্তকারী সংস্থা দুর্নীতিগ্রস্তদের যে তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকারই তো নাম নেই। তাহলে আমাদের কেন ভুগতে হবে? ছ’বছর ধরে শিক্ষকতার চাকরি করছি। এখন তো পথে বসতে হবে। সংসার নির্বাহ করব কীভাবে?’

নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল

শিক্ষাকে ধ্বংসের চক্রান্তে সিপিএম, বিজেপি: মমতা

দীপঙ্কর নন্দী

এসএসসি মামলার রায় নিয়ে সরাসরি ‘রাম-বাম’কেই দুষলেন মমতা ব্যানার্জি। বললেন, ‘বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ধ্বংসের চক্রান্ত করেছে সিপিএম আর বিজেপি। এটাই ওদের একমাত্র লক্ষ্য।’ একই সঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, ‘মধ্যপ্রদেশে ব্যাপম-কাণ্ডে প্রায় ৫০ জন খুন হয়েছিলেন। কাকে কী শাস্তি দেওয়া হয়েছিল? আমাদের এ রাজ্যে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এখন জেলে। কত বার তাঁর শাস্তি হবে?’ বৃহস্পতিবার নবান্নে জরুরি সাংবাদিক বৈঠক করে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এদিনই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি চলে যায়। মমতা এদিন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সম্পর্কে বলেন, ‘উনি কি যোগ্য যে অন্যের দোষ ধরবেন?’ মমতা এদিন অভিযোগ করেন, সিপিএমের চিরকুটে গণশক্তি-র প্রায় সকলের স্ত্রী-ই চাকরি পেয়েছেন। মমতার প্রশ্ন, ‘বাংলায় জন্মানো কি অপরাধ? আমাদের অদৃষ্টে শুধু দুর্ভোগ আর দুর্যোগ চলছে। আমরা কী করেছি? স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে গেলে ইঞ্জিনিয়ার, আইএএস, ডব্লিউবিসিএস কারা তৈরি করবে? বাংলার পেছনে ষড়যন্ত্র চলছে। চক্রান্ত হচ্ছে। বাংলাকে পিছিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। একজন বিচারপতির বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা পাওয়ার পর তাঁকে শাস্তি না দিয়ে বদলি করে দেওয়া হল। আমার ২৫ হাজার শিক্ষককে বদলি করতে পারত।’ এদিন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলিকেও নাম না নিয়ে আক্রমণ করেন মমতা। বলেন, ‘একজন বিচারপতির বিজেপি এমপি হওয়ার শখ হল।

● এরপর ৩ পাতায়

চাকরিহারাদের মুখ্যমন্ত্রী

পাশে আছি

‘এই রায় মানতে পারছি না’

আজকালের প্রতিবেদন

চাকরি-হারানো যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। বললেন, ‘মানসিক চাপ নেবেন না। ধৈর্য ধরুন। পাশে আছি।’ সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রসঙ্গে বললেন, ‘বিচার-ব্যবস্থাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু এসএসসি নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের রায় মেনে নিতে পারছি না।’ বৃহস্পতিবার নবান্নে এই মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সুপ্রিম কোর্ট এদিন ২০১৬ সালের এসএসসি-র পুরো প্যানেল বাতিল করে দেয়। এই রায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি মানবিক ভাবে মেনে নিতে পারছি না। যাঁরা যোগ্য প্রার্থী, তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। একবার ভাবা উচিত ছিল, এঁদের চাকরি চলে গেলে ছাত্রছাত্রী, পুরো শিক্ষা-ব্যবস্থার কী হবে। শিক্ষা-ব্যবস্থাই তো ভেঙে পড়বে। আমি বিচার-ব্যবস্থাকে সম্মান করি। কিন্তু এই রায় মেনে নিতে পারছি না।’ সুপ্রিম কোর্ট রায় ঘোষণার পরেই এদিন দুপুরে নবান্নে শিক্ষামন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে জরুরি প্রশাসনিক বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলন করেন। এসএসসি মামলা নিয়ে রাজ্য সরকারের হয়ে দেখভাল করেছেন বিশিষ্ট আইনজীবী দেবাঞ্জন মণ্ডল। তিনি ‘ফক্স অ্যান্ড মণ্ডল’-এর ম্যানেজিং পার্টনার। বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সাংবাদিক বৈঠকে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। নবান্নে এদিন মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, রাজ্যের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করার পরিকল্পনা হয়েছে। তিনি রায়ের প্যারা ৪৬ ব্যাখ্যা করে বলেন, ‘যাঁদের চাকরি গিয়েছে, তাঁদের টাকা ফেরত দিতে হবে না। আদালতের নির্দেশ মেনে তিন মাসের মধ্যে নতুন নিয়োগ-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হবে।’ শুধু তা-ই নয়, সুপ্রিম কোর্টের রায় রিভিউ করে দেখা যায় কি না, এ বিষয়েও আইনি পরামর্শ নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে বলে জানান তিনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে যাঁরা চাকরি হারালেন, তাঁদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মানসিক চাপ নেবেন না। ধৈর্য ধরুন। মানবিক ভাবে আমরা আপনাদের পাশে আছি। নিশ্চয়ই সমস্যার সমাধান হবে।’ রায়ের কপির ৪৯ ও ৫০ নম্বর প্যারাগ্রাফ উল্লেখ করে তিনি জানান, তিন মাসের মধ্যে চাকরি-হারানো এই ২৫ হাজার ৭৫২ জন নতুন করে চাকরি পাওয়ার জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশনে আবেদন করতে পারবেন। সেই সঙ্গে ২০১৬ সালে বাকি যাঁরা পরীক্ষা দিয়েছিলেন, ফের আবেদন করতে পারবেন তাঁরাও। স্কুল সার্ভিস কমিশন খুব শিগ্‌গির এই বিষয়টি বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্পষ্ট করে দেবে।

> **তিন মাসের মধ্যে চাকরি হারানো এই ২৫,৭৫২ জন নতুন করে চাকরি পাওয়ার জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশনে আবেদন করতে পারবেন। ২০১৬ সালে বাকি যাঁরা পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। শিগ্‌গির বিজ্ঞপ্তি জারি হবে।**

● এরপর ৩ পাতায়

বিদ্যালয়ে সঙ্কট, পড়াবেন কারা?

আজকালের প্রতিবেদন

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে রাজ্যের স্কুলশিক্ষা-ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। স্কুলে স্কুলে এখন চলছে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রথম সামেটিভ পরীক্ষা। সোমবার থেকে দ্বাদশের প্রথম সেমেস্টারের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখার কাজ চলছে। এই অবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বৃহস্পতিবার একসঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে ২৫ হাজার ৭৫২ জনের চাকরি চলে গেছে। ফলে আজ, শুক্রবার থেকে স্কুলে পড়াবেন কারা, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখবেন কে, স্কুলের পরীক্ষায় গার্ড দেবেন কারা, সে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। একাধিক স্কুলে গ্রুপ ডি কর্মীর চাকরি চলে যাওয়ায় স্কুলের দরজা খোলা এবং ঘণ্টা বাজানোর লোকও নেই। ফলে ২৬ হাজারের কাছাকাছি শিক্ষক-শিক্ষিকা-সহ শিক্ষাকর্মীদের চাকরি চলে যাওয়ার ফলে স্কুলের পঠনপাঠন ব্যাপক হারে বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন প্রধান শিক্ষকরা। শিক্ষক-সঙ্কট দেখা দেবে। স্কুল চালানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। একাধিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের বক্তব্য, এর ফলে আখেরে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ছাত্রছাত্রীরা। বিশেষ করে একাদশ-দ্বাদশের পড়ুয়ারা। কারণ অধিকাংশ স্কুলেই বিষয়ভিত্তিক একজন করে শিক্ষকই ছিলেন। তাঁদের চাকরি চলে যাওয়ায় বহু স্কুলেই ওই বিষয়গুলি পড়ানোর আর কেউ রইল না।

● এরপর ৩ পাতায়

৩০ এপ্রিল থেকেই গরমের ছুটি: মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

এবার স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি পড়বে ৩০ এপ্রিল থেকে। বৃহস্পতিবার গরমের ছুটির ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সঙ্গে ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে গরমের ছুটি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড গরমের কথা মাথায় রেখে ৩০ এপ্রিল থেকেই স্কুলে গরমের ছুটি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ১০ এপ্রিল মহাবীর জয়ন্তীর ছুটি আছে। নববর্ষ উপলক্ষে ১৪ ও ১৫ এপ্রিল ছুটি আছে। মাঝে অনেকগুলো রবিবার আছে। তাই খুব একটা অসুবিধে হবে না। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের যাতে কষ্ট না হয়, তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’ গরমের ছুটি শেষ হয়ে কবে স্কুল খুলবে, তা অবশ্য এদিনের বৈঠকে জানানো হয়নি। শিক্ষা দপ্তরের সূচিতে জানানো হয়েছিল, গরমের ছুটি পড়বে ১২ মে। কিন্তু এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১২ দিন আগে থেকেই গরমের ছুটি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলগুলিতে ৩০ এপ্রিল থেকে গরমের ছুটি পড়বে।

এই সরকার গেলে বাতিল ওয়াকফ সংশোধনী: মমতা

আজকালের প্রতিবেদন

কেন্দ্রে সরকার বদল হলেই এই ওয়াকফ বিল বাতিল করতে নতুন সংশোধনী বিল আনা হবে বলে জানালেন ইন্ডিয়া জোটের গুরুত্বপূর্ণ শরিক, তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাশ করিয়ে নিলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ওয়াকফ ইস্যুতে কেন্দ্রের তীব্র সমালোচনা করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘ওই বিল বিজেপির রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা। তবে কেন্দ্রের সরকার বদল হলেই ওই বিল বাতিল করতে সংশোধনী আনা হবে।’ দেশে বিভাজন আনতেই বিজেপি এই ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাশ করিয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন।

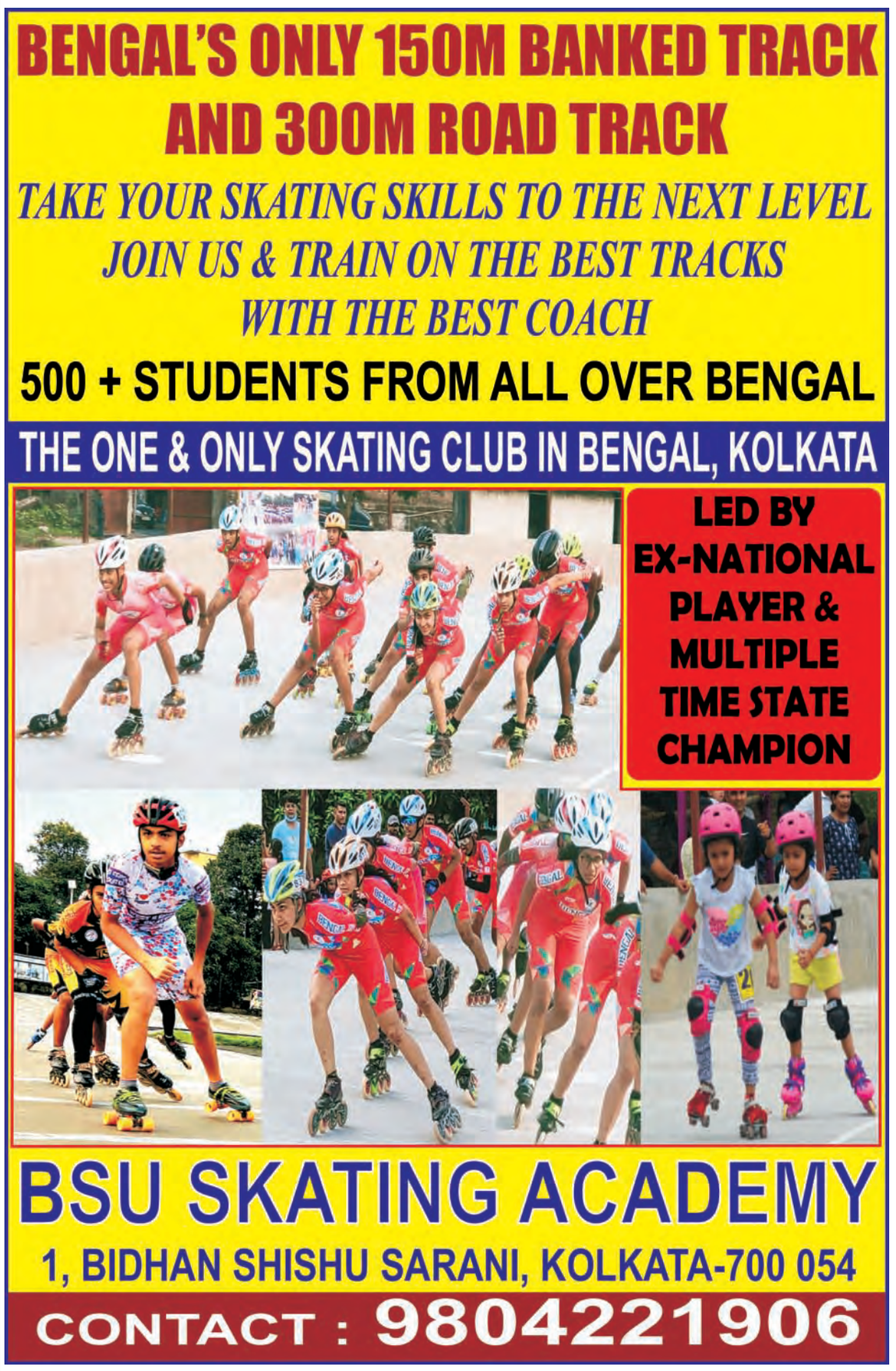

৭টি ক্ষেত্রে জিআই পেল বাংলা

সম্বৃতা মুখার্জি

আরও ৭টি ক্ষেত্রে জিআই স্বীকৃতি পেল রাজ্য। এর মধ্যে রয়েছে বাংলার ৪ জনপ্রিয় মিষ্টি– নলেনগুড়ের সন্দেশ, মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া, কামারপুকুরের সাদা বোঁদে ও বিষ্ণুপুরের মতিচুরের লাড্ডু। এছাড়াও বারুইপুরের পেয়ারা, রাঁধুনিপাগল চাল ও মালদার নিস্তারি সিল্কের সুতোও জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে। এই নিয়ে বাংলা মোট ৩৫টি ক্ষেত্রে জিআই স্বীকৃতি পেল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত পেটেন্ট তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে জিআই পাওয়ার জন্য আবেদন নথিভুক্ত করতে হয়। এই বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ও নোডাল অফিসার মহুয়া হোমচৌধুরি জানালেন, এই স্বীকৃতি পাওয়া গেলে এর সঙ্গে যুক্ত রাজ্যের কারিগর, শিল্পী, তাঁতি, চাষিরা আর্থিকভাবে উপকৃত হন।

বাংলার চার মিষ্টি একসঙ্গে স্বীকৃতি পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত মিষ্টি-উদ্যোগের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি কেসি দাসের কর্ণধার ধীমান দাস। তিনি বৃহস্পতিবার বলেন, '৭টি ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেয়েছে এ রাজ্য। এরকম আগে হয়েছে কিনা, জানা নেই। তবে এর মধ্যে জনপ্রিয় ৪ মিষ্টি রয়েছে। এটা খুবই আনন্দের বিষয়। শুধু দেশেই নয়, এর ফলে সারা বিশ্বে বাংলার সম্মান আরও বাড়ল। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে মৌখিকভাবে চন্দননগরের জলভরা সন্দেশ ও মিষ্টি দই-এর বিষয়েও আবেদন করার কথা বলেছিলেন। আমরা এবার ওই মিষ্টিগুলি নিয়েও আবেদন করব।'

রাজ্যের বারুইপুরের পেয়ারা ও রাঁধুনিপাগল চাল জিআই স্বীকৃতি পাওয়ায় খুশি রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি এদিন জানান, বাঁকুড়া ও বীরভূমের লালমাটিতে হয় রাঁধুনিভোগ চাল। ছোট ছোট চাল নখের ডগায় ঢোকে। হালকা মিষ্টি গন্ধ। এই চাল জিআই স্বীকৃতি পাওয়ায় কৃষকরা এই ধরনের চালচাষে আরও উৎসাহ পাবেন। তাঁদের বাজার আরও বিস্তৃত হবে। পাশাপাশি বারুইপুরের পেয়ারা জিআই স্বীকৃতি পাওয়াতেও গর্বিত তিনি। মন্ত্রী জানান, একসময়ে তিনি বারুইপুরের বিধায়ক ছিলেন। এই স্বীকৃতি তাঁর কাছে অত্যন্ত গর্বের। বারুইপুরের পেয়ারা জিআই স্বীকৃতি পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত সেখানকার কৃষকরাও। বেগমপুর, খোদারবাজার, গোবিন্দপুর-সহ বারুইপুরের বেশকিছু জায়গায় পেয়ারার চাষ হয়। প্রতিদিন ভোর ৩টে থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত হাটে বিক্রি হয় এই পেয়ারা। এই স্বীকৃতি পাওয়ায় এবার বিদেশেও বারুইপুরের পেয়ারার চাহিদা বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সেখানকার কৃষকরা। সেখানকার রানা বেলিয়াঘাটা এলাকার পেয়ারাচাষি চন্দন সরকার জানিয়েছেন, আগে বারুইপুরে বছরে একবার পেয়ারার ফলন হত। এখন উন্নত প্রযুক্তিতে চাষের ফলে সারা বছর পাওয়া যায়। এই স্বীকৃতি বারুইপুরের পেয়ারাচাষে সেখানকার কৃষকদের আরও উৎসাহী করে তুলবে।

জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে মালদার নিস্তারি সিল্কের তন্তু। এটি মালদা জেলার সবচেয়ে পুরনো সিল্ক। সুজাপুর, কালিয়াচক, ইংরেজবাজার, চাঁচল-সহ আরও কয়েকটি জায়গায় এই তন্তুর চাষ হয়। এই তন্তুর চাষ ব্রিটিশ শাসনকালের আগে থেকে হয়ে আসছে। বছরে তিনবার চাষ হয়। মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া ঐতিহাসিক ভাবেও খ্যাত। ছানা, গাওয়া ঘি, বড় এলাচ, চিনি ও মিছরি দিয়ে তৈরি হয় ছানাবড়া। ছানাবড়ার ওপর হয় শক্ত, কালোরঙের। ভেতর রসাল, নরম। মৌমাছির চাকের মতো। জিআই স্বীকৃতি পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত মুর্শিদাবাদের মিষ্টি দোকানের মালিক থেকে কারিগরের দল। হুগলির কামারপুকুরের সাদা বোঁদে অত্যন্ত সুস্বাদু। পর্যটকদের কাছেও অত্যন্ত জনপ্রিয়।

তথ্য সহায়তা: প্রদীপ দে, অভিজিৎ চৌধুরি, গৌতম চক্রবর্তী

জি আই স্বীকৃতি

নলেনগুড়ের সন্দেশ, মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া, কামারপুকুরের সাদা বোঁদে ও বিষ্ণুপুরের মতিচূড়ের লাড্ডু, বারুইপুরের পেয়ারা, রাঁধুনিপাগল চাল, মালদার নিস্তারি সিল্কের সুতো

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন মনোজকুমার আগরওয়াল (ছবির বাঁদিকে)। নির্বাচন কমিশনের রাজ্য দপ্তরে, বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল

হৃদ্‌যন্ত্রে পাঁচবার অস্ত্রোপচার মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচলেন যুবতী

সাগরিকা দত্তচৌধুরি

বন্ধ হয়ে যাওয়া হৃৎস্পন্দন চালু করে ৩৩ বছরের যুবতীকে নতুন জীবন দিলেন চিকিৎসকরা। তাও আবার একবার-দু'বার নয়, জন্মের পর থেকে এই নিয়ে পঞ্চমবার অস্ত্রোপচার হল ব্যারাকপুরের প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দা রিঙ্কু মাজির। অস্ত্রোপচারের খরচ ছিল ৮-১০ লক্ষ টাকা। জটিল এই অস্ত্রোপচারের ব্যয়ভার বহন করার মতো সামর্থ্য তাঁদের ছিল না। মাত্র ২ লক্ষ টাকা জোগাড় করতে পেরেছিল দরিদ্র অসহায় এই পরিবারটি। বাকি পুরো টাকাটাই হাসপাতালের তরফে ব্যবস্থা করা হয়। হৃদ্‌যন্ত্রে জন্মগতই জটিল অসুখে (টেট্রালজি অফ ফ্যালোট) আক্রান্ত ছিলেন রিঙ্কু। ফলে ফুসফুসে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত সরবরাহ হচ্ছিল না। তাঁর শরীরে সফলভাবে মাইক্রা লিডলেস পেসমেকার ইমপ্লান্ট করেন মণিপাল গ্রুপের অন্তর্গত মেডিকা সুপারস্পেশ্যালিটি হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

সুস্থ হওয়ার পর রিঙ্কু মাজির সঙ্গে বাবা শম্ভুনাথ মাজি এবং হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দিলীপ কুমার।

সাংবাদিক-সম্মেলনে হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দিলীপ কুমার বলেন,'রোগীর ডান অলিন্দে যেরকম ত্রুটি ছিল, ফলে চিরাচরিত পদ্ধতিতে আর পাঁচটা রোগীকে যেভাবে পেসমেকার বসানো হয় এই রোগীর ক্ষেত্রে তা সম্ভব ছিল না। আগের যে পেসমেকার ছিল, সেটি সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়ে। ছোট ক্যাপসুলের মতো তারহীন পেসমেকার হার্টের মধ্যে বসানো হয়। এই ধরনের অস্ত্রোপচার গোটা বিশ্বে হাতে গোনা দু-একটি উদাহরণ আছে।'

রিঙ্কুর বাবা শম্ভুনাথ মাজি বলেন,'১৯৯২ সালে মেয়ের জন্ম। ১৫ দিন পর জানতে পারি জন্ম থেকেই মেয়ের হার্টে ছিদ্র রয়েছে। কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতাল দেখানোর পর তিন বছর বয়সে ১৯৯৫ সালে ডাঃ দেবী শেঠিকে দেখাই বিএম বিড়লায়, অস্ত্রোপচার হয় ১৯৯৬ সালে। ৬ বছর পর ২০০২ সালে মেয়ের যখন ৯ বছর বয়স তখন আবার একটা হার্টে অস্ত্রোপচার হয় বেঙ্গালুরুতে। তখন পেসমেকার বসানো হয়। প্রতি বছর পরীক্ষা করাতাম। ২০০৮ সালে আর এন টেগোরে পেসমেকার পরিবর্তন করা হয়। ২০১৭ সালে ফের একবার পেসমেকার পরিবর্তনের অস্ত্রোপচার হয় এসএসকেএমে। তারপর এই বছর ৩ মার্চ মেয়েকে এখানে ভর্তি করি। খুব ভালভাবে অস্ত্রোপচার হয়। ৫ মার্চ ছুটি হয়, এখন ভাল আছে। ডাক্তারবাবুরা পাশে না থাকলে মেয়েকে ফিরে পেতাম না।' এদিনের সাংবাদিক-সম্মেলনে ছিলেন চিকিৎসক অনিলকুমার সিংঘি, সোমনাথ দে, প্রকাশকুমার হাজরা-সহ অন্যরা।

সমুদ্র নিরাপত্তার শীর্ষপদে বাঙালি

আজকালের প্রতিবেদন

ভারতীয় নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল বিশ্বজিৎ দাশগুপ্তকে জাতীয় সমুদ্র নিরাপত্তা সমন্বয়কের পদে নিযুক্ত করল কেন্দ্র সরকার। এই পদে তিনি ন্যাশনাল মেরিটাইম কমিশনকে নেতৃত্ব দেবেন। নৌবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর সুবক্তা এবং সুলেখক হিসেবে পরিচিত বঙ্গসন্তান বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত দেশে-বিদেশে অসংখ্য পত্র-পত্রিকা, সভাসমিতি, প্রতিরক্ষাবাহিনীর প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র, রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বহু সংস্থায় গবেষণাধর্মী বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি এবং ইন্ডিয়ান নেভাল অ্যাকাডেমির প্রাক্তনী। জাতীয় সামুদ্রিক নিরাপত্তা সমন্বয়ক (এনএমএসসি) ভারতের সমুদ্র নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি ও কার্যকলাপে সমন্বয়, তত্ত্বাবধানের জন্য জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ)-এর অধীনে কাজ করেন। নতুন দায়িত্বে তিনি সমুদ্র নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন। এই কমিশনে ভারতীয় নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড, জাহাজ মন্ত্রণালয়, সব রাজ্য সরকার এবং বন্দরগুলির প্রতিনিধিরা থাকেন। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সমুদ্র নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য এনএমএসসি-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত

কোনও বন্ধ চা-বাগান নেই

অলক সরকার
শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল

আইনি জটিলতায় অচল হয়ে থাকা বাগান বাদে উত্তরবঙ্গে আর কোনও বন্ধ চা-বাগান নেই। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউসে পাহাড়ের বোনাস ইস্যুতে বৈঠক করতে এসে জানালেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। পাশাপাশি তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, 'চা-বাগান ও চা-শ্রমিকদের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যা করেছেন, ভারতবর্ষের আর কোনও মুখ্যমন্ত্রী সেটা করতে পারেননি।'

উল্লেখ্য, দার্জিলিং পাহাড়ে মোট ৮৭টি চা-বাগান রয়েছে। যেখানে হাজার হাজার চা-শ্রমিক কাজ করেন। বিগত পুজোয় শ্রমিকরা ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে সোচ্চার হন। মালিকপক্ষ ১২ শতাংশের ওপরে উঠতে নারাজ ছিলেন। ফলে পুজোর মুখে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। সরকারের তরফে রীতিমতো বিজ্ঞপ্তি জারি করে মালিকপক্ষকে ১৬ শতাংশ বোনাস দেওয়ার ব্যাপারে বাধ্য করা হয়। ফলে অনেকটাই সমস্যা কাটে। কিন্তু শ্রমিকরা পরে জানিয়ে দেন বকেয়া থাকলেও পরে সেই ২০ শতাংশ হারেই বোনাস দিতে হবে। বিষয়টি নিয়ে চা-বাগানগুলিতে আন্দোলন বন্ধ হয়নি। জট কাটাতে খোদ শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক এদিন শিলিগুড়িতে আসেন পাহাড়ের সমস্ত শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠক করতে। মন্ত্রী জানান, 'প্রতিটি শ্রমিক সংগঠন মতামত দিয়েছে। আলোচনা অত্যন্ত ভাল হয়েছে। এরপর আমরা মালিকপক্ষের সঙ্গে বসব।'

বদলাচ্ছে প্রফুল্ল দ্বার, আরও বেশি দোকান হবে শিয়ালদা স্টেশনে

তরুণ চক্রবর্তী

শিয়ালদা রেলস্টেশনকে আরও বড় বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে ভারতীয় রেল। ইতিমধ্যেই প্রচুর দোকানপাট রয়েছে। নামকরা সংস্থাও তাদের পশরা সাজিয়ে বসেছে। আরও দোকানপাট বসাতে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের প্রফুল্ল দ্বারের ওপর তৈরি হচ্ছে বিপণি সেন্টার। থাকবে ক্যাফেটেরিয়াও। তাই উত্তর দিকের গেটটি বহুকাল ধরে বন্ধ রেখে চলছে নির্মাণ কাজ। শিয়ালদার ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বহুকাল ধরে প্রফুল্ল দ্বার বন্ধ থাকায় ব্যবসায়ীদের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। যাত্রীদেরও শিয়ালদা স্টেশন থেকে বার হতে অসুবিধা হচ্ছে। দক্ষিণ দিকে নতুন দুয়ার খোলা হলেও উত্তর সেই অবহেলিতই রয়ে গিয়েছে। তবে ইতিমধ্যেই সাবওয়ে খুলে যাওয়ায় কিছুটা হলেও সুবিধা হচ্ছে যাত্রীদের।

শিয়ালদা রেলস্টেশনে তৈরি হচ্ছে দোকান ঘর। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

তবে সেখানেও বহু বৈধ দোকান ভাড়া দেওয়ার ভাবনা রয়েছে রেলের। আসলে রেলের জমিতে ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে তুলে আয় বাড়াতে ব্যস্ত মোদি সরকার। তাই যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুটা হলেও মার খাচ্ছে। বিশেষ করে শিয়ালদার মতো ব্যস্ত স্টেশনে।

পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশনে নিত্য যাত্রীদের সুবিধার্থে 'খুব শিগ্‌গিরিই' মুম্বইয়ের মতো লোকাল ট্রেনেও এসি রেক চালু হবে। বছর দুয়েক ধরেই এই জল্পনা চলছে। তবে কবে থেকে চলবে, কী হবে তার ভাড়া এখনও সেটা বিশ বাঁও জলে। এমনকী, রেক কবে আসবে সেটাও এখনও ঠিক হয়নি। শিয়ালদা ডিভিশনে এসি রেক আনার বিষয়ে খুবই উৎসাহী ছিলেন ডিআরএম দীপক নিগম। কিন্তু তিনি নিজেই বদলি হয়ে যাচ্ছেন। আসছেন নতুন ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা। এখন দেখার নতুন এসি রেক কবে আসে। তারপর শুরু হবে চালুর কাউন্টডাউন। এদিকে, শিয়ালদা স্টেশনকে ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া চলছে বহুদিন ধরেই। সব প্ল্যাটফর্মকেই ইতিমধ্যে গড়ে তোলা হয়েছে ১২ বগির উপযুক্ত। পরবর্তীতে ডিআরএম অফিসকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। বামনবন্দরের মতো যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বলা হলেও আসলে বেশকিছু দোকান আর নামে বিলাসবহুল এগ্‌জিকিউটিভ লাউঞ্চ ছাড়া যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী তেমন কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। প্ল্যাটফর্মে ব্যাটারি-চালিত গাড়িতে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভাড়া দিতে প্রায়ই বাধ্য করার অভিযোগও রয়েছে। তবে বিভিন্ন অভিযোগ পেলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সুখ্যাতি ছিল দীপক নিগমের। তিনি বদলি হয়ে যাওয়ায় পরবর্তী ডিআরএম কেমন হবেন তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে অনেকেরই। জানা গিয়েছে, দীপক নিগমের ব্যক্তিগত উদ্যোগেই এবার মতুয়াদের বারুণী মেলা রেকর্ড ভিড় সামলেও নির্বিঘ্নে পালিত হয়। রেলকর্মীরা দিনরাত পরিশ্রম করে ঠাকুরনগরের এই মেলার ভিড় সামলান। ডিআরএম নিজে মনিটর করেন পুরো বিষয়টি।

২৬ হাজার চাকরিহারা শিক্ষকের সুবিচারের দাবিতে এবং অত্যাবশ্যকীয় ৭৪৮টি ওষুধ-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ এবং বিভিন্ন দাবিতে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ আইন অমান্য হয়। জলপাইগুড়িতে ১৮ জন, মুর্শিদাবাদে ৩৪ জন গ্রেপ্তার হন। কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিল হয় কলেজ স্কোয়্যার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কলকাতা জেলা সম্পাদক সুব্রত গৌড়ী-সহ অন্য নেতারা।

শব্দরঙ্গ ৯৯৯৪

১			২	৩		৪	
			৫			৬	৭
৮		৯		১০	১১		
ছক ৫				১২			
১৩			১৪				
		১৫			১৬		১৭
১৮	১৯		২০	২১			
	২২						

পাশাপাশি

১ শ্রীকৃষ্ণ ৫ শক্তি ৬ 'বব' উলমার ক্রিকেটার
৮ রুদ্রবীণা বাদক ১০ ঋণ ১২ বন্য শূকর
১৩ বঙ্গীয় এম.এল.এ ১৫ যন্ত্র ১৬ রসিক ১৮ মাল্য
২০ কন্দর্প, স্বামী ২২ ভগবানের মহিমা

উপরনিচ

১ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য
২ নব, নতুন
৩ বলরাম, বলদেব
৪ বিণে. উৎপন্ন, জাত
৭ বড়ো ধীরগামী নৌকো
৯ গণেশ
১১ ভৃত্যকে দেওয়া করমুক্ত জমি (ফারসি শব্দে)
১৩ চটিজুতো
১৪ কলরব, কাকলি
১৭ আরবি বাণী
১৯ লাভ, মুনাফা
২১ গর্বের সুরা!

গত কালের সমাধান

১ ন	২ ব	জী	৩ ব	৪ ন		৫ বা	৬ ন
	য়		৭ ক	ল	৮ ম	বা	জ
৯ তা	রা		ব		র		র
ন্ত্রি		১০ না	ক		১১ মি	ন	সে
১২ ক	ফি	ন	ছক ৪	১৩ প	য়া		লা
সা		চা		ক্ষী		১৪ জ	মি
১৫ ধ	১৬ ন	কু	১৭ বে	র		ন	
১৮ না	দ		১৯ শি	ব	ং	ক	র

পাবন কোলে

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● **জলসা মুভিজ**
দুপুর ১-৩০ **সংগ্রাম**
জিও পাগলা

বিকেল ৪-৩০
সন্ধে ৭-৩৫ **হাঙ্গামা**

● **জি বাংলা সিনেমা**
শতরূপা

সকাল ১১-৩০
দুপুর ২-০০ **রূপবান**, বিকেল ৫-৩০ **সুয়োরানি দুয়োরানি**

● **কালার্স বাংলা**
দুপুর ২-০০ **কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, গুগলি**

রাত ৯-০০

● **আকাশ আট**
দুপুর ৩-০৫ **মনের মানুষ**

● **ডিডি বাংলা**
দুপুর ২-৩০ **আত্মজা**

কালার্স বাংলা সিনেমা
প্রেমের কাহিনী
সন্ধে ২-৩০

জলসা মুভিজ
গুরু
রাত ১০-৪০

বিশেষ অনুষ্ঠান

● **ছন্দহীন দুই তারকা**
দুই দলের দুই তারকা। একেবারেই ছন্দে নেই। এবারের নিলামে ২৭ কোটি দিয়ে ঋষভ পন্থকে নিয়েছিল লখনউ সুপার জায়ান্টস। তিনিই অধিনায়ক। কিন্তু পরপর তিন ম্যাচে তাঁর রান ০, ১৫, ২। তিন ম্যাচে লখনউ জিতেছে মাত্র একটিতে। অন্যদিকে, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তিনিও শূন্য দিয়ে আইপিএল অভিযান শুরু করেন। পরের দুই ম্যাচে রান ৮ ও ১৩। প্রথম দুই ম্যাচে হারের পর অবশেষে তৃতীয় ম্যাচে জয়ের মুখ দেখেছে মুম্বই। আজ একদিকে, দুই দলের ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই, অন্যদিকে দুই তারকার ছন্দে ফেরার লড়াই। লখনউ সুপার জায়ান্টস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের খেলা দেখা যাবে স্টার স্পোর্টসে, সন্ধে ৭-৩০ থেকে।

● **বি4ইউ মুভিজ**
সকাল ৭-০০ **সিকান্দর সদক কা**, সকাল ১১-০০ **ভীষ্ম**, দুপুর ৩-০০ **শিবশক্তি**, সন্ধে ৭-০০ **মাফিয়া রাজ**, রাত ১১-০০ **১৫ আগস্ট**

● **সোনি পিক্স**
দ্য কারাটে কিড

সকাল ৯-৩০
সকাল ১১-৩৯ **অলিম্পাজ হ্যাজ ফলেন**, দুপুর ১-৩১ **লন্ডন হ্যাজ ফলেন**, দুপুর ৩-০৬ **অ্যাঞ্জেলস হ্যাজ ফলেন**, বিকেল ৫-০৬ **১২ স্ট্রং**, সন্ধে ৭-১০ **দ্য লিজেন্ড অফ টারজান**, রাত ৯-০০ **হোয়াইট হাউস ডন**, রাত ১১-০৯ **ভেনম**

ধারাবাহিক

● **সাহিত্যের সেরা সময়**

বিয়ের পর থেকেই শাশুড়ির সঙ্গে বনিবনা হয় না কাকলির। কারণ পরিবারের অতি সাধারণ মহিলারা শিক্ষিত, এমএ পাশ কাকলিকে তাদের থেকে আলাদা মনে করে। এদিকে কাকলি শাশুড়িদের মতো চুটিয়ে সংসার করার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সংসারের বাকিরা শিক্ষিত মেয়ের গৃহিনী হওয়ার ইচ্ছেকে পাত্তা দেয় না। তাকে সবাই চাকরি করার পরামর্শ দেয়। কী করবে এবার কাকলি? দেখা যাচ্ছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কাহিনি অবলম্বনে 'প্রথম কদমফুল'।
আকাশ আট: সন্ধে ৭-৩০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: শুক্রবার, ১১ চৈত্র ১৪৩১, ইং ৪ এপ্রিল ২০২৫, মুং ৫ শওয়াল ১৪৪৬
সূর্যোদয় ঘ ৫।৩০।২৮
সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৯।৮
তিথি-(চৈত্র শুক্লপক্ষ)সপ্তমী দং ৩৬।৪৮ রাত্রি ঘ ৮।১৩
নক্ষত্র-মৃগশিরা দং ০।৫৩ প্রাতঃ ঘ ৫।৫১ পরে আর্দ্রা দং ৫৯।৩৮ শেষ রাত্রি ঘ ৫।২১
অন্য পঞ্জিকা
শুক্রবার, ১১ চৈত্র ১৪৩১, ইং ৪ এপ্রিল ২০২৫, হিজরি ৫ শওয়াল ১৪৪৬
সপ্তমী রাত্রি ১।৩৯
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091
অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জনস অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ভিউ ক্লিনিক: 99037-59103/ 82406-09986
দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222
রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 6688-8888
ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ ক্লিনিক: 6688-8888 / 99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636
চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178
শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

মোবাইল সিম চক্র, ধৃত ১

আজকালের প্রতিবেদন

অন্যের নথিপত্র দিয়ে মোবাইল ফোনের সিম তুলে বিদেশে পাচার চক্রের এক চক্রীকে ধরেছে পুলিশ। আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার পুলিশ বুধবার চন্দ্রকান্ত দাস নামে একজনকে সিঙ্গুর থেকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ, অন্যের আঙুলের ছাপ নিয়ে মোবাইল ফোনের সিম তুলত। পরে ওই সিম কার্ড বিদেশে পাচার করা হত। এভাবে ৯ লক্ষ ৭৮ হাজার ২৯০ টাকা তুলেছিল। পুলিশ আগেই সাজ্জাদ আনসারি নামে একজনকে ধরেছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই চন্দ্রকান্তর নাম জানতে পারে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে আদালত ১০ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

আবহাওয়া

শুক্রবার	সর্বোচ্চ	৩৫
আংশিক মেঘলা আকাশ।	সর্বনিম্ন	২৭
	ডিগ্রি সেলসিয়াস	
বৃহস্পতিবার	সর্বোচ্চ ৩৪.৯ (০)	
বৃষ্টি হয়নি	সর্বনিম্ন ২৬.৩ (+১)	
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৯২%	৫০%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পানাগড় ৪০.৩°

শিক্ষাকে ধ্বংসের চক্রান্তে সিপিএম, বিজেপি: মমতা

● ১ পাতার পর

কী যেন নাম তাঁর— গাঙ্গুলি না ডাংগুলি? কোন্ মুখে বড় বড় কথা বলছেন? বিজেপি, সিপিএম এই ঘটনার পেছনে আছে। এর ফল ওদের আগামী দিনে ভুগতে হবে। বিপদে–পড়া মানুষের পাশ থেকে সবাই যখন পালিয়ে যায়, তখন ঈশ্বর থাকেন। বেড়ালের গলায় কেউ একজন ঘণ্টা বাঁধেন। সিপিএম, বিজেপির কোনও ক্ষমতা নেই। তারা চাকরি দিতে পারে না। আমার অনুরোধ, চাকরি কেড়ে নেবেন না। রেকর্ড আমরা খুলব। কোন্ জেলায় কতজন চাকরি পেয়েছেন, আমি সবই জানি। কী ভিত্তিতে চাকরি তাঁরা পেয়েছেন, সেটাও জানা যাবে।' সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনাদের কাছে যদি রেকর্ড থাকে, তা হলে আমাকে দেবেন। আমরা সমস্তটাই রিভিউ সমীক্ষা করব। ধৈর্য হারাবেন না। আদালত যা বলেছে, তা–ই করুন। বিজেপি, সিপিএম চাইছে পড়াশোনা বন্ধ হোক। পরিবার অচল হলে বিজেপি, সিপিএম সচল থাকবে না। বিজেপি, সিপিএমের লক্ষ্য আমি বুঝি। ওরা গায়ের জোরে সব কিছু করতে চাইছে। মানুষকে মানুষ–জ্ঞান করছে না। ছাত্রছাত্রীদের বিপদে ফেলে দিচ্ছে। শিক্ষকদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এসএসসির কাজে আমি কখনও নাক গলাই না।'

মমতা এদিন সাংবাদিকদের বলেন, 'বিজেপি যদি আমাকে জেলে ঢুকিয়ে দেয়, তা হলে স্বাগত জানাব।' আক্রমণ করেন সিপিএম সাংসদ, আইনজীবীকেও। বলেন, 'বিকাশ ভট্টাচার্য কে? অনেক বড় বড় কথা বলছেন। পরিকাঠামোকে এঁরা ভেঙে দিতে চাইছেন। এঁদের রাজনীতির পেছনে কী উদ্দেশ্য আছে আমরা জানি। আমরা সব রকম ব্যবস্থা করব। কিন্তু এখনই কিছু বলছি না।'

পাশে আছি

● ১ পাতার পর

সুপ্রিম কোর্টের রায় উল্লেখ করে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্যারা ৪৯–এ পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে বয়সের ছাড় দেওয়া যেতে পারে, প্রয়োজনে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধাও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু নিয়োগ–প্রক্রিয়া নতুন করে করতে হবে। স্কুল সার্ভিস কমিশন একটি অটোনোমাস বডি। আমি এদের কাজে একেবারেই হস্তক্ষেপ করি না। কিন্তু মানবিকতার খাতিরে পুরো প্রক্রিয়া তিন মাসের মধ্যে করে ফেলবে বলে স্কুল সার্ভিস কমিশন জানিয়েছে। শুধু ২৫ হাজার চাকরি হারানো মানুষ নন, তাঁদের সঙ্গে তাঁদের পরিবারও জড়িত।' তিনি এদিন স্পষ্ট করে বলেন, 'যাঁরা ন্যায্য ভাবে চাকরি পেয়েও হারিয়েছেন, তাঁদের পাশে আমি ছিলাম, আছি, থাকব।'

সোমবার সভা

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'চাকরিহারা শিক্ষকেরা ডিপ্রাইভ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করেছেন। তাঁরা ৭ এপ্রিল সোমবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে সভা ডেকেছেন। সেখানে তাঁরা আমাকে, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু–সহ আইনজীবী, গুণিজন অনেককেই ডেকেছেন। আমি যাব। আমি আবারও বলছি, ধৈর্য হারাবেন না, আবেদন করুন। আমরা তাড়াতাড়ি সমাধানের চেষ্টা করব। আমি জানি, কারও বাচ্চা পড়াশোনা করছে। কারও ছেলেমেয়ে বাইরে পড়ছে। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে বাড়ি–গাড়ি কিনেছেন। তাই এঁরা অচল হলে কেউই সচল থাকবে না।' এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, শিক্ষা সচিব বিনোদ কুমার প্রমুখ।

এআইডিওয়াইও-র প্রতিবাদ, আন্দোলন

আজকালের প্রতিবেদন

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ হওয়া ২৫ হাজার ৫৭৮ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী চাকরি হারালেন। ২০১৬ সালের শিক্ষক–শিক্ষাকর্মীদের প্যানেল বাতিলের প্রতিবাদে সরব হয়েছে এআইডিওয়াইও। যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনে নামবে তারা। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক মলয় পাল জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ২৫ হাজার ৫৭৮ জনের মধ্যে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা ন্যায় বিচার পেলেন না। যাঁরা স্বচ্ছতার সঙ্গে যোগ্যতা প্রমাণ করে শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছিলেন এবং শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন, তাঁদের চাকরি বাতিল হওয়া দুঃখজনক। দোষী না হওয়া সত্ত্বেও সমাজের চোখে তাঁদের দোষী বলে চিহ্নিত করে দেওয়া হল।

রামনবমীর মিছিলে উস্কানিমূলক মন্তব্য করা যাবে না, অস্ত্রও নিষিদ্ধ

আজকালের প্রতিবেদন

রামনবমীর মিছিল বা শোভাযাত্রা থেকে কোনওরকম উস্কানিমূলক মন্তব্য করা যাবে না। লালবাজার সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই আয়োজকদের সঙ্গে বৈঠক করে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন স্থানীয় থানার অফিসাররা। একইসঙ্গে মিছিল ও শোভাযাত্রায় কী কী করণীয় ও কী কী করণীয় নয়, সে সমস্ত বিষয়েও তাঁদের বিস্তারিত জানানো হয়েছে। ৬ এপ্রিল রামনবমী। ওই দিন শহর জুড়ে ৩ থেকে ৪টি বড় মিছিল বের হওয়ার কথা। মিছিলগুলিতে কোনওরকম অস্ত্র ও বাইক ব্যবহার করা যাবে না।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রতিটি মিছিল ও শোভাযাত্রার সঙ্গে পর্যাপ্ত বাহিনী থাকবে। মিছিলগুলিকে এসকর্ট করা হবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডেপুটি কমিশনার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার অফিসাররাও রাস্তায় থাকবেন। তাঁদের অধীনে পুলিশ মোতায়েন করা হবে। মিছিলের রুটগুলিতে পুলিশ পিকেট করা হবে। প্রয়োজনে মিছিলের যাত্রাপথ পরিবর্তন করতে পারে পুলিশ।

ক্যাম্পাসে পালন নয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে রামনবমী পালনের অনুমতি দিলেন না কর্তৃপক্ষ। ক্যাম্পাসে এবিভিপি সমর্থক বলেপরিচিত পড়ুয়ারা রামনবমী পালনের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার এ নিয়ে এক বৈঠক হয়। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ক্যাম্পাসে এই ধরনের অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হবে না। গত বছরও দেওয়া হয়নি। এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন। এমন পরিস্থিতিতে রামনবমী পালনের অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।

মুকুন্দপুর: মৃত দম্পতির হাতের লেখা পরীক্ষা করবে পুলিশ

আজকালের প্রতিবেদন

মুকুন্দপুরের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হওয়া সুইসাইড নোটটি কে লিখেছিলেন – তা জানতে মৃত বৃদ্ধ দম্পতির হাতের লেখা পরীক্ষা করবে পূর্ব যাদবপুর থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই দুলাল পাল (৬৬) ও রেখা পাল (৫৪)–এর হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বাবা–মায়ের সৎকার পর্ব সেরেছে ছেলে সৌরভ পাল। মঙ্গলবার রাতে মুকুন্দপুরের একটি ফ্ল্যাটের ডাইনিং রুম ও বেডরুম থেকে বৃদ্ধ দম্পতির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থল থেকে একটি সুইসাইড নোট পেয়েছিল পুলিশ। যেখানে আত্মহত্যার নেপথ্যে ছেলে ও বৌমাকে দায়ী করেছিল দম্পতি। ওইদিনই তাঁদের ছোট মেয়ে সঙ্গীতা সেনাপতি অভিযোগ জানান, দাদা সৌরভ ও বৌদি কল্যাণী মণ্ডল বৃদ্ধ বাবা–মায়ের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত। কলকাতা পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে যা যা করার, আইনানুগ ভাবে সবই করা হবে।'

দেশবিরোধী স্লোগান লেখায় গ্রেপ্তার

আজকালের প্রতিবেদন

দেশবিরোধী স্লোগান লেখার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম চয়ন সেন। বুধবার রাতে ৪০ বছর বয়সি ওই ব্যক্তিকে টাওয়ার ডাম্পিং পদ্ধতিতে গ্রেপ্তার করে যাদবপুর থানার পুলিশ।

আর জি কর হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছিল গোটা রাজ্য। পুলিশ জানিয়েছে, গত বছর ৮ সেপ্টেম্বর যাদবপুর ৮বি এলাকায় 'রাত দখল' হয়েছিল। ওইদিন চয়ন রাস্তার ওপরে নিজেহাতে গ্রাফিতি এঁকেছিল। তাতে লেখা ছিল, 'সশস্ত্র আন্দোলন চাই'। তদন্তকারীদের দাবি, সেটি দেশ বিরোধী স্লোগান ছিল। এরপরেই যাদবপুর থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তদন্তে নামে।

উল্লেখ্য, ফোন নম্বরের মাধ্যমে অভিযুক্তকে খুঁজে বের করাকেই টাওয়ার ডাম্পিং পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে চয়নকে চিহ্নিত করা হয়। বুধবার সন্ধেয় তাকে যাদবপুর থানায় ডেকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। এরপরেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের সন্দেহ, ধৃতের সঙ্গে নকশালপন্থী আন্দোলনের যোগসূত্র থাকতে পারে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

আইপিএসে ছোট রদবদল

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যে আইপিএস পর্যায়ে ছোট রদবদল হল। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের ডিজি রণবীর কুমার দমকল দপ্তরের দায়িত্ব পেলেন। পীযূষ পান্ডে ডিরেক্টর সিকিউরিটি পদে ছিলেন। পদোন্নতি হয়ে তিনি এডিজি থেকে ডিজি হলেন। তবে দায়িত্ব একই রইল। অলোক রাজোরিয়া ডিআইজি ট্রাফিক পদে রয়েছেন। এর পাশাপাশি তাঁকে এডিজি আইনের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হল। ডব্লুবিএইচআরএস-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শান্তি দাসকে সংশোধনাগার দপ্তরে ডেপুটেশনে পাঠানো হল।

মা উড়ালপুলে গাড়ি উল্টে জখম ২

আজকালের প্রতিবেদন

মা উড়ালপুলের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি প্রাইভেট গাড়ি উল্টে জখম হলেন চালক–সহ দুই ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে প্রগতি ময়দান থানা এলাকায়। আহতরা এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি। এদিন একটি এসইউভি গাড়ি পার্ক সার্কাসের দিক থেকে মা উড়ালপুল ধরে চিংড়িঘাটার দিকে যাচ্ছিল। বেলা ১১টা নাগাদ উড়ালপুলের ওপর আইটিসি রয়্যাল হোটেলের সামনে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাতিস্তম্ভে সজোরে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। অভিঘাত এত বেশি ছিল যে, বাতিস্তম্ভটি গোড়া থেকে উপড়ে উল্টোদিকের লেনে গিয়ে পড়ে। এদিকে গাড়িটি উল্টে গিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

বিদ্যালয়ে সঙ্কট, পড়াবেন কারা?

● ১ পাতার পর

চাকরি বাতিলের প্রভাব উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখার ক্ষেত্রে পড়তে পারে বলে মনে করছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। শুরুর দিকে যে পরীক্ষাগুলো হয়েছিল, তার খাতা দেখা শেষ হয়েছে। কিন্তু শেষের কয়েকটা দিনের পরীক্ষার খাতা এক সপ্তাহ হল বিলি করা হয়েছে। ফলে সেক্ষেত্রে একটা সমস্যা হবেই বলে জানিয়েছেন সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। এদিন চিরঞ্জীববাবু বলেন, 'অনেকেই আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন যে চাকরি বাতিল হওয়ায় তাঁরা খুবই হতাশ। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা উচ্চ মাধ্যমিকে খাতা দেখবেন না।' প্রধান পরীক্ষক এবং পরীক্ষক মিলিয়ে মোট ৫০ হাজারের মতো শিক্ষক উচ্চ মাধ্যমিকের খাতা দেখার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। চিরঞ্জীববাবু বলেন, 'যদি দেখা যায় যে খুব কম সংখ্যক বাতিল শিক্ষক খাতা দেখছিলেন, তা হলে খুব বেশি প্রভাব পড়বে না। কিন্তু যদি দেখা যায় যে এই সংখ্যাটা অনেক বেশি, তা হলে সমস্যা হবে। কী হতে পারে, আমরা পুরো বিষয়টা রিভিউ করে দেখছি।' তবে এই চাকরি বাতিলের ফলে নতুন করে নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিকস্তরের পঠনপাঠন ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে জানান তিনি। চিরঞ্জীববাবু বলেন, 'এমনিতেই উচ্চ মাধ্যমিকস্তরে শিক্ষকের সংখ্যা কম। সেমেস্টার পদ্ধতিতে পড়াশোনা শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এতজন শিক্ষক বাতিল হওয়ায়, কীভাবে পাঠ্যক্রম শেষ হবে, তা নিয়ে আমরা চিন্তায় আছি।' মাধ্যমিকের খাতা দেখার কাজ শেষ। স্ক্রুটিনি চলছে। ফলে সমস্যা হবে না বলে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে খবর।

চাকরি বাতিল শিক্ষকরা নবম–দশম এবং একাদশ–দ্বাদশে পড়াতেন। অনেক স্কুলেই একাদশ–দ্বাদশের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক একজন শিক্ষকই ছিলেন। তাঁর চাকরি চলে যাওয়ায় সেই বিষয়টি কে পড়াবেন, তা নিয়ে ভেবে কূল পাচ্ছেন না প্রধান শিক্ষকরা। কলকাতার নারায়ণদাস বাঙ্গুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় বড়ুয়া বলেন, 'আমার স্কুল থেকে যে ২ জন শিক্ষকের চাকরি গেছে, তার মধ্যে একজন একাদশ–দ্বাদশে রসায়ন পড়াতেন। রসায়নের ওই একজন শিক্ষকই ছিলেন। সোমবার থেকে দ্বাদশের ক্লাস শুরু হবে। কে রসায়নের ক্লাস নেবেন, আমি জানি না। রাতারাতি পার্ট টাইম শিক্ষকই বা কোথায় পাব জানি না।' একই অবস্থা দমদমের শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দিরের। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অসীমকুমার নন্দ বলেন, 'চাকরি চলে যাওয়া ৩ জন শিক্ষকের মধ্যে দুজন কমার্স ও একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের। কর্মাসের আর শিক্ষকই নেই। ২০০ জন পড়ুয়া। রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরও একজনই ছিলেন। একাদশ–দ্বাদশের পড়াশোনা চালাতে গেলে পার্ট টাইম শিক্ষক ছাড়া উপায় নেই।' যাদবপুর বিদ্যাপীঠের কম্পিউটার সায়েন্স–এ একজনই শিক্ষক ছিলেন। তাঁর চাকরি চলে যাওয়ায় পুরো বিভাগটাই 'অফ' হয়ে গেল বলে জানাচ্ছেন প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্য। তিনি বলেন, 'ওই শিক্ষক উচ্চ মাধ্যমিকস্তরে এআই, ডেটা সায়েন্স পড়ানোর প্রশিক্ষণও নিয়েছিলেন। ওঁর চাকরি চলে যাওয়ায় এই বিষয়গুলি পড়ানোর এই মুহূর্তে আর কেউ নেই।' যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমিত সেনমজুমদার বলেন, 'স্কুলে একজনই গ্রুপ ডি কর্মী ছিলেন। যাঁর চাকরি চলে গেছে। ফলে আজ থেকে স্কুলের দরজা খোলা, ক্লাস শুরু এবং শেষের ঘণ্টা বাজানোর কোনও লোক নেই।' সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর এই ছবি রাজ্যের অনেক স্কুলেই। দুর্গাপুরের নেপালিপাড়া হিন্দি স্কুলের একসঙ্গে ৮ জন শিক্ষিকার চাকরি চলে গেছে। কুলতলির ভগবানচন্দ্র হাইস্কুলের একসঙ্গে ১১ জনের চাকরি গেছে। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই বিজ্ঞানের শিক্ষক। এঁদের ওপর ভর করেই গত তিন বছর ধরে স্কুলের বিজ্ঞান–বিভাগটি চলছিল। এরপর কী হবে জানেন না স্কুল কর্তৃপক্ষ। কলকাতার শহিদ মিনারের কাছে জড়ো হওয়াদের মধ্যে ইল্লাজুল রহমান নামে সদ্য চাকরিহারা এক শিক্ষক বলেন, 'আমার কাছে উচ্চ মাধ্যমিকের খাতা রয়েছে। আমার চাকরি বাতিল হয়েছে। এই খাতাগুলো আমি দেখব কী দেখব না?' অদিতি বসু নামে এক অঙ্কের শিক্ষিকা বলেন, 'যদি আমরা 'অযোগ্য'ই হব, তা হলে এ বছর যে মাধ্যমিকের খাতা দেখলাম, সেই খাতার মূল্যায়ন বাতিল করা হোক। গত ছয় বছর ধরে যে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে খাতা দেখেছি, সেইসব মূল্যায়ন বাতিল করে আবার নতুন করে মাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়া হোক।'

পঞ্জাব এণ্ড সিংধ বৈংক (ভারত সরকার কা উপক্রম) Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

গ্রাহক/লকার ধারকগণের প্রতি প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

আমাদের গ্রাহকগণের পরিষেবা একত্রিত এবং শক্তিশালী করার জন্য এবং প্রশাসনিক সুবিধার জন্য, গুরুদোয়ারা পাঞ্জাবি সঙ্গত, সাহাগঞ্জ, হুগলিতে পরিচালিত সাহাগঞ্জ ব্রাঞ্চ, হুগলি (S0847) ব্যান্ডেল ব্রাঞ্চ (S0376)–এর সঙ্গে যুক্ত হবে এবং খুব শীঘ্রই নতুন ঠিকানা থেকে কাজ করবে।

ব্রাঞ্চের নাম	বর্তমান ঠিকানা	নতুন ঠিকানা
সাহাগঞ্জ, হুগলি	পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক গুরুদোয়ারা পাঞ্জাবি সঙ্গত, সাহাগঞ্জ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ–৭১২১০৪ বর্তমান আইএফএসসি: PSIB0000847	পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক ব্যান্ডেল ব্রাঞ্চ জি টি রোড, ব্যান্ডেল পশ্চিমবঙ্গ–৭১২১০৪ নতুন আইএফএসসি: PSIB0000376

আমাদের **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, সাহাগঞ্জ, হুগলি ব্রাঞ্চের** সকল লকার ধারক গ্রাহকদের অবগত করা হচ্ছে যে, স্থানান্তরিত প্রেমিসেসে লকারগুলি স্থানান্তরের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হবে। অবশ্য, যদি লকার সুবিধার গ্রাহক স্থানান্তরের পূর্বে সামগ্রীগুলির দখল নিতে এবং প্রস্তাবিত স্থানে লকারগুলি স্থানান্তরের পর তা জমা করতে ইচ্ছুক থাকেন, আমরা তাঁদের শীঘ্রই ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি। এই ব্যাপারে অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত এবং সব সময়ে আপনাদের সর্বোত্তম পরিষেবার ব্যাপারে নিশ্চিত করছি।
বিশদ জানতে, আমাদের সাহাগঞ্জ, হুগলি ব্রাঞ্চে ভিজিট করুন অথবা আমাদের **ব্রাঞ্চ টিম নন্দিতা ভারতী, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ফোন নম্বর ৯৯৫৩০৮৯২৩৮ অথবা জোনাল অফিস টিম তল্লীন মোদক** ০৩৩–২২৪৮৫৮৬৭/৯০৪৬৩০১৭১১–এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন অথবা আমাদের ই মেল করুন **s0847@psb.co.in/zo.kolkata@psb.co.in**

স্থান: সাহাগঞ্জ তারিখ: ০৪.০৪.২০২৫ শাখা প্রবন্ধক

পঞ্জাব এণ্ড সিংধ বৈংক (ভারত সরকার কা উপক্রম) Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

গ্রাহক/লকার ধারকগণের প্রতি প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

আমাদের গ্রাহকগণের পরিষেবা একত্রিত এবং শক্তিশালী করার জন্য এবং প্রশাসনিক সুবিধার জন্য, এন এস রোড, কলকাতায় পরিচালিত এন এস রোড ব্রাঞ্চ (C0361) আইবিডি কলকাতা ব্রাঞ্চ (C0562)–এর সঙ্গে যুক্ত হবে এবং খুব শীঘ্রই নতুন ঠিকানা থেকে কাজ করবে।

ব্রাঞ্চের নাম	বর্তমান ঠিকানা	নতুন ঠিকানা
এন এস রোড, কলকাতা	পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক ৮৩/৮৫, এন এস রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা–৭০০০০৭ বর্তমান আইএফএসসি: PSIB0000361	পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক আইবিডি কলকাতা, ১৪/১৫ ওসিএইচ স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১ নতুন আইএফএসসি: PSIB0000562

আমাদের **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, এন এস রোড কলকাতা ব্রাঞ্চের** সকল লকার ধারক গ্রাহকদের অবগত করা হচ্ছে যে, স্থানান্তরিত প্রেমিসেসে লকারগুলি স্থানান্তরের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হবে। অবশ্য, যদি লকার সুবিধার গ্রাহক স্থানান্তরের পূর্বে সামগ্রীগুলির দখল নিতে এবং প্রস্তাবিত স্থানে লকারগুলি স্থানান্তরের পর তা জমা করতে ইচ্ছুক থাকেন, আমরা তাঁদের শীঘ্রই ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি। এই ব্যাপারে অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত এবং সব সময়ে আপনাদের সর্বোত্তম পরিষেবার ব্যাপারে নিশ্চিত করছি।
বিশদ জানতে, আমাদের এন এস রোড, কলকাতা ব্রাঞ্চে ভিজিট করুন অথবা আমাদের **ব্রাঞ্চ টিম অমৃত পাল সিং, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ফোন নম্বর ৭৩১৭৭৮৫৮০১/৯৯৯৯৩০৪৭৭৮ অথবা জোনাল অফিস টিম তল্লীন মোদক** ০৩৩–২২৪৮৫৮৬৭/৯০৪৬৩০১৭১১–এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন অথবা আমাদের ই মেল করুন **c0361@psb.co.in/zo.kolkata@psb.co.in**

স্থান: কলকাতা তারিখ: ০৪.০৪.২০২৫ শাখা প্রবন্ধক

যুকো বৈংক UCO BANK
হুগলি জোনাল অফিস
২১, নিউ জি টি রোড (তৃতীয় তল), পোঃঅঃ– উত্তরপাড়া, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২২৫৮
ফোন: ০৩৩–২৬৬৪ ০১৮৬ / ০১৮৯; ই–মেল: zo.hooghly@ucobank.co.in

লকার ভেঙে খোলার নোটিশ

নীচের টেবিলে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াগ্রহীতাদের প্রতি ইউকো ব্যাঙ্কের তরফে সেফ ডিপোজিট ভল্ট (লকার) ভাড়ায় দেওয়া হয়েছিল। উক্ত লকার ভাড়াগ্রহীতারা লকারের ভাড়া প্রদান করেননি এবং তাঁদের নামে ভাড়া বকেয়া রয়েছে। বকেয়া ও অনাদায়ী লকার ভাড়া আদায় করার জন্য সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াগ্রহীতাদের প্রতি ব্যাঙ্কের তরফে পাঁচটি নোটিশ জারি করা হয়েছিল, কিন্তু সেই ভাড়া এখনও জমা পড়েনি।

ব্রাঞ্চ: ক্ষীরপাই (০৪৩৩), ই–মেল: khirpa@ucobank.co.in, পোঃঅঃ– ক্ষীরপাই, জেলা– মেদিনীপুর, পিন–৭২১২৩২

ক্রম নং	লকার নম্বর	লকারধারকের নাম	লকারধারকের ঠিকানা
১	এএ ০৫৬	রঘুনাথ বালিয়ার	ক্ষীরপাই, পশ্চিমবঙ্গ–৭২১২৩২
২	বিএ ০০৩	ইলা রায়	ক্ষীরপাই, পশ্চিম মেদিনীপুর–৭২১২৩২
৩	বিএ ০৫৬	সাকিবুল খান	পিতা– আকলাউদ্দিন খান, গ্রাম– মহাবালা, পোঃঅঃ– জারা, পশ্চিম মেদিনীপুর–৭২১২৩২
৪	বিএ ০৫৮	দিলবর আলি মল্লিক	পিতা– হাসেম আলি মল্লিক, গ্রাম– কাসানদা, পোঃঅঃ– জারা, পশ্চিম মেদিনীপুর–৭২১২৩২
৫	বিএ ০৯০	গৌরচন্দ্র চ্যাটার্জি	পিতা– গোপাল চন্দ্র চ্যাটার্জি, ওয়ার্ড নং ৫, রামজীবনপুর–৭২১২৪২

এতদ্দ্বারা উপরোক্ত লকার ভাড়াগ্রহীতাদের প্রতি এই নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে তাঁরা ব্যাঙ্কে ওপরে উল্লিখিত লকারের ভাড়া পরিশোধ না করেন, তাহলে ভাড়া দলিলের ধারা অনুসারে সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াগ্রহীতার ঝুঁকি ও খরচ সাপেক্ষে লকারটি ভেঙে খোলা হবে এবং ব্যাঙ্ক সেই লকারের কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ জিনিসপত্র সরকারি বা ব্যক্তিগতভাবে বিক্রি করে তার পাওনা আদায় করবে। ব্যাঙ্কের পাওনা পরিশোধের পরে লকারের যে কোনও সামগ্রী এবং/অথবা জিনিসপত্র অবশিষ্ট থাকলে তার পুরো ঝুঁকি, দায় এবং খরচ সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াটের ওপরেই বর্তাবে। যদি এই ধরনের বিক্রয়লব্ধ অর্থাঙ্ক ব্যাঙ্কের পাওনা আদায়ের জন্য অপর্যাপ্ত হয়, তাহলে লকার ভাড়াটেকে এই ঘাটতির জন্য দায়ী থাকতে হবে।

তারিখ: ০৪.০৪.২০২৫; স্থান: ক্ষীরপাই অনুমোদিত আধিকারিক ইউকো ব্যাঙ্ক

যুকো বৈংক UCO BANK
হুগলি জোনাল অফিস
২১, নিউ জি টি রোড (৩য় তল), পোঃ উত্তরপাড়া, জেলা– হুগলি–৭১২২৫৮
টেলি নং ০৩৩২৬৬৪০১৮৬/০১৮৯, ই মেল– zo.hooghly@ucobank.co.in
পরিশিষ্ট–IV, রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, ইউকো ব্যাঙ্ক–এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল নং ৮ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৫৪ অফ ২০০২)–এর ১৩(১২) ধারা অনুযায়ী তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে লেখা ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার–এর প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক ও চুক্তির হারে পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক খরচাপাতি, মাসুল ও চার্জ পরিশোধ করার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ ও ৯ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে লেখা তারিখে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনওরূপ লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন নীচে লেখা অর্থাঙ্ক এবং পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক খরচাপাতি, মাসুল ও চার্জ ইত্যাদি সমেত ইউকো ব্যাঙ্ক–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম/ আর্থিক সহায়তাকারী শাখা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া অর্থাঙ্ক
১	**মেঃ এস ম্যাট স্টোরস** **মালিক– শ্রী সুব্রত বেরা,** পিতা প্রয়াত অজিত বেরা, গ্রাম ও পোঃ চাঁপাডাঙ্গা, থানা তারকেশ্বর, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ– ৭১২৪০১। **জামিনদার: (১) শ্রীমতী শিল্পী বেরা,** স্বামী শ্রী সুব্রত বেরা, **(২) শ্রী সুব্রত বেরা,** পিতা প্রয়াত অজিত বেরা, গ্রাম ও পোঃ চাঁপাডাঙ্গা, থানা তারকেশ্বর, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ– ৭১২৪০১। **শাখা**– সাহাপুর ই-মেল: sahapu@ucobank.co.in	০৪ শতক বাস্তু জমি ও বিল্ডিংয়ের সমগ্র অংশ, সাবেক বা আর এস দাগ নং ৬৩২, হাল বা এল আর দাগ নং ৭৪৪, এল আর খতিয়ান নং ৫২৮৭, মৌজা– চাঁপাডাঙ্গা, গ্রাম ও পোঃ চাঁপাডাঙ্গা, থানা তারকেশ্বর, জে এল নং ৬৭, জেলা হুগলি, চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত, বুক নং I, সিডি ভলুম নং ৯, পাতা ৩৩৩১ থেকে ৩৩৪২, নং ০৩২০৮, বর্ষ ২০১৩, এডিএসআর তারকেশ্বর, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ। **মালিক শ্রীমতী শিল্পী বেরা,** স্বামী শ্রী সুব্রত বেরা। **চৌহদ্দি– উত্তর**– ধনঞ্জয় ভৌমিকের সম্পত্তি; **দক্ষিণ**– অসিত মাইতির সম্পত্তি; **পূর্ব**– বাদল মন্ডলের সম্পত্তি; **পশ্চিম**– ক্যানাল সাইড রোড।	ক) ২৬.১১.২০২৪ খ) ০৩.০৪.২০২৫ গ) ₹২৬,৩৩,৩৮৩.১৩ (ছাব্বিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশো তিরাশি টাকা তেরো পয়সা মাত্র) ২২.০৭.২০২২ মাফিক (৩১.১০.২০১৯ পর্যন্ত সুদ সমেত) তৎসহ এর ওপর সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ)

সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২–এর ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী আগের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার ও বাতিল করা হল

তারিখ: ০৩.০৪.২০২৫ স্থান: হুগলি অনুমোদিত অফিসার ইউকো ব্যাঙ্ক

আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড Aadhar Housing Finance Ltd
কর্পোরেট অফিস: ৮০২, নটরাজ বাই রুস্তমজি, ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে, স্যার এম ভি রোড, আন্ধেরি ইস্ট, মুম্বই– ৪০০০৬৯, মহারাষ্ট্র
কলকাতা ব্রাঞ্চ অফিস: অফিস নং ১ই, দ্বিতীয় তল, প্রেমিসেস নং ২, গোবিন্দ ভবন, বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ সরণি (ব্রাবোর্ন রোড), কলকাতা–৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ

ই–নিলাম — বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, বন্ধক রাখা নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি, **আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড**–এর অনুমোদিত আধিকারিক যেগুলির দখল নিয়েছেন, **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেমনভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, যেগুলির ওপর বিশেষভাবে কোনও দায় জানা নেই এবং সম্পত্তিগুলি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে:

ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও অর্থাঙ্ক	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষণ মূল্য (আরপি)	বায়না জমা (ইএমডি) (আরপি'র ১০%)	দখলের প্রকৃতি
[লোন কোড: ১২৭০০০০০৬২৩, কলকাতা ব্রাঞ্চ] পিঙ্কু সরকার (ঋণগ্রহীতা) নীলু রায় (সহ–ঋণগ্রহীতা ১)	৯ ফেব্রুয়ারি, ২২ ₹ ১৬৭৮০৭০/–	কমবেশি ৩ কাঠা বা ৪.৯৫ ডেসিমেল বা ২১৬০ বর্গফুটের সমতুল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, কমবেশি ২৩২৩ বর্গফুট মাপের দোতলা বাড়ি সহ, মৌজা–হালিশহর, জে এল নং ৬, ই পি নং ৭৭, এস পি নং ৩৩৪, এল আর খতিয়ান নং ১৭৫১৩, সি এস দাগ নং ৫১৮৫ (অংশ), এল আর দাগ নং ৯১৭৪, কাঁচরাপাড়া পুরসভার অধীন, ওয়ার্ড নং ১৯, হোল্ডিং নং ৭০, শশী বাবু রোড, থানা বীজপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি: পূর্বে: পুকুর, পশ্চিমে: এপি নং ৭৮, যোগমান্য দাসের সম্পত্তি, উত্তরে: অন্য জমি, দক্ষিণে: ৪ ফুট চওড়া রাস্তা।	₹৩৩,৭৪,৮০০/– (তেত্রিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার আটশো টাকা মাত্র)	₹৩,৩৭,৪৮০/– (তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার চারশো আশি টাকা মাত্র)	বাস্তবিক

১. ইএমডির ডিমান্ড ড্রাফ্ট, কেওয়াইসি, টেন্ডার ফর্ম এবং শর্ত ও নিয়মাবলি গ্রহণের ফর্ম (টেন্ডার নথি) সর্বশেষ ০৩.০৫.২০২৫ বিকেল ৫টার মধ্যে ওপরে উল্লিখিত ব্রাঞ্চ অফিসের ঠিকানায় জমা দিতে হবে অথবা এগুলি **https://bankeauctions.com** ওয়েবসাইটে আপলোড করে দিতে হবে। শেষ তারিখের পরে জমা পড়া টেন্ডার নথিগুলি অবৈধ বিবেচিত হবে এবং সেইমতো এগুলি বাতিল করা হবে। ইএমডি–র ওপর কোনও সুদ পাওয়া যাবে না।
২. **https://bankeauctions.com** ওয়েবসাইটে সম্পত্তিগুলির জন্য বিড/অফার খোলার তারিখ (নিলামের তারিখ) হল **০৫.০৫.২০২৫, দুপুর ৩টে থেকে বিকেল ৪টা**।
৩. ওপরে বর্ণিত সম্পত্তির ওপর কোনও দায় বিদ্যমান থাকলে তার জন্য এএইচএফএল দায়ী থাকবে না। সম্পত্তিটি **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' ও 'যেমন আছে'** ভিত্তিতে নিলাম করা হচ্ছে।
৪. ডিমান্ড ড্রাফ্ট কেবলমাত্র 'Aadhar Housing Finance Limited'–এর অনুকূলে হতে হবে।
৫. https://bankeauctions.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র **'অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং'**–এর মাধ্যমে নিলাম/ দরাদরি অনুষ্ঠিত হবে। ই–নিলাম বিক্রি প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে ওয়েবসাইটে দেওয়া শর্ত ও নিয়মাবলি ভালভাবে পড়ে নেওয়ার জন্য বিডারদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৬. https://bankeauctions.com/registration/signup লিঙ্কের মাধ্যমে **মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের** পোর্টালে আগ্রহী বিডারদের নাম রেজিস্টার করে নিতে হবে এবং এখান থেকেই তাঁরা বিনামূল্যে তাঁদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেয়ে যাবেন। https://bankeauctions.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই সম্ভাব্য বিডাররা সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের থেকে ই–নিলামের ওপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।
৭. বিশদে জানতে আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক, **চিন্ময় কুমার সাহু (৯৯৩৭২১৭২১৭)** বা সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড–এর প্রতিনিধি মিঃ প্রভাকরণ, মোবাইল: +৯১–৭৪১৮২৮১৭০৯, ই–মেল: tn@c1india.com ও support@bankeauctions.com, ফোন: +৯১ ৭২৯১৯৮১১২৪/ ২৫/২৬–তে যোগাযোগ করতে পারেন। সর্বশেষ তারিখ অনুযায়ী উপরিলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি বিক্রি, দায়ভার কমানো ও/বা নিষ্পত্তিতে এএইচএফএল/ এএইচএফএল–এর অনুমোদিত আধিকারিককে নিরস্ত করে কোনও আদেশ ও/বা আদালতের স্থগিতাদেশ নেই।
৮. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহপূর্বক আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (এএইচএফএল), সুরক্ষিত ঋণদাতার **www.aadharhousing.com** ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন।
৯. নিলামে বিড বাড়ানোর অর্থমূল্যে হবে ₹১০,০০০/–।

স্থান: কলকাতা; তারিখ: ০৪.০৪.২০২৫ স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

৪৫ বর্ষ ১১ সংখ্যা ২১ চৈত্র ১৪৩১ শুক্রবার ৪ এপ্রিল ২০২৫

প্রতারিত কৃষক

ভোট যায়, ভোট আসে। রাজনৈতিক দলগুলির ইস্তাহার থেকে ইস্তাহারে বয়ে যায় প্রতিশ্রুতির বন্যা। সরকারে এলে এই করব, তাই করব-র অঙ্গীকার। তবে ইস্তাহারের কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে বহু দলই ক্ষমতায় এসে চোখ উল্টোয়। যে-সব প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে মানুষ ভোট দিয়েছেন, তা পালন না করার অর্থ তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করা। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের বিষয়ে অবশ্যই ভারতে এই মুহূর্তে ক্ষমতা দখলে এগিয়ে-থাকা বিজেপিই এগিয়ে। সাম্প্রতিক একটি খবর সংবাদপত্রের শিরোনামে এসেছে। তবে অধিকাংশ সংবাদপত্রেই সেই সংবাদ-শিরোনামের ঠাঁই হয়েছে সংবাদপত্রের ভিতরের পাতায়। খবরটি এই রকম। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য মহারাষ্ট্রের গত নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে একাধিক অঙ্গীকারের পাশাপাশি একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আমজনতার ভোটে তারা রাজ্যে ক্ষমতায় এলে কৃষকদের কৃষিঋণ মকুব করবে। নিঃসন্দেহে একটি স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। কৃষকেরা বিজেপিকে উজাড় করে ভোট দিয়েছেন। এখন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী অজিত পাওয়ার (জোট-শরিক এনসিপির প্রধান) সেই অঙ্গীকারকে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, ‘মহারাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন জোট সরকারের কৃষিঋণ মকুবের কোনও পরিকল্পনা নেই।’ তিনি বলেছেন, ‘ভোট-প্রতিশ্রুতি অনেক সময়েই বাস্তবায়িত করা যায় না।’ অজিত পাওয়ারের এই ঘোষণার পর মুখ্যমন্ত্রী, বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়নবিশ অজিত পাওয়ারের বক্তব্যের পক্ষেই সওয়াল করেছেন। অর্থাৎ অঙ্গীকার করেছি, ভোট পেয়েছি। এবার তা পূরণ করা, বা না-করা সরকারের ইচ্ছে। এ প্রতারণা। নির্বাচন কমিশনের বিষয়টি দেখা উচিত। নির্বাচনী আইন পরিবর্তন করে ইস্তাহার রূপায়ণ বাধ্যতামূলক করা উচিত। এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টেরও এগিয়ে আসা প্রয়োজন। ইস্তাহারের আইনি বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তা না হলে দেশের মানুষ প্রতারিতই হয়ে যাবেন।

প্রিয় সম্পাদক

নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত ইমরান খান

দেশের মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র রক্ষায় অবদানের জন্য পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার ইমরান খানকে ‘নোবেল শান্তি’ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। দেশের মানুষদের জন্য লড়াই করতে করতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল প্রাক্তন পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর। তবু তিনি মাথা নীচু করেননি। ছোট একটি জেলের কুঠুরিতে দিন কাটছে তাঁর। গত বছর ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাকিস্তান বোর্ড অ্যালায়েন্স। এই মানবাধিকার সংগঠনের সদস্যরা নরওয়ের রাজনৈতিক দল পার্টিয়েট সেন্ট্রামের সঙ্গে যুক্ত। নরওয়ের এই দল ইমরান খানের মনোনয়নে খবরটি নিজেদের এক্স হ্যান্ডিলে প্রকাশ করেছে। ২০২২ সালের এপ্রিলে অনাস্থা ভোটের পর প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসন হারাতে হয়েছিল ইমরানকে। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছিল। ২০২৩ সাল থেকে তিনি জেলবন্দি আছেন। জেলে বসেই তিনি বারবার বলেছেন, প্রতিহিংসার শিকার তিনি।

● *ওয়াই এস আহমেদ*
পার্কসার্কাস, কলকাতা

পাইলটরা মদ খেয়ে বিমান চালাচ্ছেন!

মদ খেয়ে ডিউটিতে আসার কারণে শাস্তি পেতে হয় সব স্তরের কর্মচারীদের। মদ খেয়ে ডিউটিতে আসা পাইলটের সংখ্যা ৫ বছরে বেড়ে দ্বিগুণ হওয়ার ব্যাপারটা জানাজানি হতেই তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বড়সড় প্রশ্নের মুখে বিমানযাত্রীদের নিরাপত্তাও। খবরে প্রকাশ, বিমানে ওঠার আগে অর্থাৎ ডিউটিতে জয়েন করার আগে মদ্যপান করে ধরা পড়েছেন ১৭৬ জন পাইলট এবং ৫৩৬ জন কেবিন ক্রু। স্বাভাবিক ভাবেই এত বেশি সংখ্যক পাইলটের গা-ছাড়া মনোভাব দেখে নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ দেশে ডোমেস্টিক ফ্লাইটে মদ সরবরাহের বন্দোবস্ত নেই। তাই মদ্যপান করে কোনও পাইলট বিমানে উঠছেন কিনা তা জানার জন্য ফ্রি ফ্লাইট ব্রেথ অ্যানালাইজার টেস্ট জরুরি। মদ খেয়ে রাস্তায় গাড়ি চালানোর জন্য প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটছে দেশ জুড়ে। সেখানে আকাশপথে সামান্য ভুলচুক হওয়ার কারণে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, জীবনহানি হতে পারে— এসব জানা সত্ত্বেও পাইলটের চাকরি করতে এসে কেন এমন দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিচ্ছেন তাঁরা? ব্রেথ অ্যানালাইজার টেস্টে প্রথমবার ব্যর্থ হলে, সংশ্লিষ্ট পাইলটের লাইসেন্স তিন মাসের জন্য বাতিল করা হয়। একই অপরাধে দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে, সাসপেনশনের মেয়াদ থাকে ৩ বছর। তৃতীয়বার একই ঘটনা ঘটলে, পাইলটের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয়। তবু, কেন এ পথে হাঁটতে চাইছেন দেশের প্রথম সারির পাইলটরা?

● *সঞ্জীবন চট্টোপাধ্যায়*
নিউ গড়িয়া, কলকাতা

রাজ্যে পেঁয়াজের উৎপাদন ৭ লক্ষ টন ছাড়াবে, কমবে অন্য রাজ্যের ওপর নির্ভরতা

অনেকটাই অন্য রাজ্যের ওপর নির্ভরতা কমবে। পেঁয়াজের জন্য এ রাজ্যের মানুষকে আর বেশি দামে কিনতে হবে না। কারণ এবারে রাজ্যে যা পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে, তাতে ৭ লক্ষ টন ছাড়াবে। তা ছাড়া এ রাজ্যে বর্ষাতেও তিন প্রজাতির পেঁয়াজ চাষ করে লাভবান হয়েছেন চাষিরা। এমনটাই জানিয়েছেন কৃষি-বিশেষজ্ঞরা। বিশেষজ্ঞদের মতে এ রাজ্যে উত্তরোত্তর পেঁয়াজচাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলনও ভাল হচ্ছে। লাভবান হচ্ছেন চাষিরা। তা ছাড়া বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে বর্ষাতেও পেঁয়াজচাষ শুরু করেছেন চাষিরা। যে হারে রাজ্যে পেঁয়াজ উৎপাদন হচ্ছে, তাতে অন্য রাজ্যের ওপর নির্ভরতা অনেকটাই কমবে।

প্রসঙ্গত, বিশেষজ্ঞদের মতে পেঁয়াজচাষে কৃষকদের উৎসাহ বৃদ্ধি করা হয়। তার পাশাপাশি এবার শীতকালে গিয়েছে বৃষ্টিহীন। এই অনুকূল আবহাওয়াও উৎপাদনবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়েছে। সরকারি সূত্রে খবর, রাজ্যে গত বছর সাড়ে ৬ লক্ষ টনের মতো পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছিল। এবার তা ৭ লক্ষ টন ছাড়াবে বলেই আশা করছে প্রশাসন। রাজ্যবাসীর আগামী আগস্ট মাস পর্যন্ত যে চাহিদা, তা বাংলার নিজস্ব উৎপাদন দিয়েই পুরোপুরি মেটানো যাবে বলে মনে করছেন সরকারি কর্তারা। তা হলে বাজারে দামও নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। ভিনরাজ্যের, বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা মর্জিমাফিক দাম ঠিক করতে পারবেন না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বাজেট পেশ করার পর সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে পেঁয়াজের প্রসঙ্গও তোলেন। তিনি বলেন, আগে তো বেশিরভাগ পেঁয়াজই অন্য রাজ্য থেকে আনতে হত। আমরা চাষবৃদ্ধির উদ্যোগ নিতেই উৎপাদনও অনেক বেড়েছে। রাজ্যে বছরের ৭৫ ভাগ চাহিদা মিটে যাচ্ছে নিজস্ব উৎপাদন থেকেই।

রাজ্যে যে পেঁয়াজ উৎপাদন হয় তার বেশিরভাগটা ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ উঠতে শুরু করে। রাজ্য সরকার অবশ্য উন্নতমানের বীজ এনে বর্ষাকালীন পেঁয়াজের চাষ বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে। তা ছাড়া বাজেট পেশের সময় অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, অফসিজনে পেঁয়াজচাষের এলাকা বাড়ানোর জন্য ২২.৫৮ কুইন্টাল বীজ চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ৪২৫ টন পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য চাষিদের আর্থিক অনুদান দিয়েছে সরকার। বাজার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উৎপাদনবৃদ্ধির পাশাপাশি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আরও প্রসারিত হলে সাধারণ ক্রেতাদের আর্থিক সুবিধার পাশাপাশি চাষিরা বেশি আয় করতে পারবেন। সংরক্ষণের ব্যবস্থা বাড়লে আরও বেশিদিন ধরে রাজ্যের পেঁয়াজ বাজারে আসবে। এতে দামের সাশ্রয় হবে। কলকাতার পাইকারি বাজারে এখন রাজ্যের নতুন পেঁয়াজ ১৩ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। স্থানীয় উৎপাদন বাজারে এসে যাওয়ায় মহারাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা এখানে কম দামে পেঁয়াজ পাঠাতে বাধ্য হচ্ছেন। মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ এখন ২০ টাকার আশপাশে কলকাতার পাইকারি বাজারে আসছে। কিছুদিন আগে তা ছিল কেজিতে ৩০ টাকার বেশি। পুরনো পেঁয়াজ এখনও খুচরোবাজারে ৪০ টাকার আশপাশে বিক্রি হচ্ছে। নতুন পেঁয়াজে এখনও ভেজা ভাব বেশি রয়েছে, তাই অনেকেই তা কিনতে চাইছেন না। এই সমস্যা কিছুদিনের মধ্যেই কেটে যাবে। তখন বাজারে পেঁয়াজের দাম অনেকটাই নেমে যাবে বলে বাজার বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন। নতুন পেঁয়াজ কিছুদিনের মধ্যে ‘হালকা’ হলে তার সংরক্ষণ প্রক্রিয়াও শুরু হবে। এতে চাষিরাও দাম বেশি পাবেন। এখন চাষিরা নতুন পেঁয়াজ বিক্রি করছেন ১০ টাকার কমে।

উল্লেখ্য, এদিকে রাজ্যে বর্ষাতেও পেঁয়াজচাষ করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন কৃষি-বিশেষজ্ঞরা। বর্ষাতেও পেঁয়াজচাষ কীভাবে সম্ভব, তা নিয়ে চাষিদের নিয়ে সচেতনতা-শিবির গড়ে তোলা হয়। সোনারপুরের শস্যশ্যামলা কৃষিবিকাশ-কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ প্রসেনজিৎ কুণ্ডু জানান, এ বছর বর্ষায় তিন প্রজাতির পেঁয়াজচাষ করেছিলেন কৃষকরা। চলতি মাসে সেই পেঁয়াজের ব্যাপক ফলন হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। ফলে আগামী দিনে বর্ষাকালেও পেঁয়াজচাষ করতে আর কোনও বাধা রইল না। প্রসেনজিৎবাবু বলেন, ‘বর্ষাকালে সেভাবে রাজ্যে পেঁয়াজচাষ হয় না। তাই বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। কিন্তু ভীমা ডার্ক রেড, ভীমা রাজ এবং বসন্ত ৭৮০ নামে তিনটি নতুন প্রজাতির পেঁয়াজের পরীক্ষামূলক চাষে দেখা গিয়েছে, এগুলি বর্ষায়ও ভাল ফলন দিচ্ছে। এজন্য বাড়তি খুব বেশি কিছু ব্যবস্থাও করতে হয় না। সাধারণ দেখভাল এবং গাছের গোড়ায় অতিরিক্ত জল যাতে না জমে, সেদিকে খেয়াল রাখলেই সাফল্য সম্ভব।’ জানা গিয়েছে, এই তিন প্রজাতির পেঁয়াজের বীজ বাইরে থেকে আনতে হয়েছে, কারণ রাজ্যে কোথাও তা তৈরি হয় না। গত বছর সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ১৫ দিন অন্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙড় ১, ক্যানিং ১ এবং বারুইপুর মিলিয়ে প্রায় দশ বিঘা জমিতে এই তিন প্রজাতির পেঁয়াজের বীজ রোপণ করা হয়েছিল। সেইসব জমিতে খুব ভাল ফলন হয়েছে। প্রায় ৩০০ কুইন্টাল পেঁয়াজ উৎপাদিত হয়েছে। উদ্যানপালন দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় এই চাষের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। রিপোর্টও প্রাথমিকভাবে দপ্তরে পাঠিয়েছেন তাঁরা। উৎপাদিত পেঁয়াজ কৃষকরা বাজারে বিক্রি করবেন বলে জানিয়েছেন।

● *মোহন গাঙ্গুলি*
কলকাতা

চিঠি লিখুন ইমেলেও priyo_sampadak@aajkaal.net

দক্ষিণ ভারতেও সঙ্ঘের অস্ত্র সেই বিভাজনের রাজনীতি

তরুণ চক্রবর্তী

দক্ষিণ ভারতের পাঁচটি পূর্ণরাজ্যে কোথাও বিজেপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। কেবল অন্ধ্রপ্রদেশে তেলুগু দেশমের ছোট শরিক হিসেবে ক্ষমতায় রয়েছে। এছাড়া অবশ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতেও রয়েছে বিজেপি। কর্ণাটক ও তেলেঙ্গনায় কংগ্রেস, তামিলনাড়ুতে ডিএমকে-কংগ্রেস জোট, কেরলে বামেরা রয়েছে ক্ষমতায়। অদূর ভবিষ্যতেও দক্ষিণ ভারতে বিজেপির রাম-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। দ্রাবিড়-ভূমিকে তাই ‘শিক্ষা’ দিতে মরিয়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। তারাই মোদি সরকারকে বাতলে দিয়েছে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে দক্ষিণীদের দাপট কমানোর ছক। সেই ছক বাস্তবায়নেই বিজেপির হাতিয়ার ডিলিমিটেশন বা লোকসভা ও বিধানসভা আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ। তাই প্রশ্ন উঠছে, জনগণনা না করেই ২০২৬ সালের মধ্যে ডিলিমিটেশন চালু করতে চেয়ে বিজেপি দক্ষিণ ভারতকেই ‘মণিপুর’ করে তুলছে না তো?

জনগণনার ওপর ভিত্তি করে গোটা দেশেই ডিলিমিটেশন করার কথা। প্রতি দশ বছর অন্তর আদমশুমারির পর জনসংখ্যার ভিত্তিতে এলাকা পুনর্নির্ধারণের কথা সংবিধানেই বলা আছে। কিন্তু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কারণে ১৯৭৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ২৫ বছরের জন্য স্থগিত রাখে এই প্রক্রিয়া। ২০০১ সালেও একইরকম ভাবে আরও ২৫ বছরের জন্য স্থগিত রয়েছে গোটা দেশের ডিলিমিটেশন। সেই মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী বছর। কোভিডের কারণে ২০২১ সালে আদমশুমারি না হলেও মোদি সরকার চাইছে ২০১১ সালের জনগণনাকে মাথায় রেখেই এবার ডিলিমিটেশন করে ফেলতে। এখানেই উঠছে প্রশ্ন, মোদি সরকারের আসল উদ্দেশ্যটা তাহলে কী?

ডিলিমিটেশন স্থগিত রাখা হলেও রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভা ও লোকসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্নির্ধারিত হয়েছে। তবে আসনসংখ্যা প্রায় সর্বত্রই রয়ে গিয়েছে একই। রাজ্যগুলিতে শুধু অদলবদল হয়েছে নির্বাচন কেন্দ্রের নাম, সীমানা ও সংরক্ষণের বিষয়টি। লোকসভার মোট আসনও রয়ে গিয়েছে একই। তবে বহু রাজ্যে এলাকা পুনর্নির্ধারিত হয়েছে ২০১১ সালকে ভিত্তি করেই। রাজ্যভাগের ফলেও পুনর্নির্ধারিত হয়েছে বিধানসভা ও লোকসভার চরিত্র। অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা থেকে শুরু করে জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ— তালিকাটি বেশ বড়। তবে সেখানেও অতীতের বিধানসভা ও লোকসভা কেন্দ্রগুলির চরিত্রকেই মূলত দুটি রাজ্যে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু এবার ছক কষা হচ্ছে নতুন করে গোটা দেশেই ডিলিমিটেশনের। আর তাতেই শুরু হয়েছে দক্ষিণ ভারতে তীব্র প্রতিবাদ। কারণ?

ভারত সরকারের পরিবার পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে গিয়ে জাতীয় রাজনীতিতেই গুরুত্ব কমতে চলেছে দক্ষিণ ভারতের। বর্তমানে লোকসভার মোট আসনসংখ্যা ৫৪৩। এর মধ্যে দক্ষিণ ভারতের মোট আসন ১২৯। জনসংখ্যার ভিত্তিতে ডিলিমিটেশন হলে তাঁদের আসনসংখ্যা বাড়লেও গোবলয়ের তুলনায় গুরুত্ব অনেকটা কমে যাবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে ডিলিমিটেশন কার্যকর হলে ভারতের লোকসভার সদস্যসংখ্যা দাঁড়াতে পারে ৭৫৩। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতের সদস্যসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াতে পারে ১৪৪। বড়জোর ১৬৫। অন্যদিকে উত্তর ভারতের লোকসভার আসন ২২২ থেকে বেড়ে হতে পারে ৩৫৭। তখন আর সর্বভারতীয় রাজনীতিতে দক্ষিণ ভারতের তেমন গুরুত্বই থাকবে না। এখন তারা লোকসভার ২৩.৭ শতাংশ আসন দখলে রেখেছে। কিন্তু সীমানা পুনর্নির্ধারণের পর সেটা ১৯ শতাংশে নেমে আসার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে, হিন্দিভাষী রাজ্যগুলির প্রতিনিধির সংখ্যা ৬০ শতাংশ বাড়তে পারে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় গোবলয়ের দাপট আরও বেড়ে যাবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাশুল গুনবে দক্ষিণ ভারত। এটাতেই তাদের আপত্তি।

বিভিন্ন সমীক্ষা বলছে, ডিলিমিটেশন কার্যকর হলে কেরল ও পুদুচেরির লোকসভার আসন বাড়বে না। এমনকী, কেরলের আসন একটি কমতেও পারে। বাকিদের মধ্যে ডিএমকে-কংগ্রেস জোটের তামিলনাড়ুতে লোকসভার আসন ৩৯ থেকে বেড়ে হতে পারে ৪১, কংগ্রেসের তেলেঙ্গনায় ১৭ থেকে বেড়ে ২০, কর্ণাটকে ২৮ থেকে ৩৬, তেলুগু দেশমের অন্ধ্রে ২৫ থেকে বেড়ে ২৮ এবং বাম-শাসিত কেরলে ২০ থেকে কমে হতে পারে ১৯। আর কেন্দ্রশাসিত পুদুচেরিতে একটি আসনই থাকবে। অন্যদিকে, গোবলয়ের রাজ্যগুলির লোকসভা আসন অনেকটাই বাড়াতে চাইছে আরএসএস। উত্তরপ্রদেশেরই লোকসভা আসন ৮০ থেকে বাড়িয়ে ১২৮ করার ছক কষা হচ্ছে। বিহারকে ৪০ থেকে বাড়িয়ে ৭০ করারও পরিকল্পনা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমানের ৪২টি আসনে বেড়ে হতে পারে ৬০। তাহলে বিপদটা কোথায়?

জনসংখ্যার অনুপাতে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন, এতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় শুধু জনসংখ্যা বিচার্য হতে পারে না। ভৌগোলিক অবস্থানকেও গুরুত্ব দিতে হবে। কোনও রাজ্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি নীতি কার্যকর করলে শাস্তি পাবে কোন্ যুক্তিতে? যুক্তি নেই। তবু বিভাজনের অস্ত্র হিসেবে ডিলিমিটেশনকে ব্যবহার করে গোটা দক্ষিণ ভারতেই জলঘোলা করে পদ্মচাষের উপযুক্ত জমি তৈরির চেষ্টা চলছে। দক্ষিণীদের ভাষা ও সংস্কৃতিতেও আঘাত হানতে চাইছেন হিন্দু আধিপত্যবাদীরা। বিপদটা সেখানেই। ১৯৭৬ বা ২০০১ সালেও ডিলিমিটেশনের সুড়সুড়ি দেওয়ার চেষ্টা হয়। কিন্তু তামিলনাড়ু-সহ অন্যান্য রাজ্যের তীব্র প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় সরকার সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখে। এবারও খুঁচিয়ে ঘা করার চেষ্টা হচ্ছে। লক্ষ্য খুব পরিষ্কার। ২০২৬ সালে তামিলনাড়ুতে বিধানসভা নির্বাচন। ২৩৪ সদস্যের রাজ্য বিধানসভায় বিজেপির সদস্যসংখ্যা মাত্র এক গণ্ডা। গত লোকসভায় ৩৯টি আসনের মধ্যে বিজেপি খাতাই খুলতে পারেনি। মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের আশঙ্কা, বিধানসভা ভোটের আগেই ডিলিমিটেশনের সুর চড়িয়ে বিজেপি রাজ্যকে ফের অশান্তির দিকে ঠেলে দেবে। তাই শুরু হয়েছে প্রতিবাদ। গোটা দক্ষিণ ভারত এককাট্টা। এমনকী, বিজেপির শরিক দল তেলুগু দেশমও জল মাপতে শুরু করে দিয়েছে। ডিলিমিটেশনের প্রতিবাদী মঞ্চে ‘ইন্ডিয়া’ একজোট। দক্ষিণ ভারতের বাইরের রাজ্যগুলিও পাশে দাঁড়িয়েছে স্ট্যালিনের। বিজেপি বুঝতে পারছে, বিপদ ঘনাইতেছে দাক্ষিণাত্যে। তাই সঙ্ঘর্ষের জমি তৈরিতে ব্যস্ত সঙ্ঘ পরিবার।

একটু পেছন ফিরে তাকানো যাক। ১৯৯১ সাল। লোকসভা নির্বাচন। বোফর্স কামানের ঘায়ে জর্জরিত কংগ্রেস। স্বনির্বাসনে চলে যান পি ভি নরসিংহ রাও। ভোট প্রচারের সময়ই প্রাণ হারান রাজীব গান্ধী। ঘুরে দাঁড়ায় কংগ্রেস। দক্ষিণ ভারত একাই কংগ্রেসকে অনেকটা উতরে দিয়েছিল সেবার। কারণ লোকসভায় তারা নির্ণায়ক শক্তি। সেই শক্তিই কমাতে চাইছে আরএসএস। কারণ দক্ষিণ ভারতের হিন্দুদের সঙ্গেও তাদের মতাদর্শের ভিন্নতা রয়েছে। রয়েছে রামকে নিয়েও উভয়ের মধ্যে বিবিধ মতভেদ। তাই দ্রাবিড়-ভূমিতেও ‘হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্থান’ নীতিকে কার্যকর করতে মরিয়া সঙ্ঘ।

ডিলিমিটেশন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ভারতীয় সংবিধানের ৮২ এবং ১৭০ নম্বর অনুচ্ছেদেই এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ২০২৩ সালের ২৮ মে দিল্লিতে ১ হাজার ২৭২ জন সাংসদের উপযোগী নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর দলবল সেখানে নিজেদের মৌরসিপাট্টা জিইয়ে রাখতে যে ছক কষছেন, সেটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক। নিজেদের লাভ বুঝতে গিয়ে দেশকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে গেরুয়া শিবির।

পর্দার সিধুজ্যাঠা বাস্তবেও ছিলেন বিস্ময়কর

দেবাশিস মিত্র

উনিশ শতকে যে নামগুলি প্রতিভার বহুমুখী দিকের জন্য জনজীবনে এক বিশিষ্ট আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে, সেই তালিকায় হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অবিসংবাদিতভাবেই উল্লেখযোগ্য। বাঙালি তাঁকে ‘হারিনবাবু’ নামে চেনে। কাব্য, সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত এমনকী চলচ্চিত্র সব ক্ষেত্রেই সমানভাবে বিচ্ছুরিত হয়েছে তাঁর প্রতিভার দ্যুতি। ১৮৯৮ সালের ২ এপ্রিল পিতার কর্মস্থল হায়দ্রাবাদে তাঁর জন্ম। আদি নিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার ব্রাহ্মণগাঁয়ে। বাবা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ইংল্যান্ডের এডিনবরো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া ভারতের প্রথম ডক্টরেট অফ সায়েন্স। স্বদেশে ফিরে তিনি হায়দ্রাবাদের নিজাম সরকারের শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদে যোগ দেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় নিজাম রাজ্যে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা সংস্কারে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে। হরীন্দ্রনাথের দাদা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন দেশপ্রেমিক বিপ্লবী। দিদি সরোজিনী চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীতে সরোজিনী নাইডু ছিলেন কবি, অসাধারণ বাগ্মী ও রাজনীতিবিদ। ইংরেজি কবিতা রচনায় অভূতপূর্ব দক্ষতার জন্যে সরোজিনীকে বলা হত প্রাচ্যের নাইটিংগেল।

এমন একটি পরিবারের জন্ম হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই হরীন্দ্রনাথের মনে স্বাদেশিকতাবোধের উন্মেষ ঘটে। ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসি তাঁর বালক মনে রেখাপাত করেছিল গভীরভাবে। আর তাঁর এই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছিল ‘দ্য ডাইং পেট্রিয়ট’ নামের কবিতাটিতে। ১৯১৮ সালে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে প্রকাশিত হয় হরীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘দ্য ফিস্ট অফ ইউথ।’ এরপর উচ্চশিক্ষার জন্যে হরীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ড যান। তখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি না থাকলেও মেধা প্রমাণিত হলে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্যে গবেষণার অনুমতি দেওয়া হবে। সে মতোই তাঁর ‘দ্য ফিস্ট অফ ইউথ’ কাব্যগ্রন্থের জন্যে হরীন্দ্রনাথ গবেষণার সুযোগ পান। তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল ‘উইলিয়াম ব্লেক অ্যান্ড হিজ ইস্টার্ন অ্যাফিনিটিস।’ বাঙালি হলেও হরীন্দ্রনাথের সব রচনাই ছিল ইংরেজিতে। তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে ‘দ্য কফিন’, ‘অ্যানসিয়েন্ট উইংস’, ‘ডার্ক ওয়েল’, ‘ব্লাড অফ স্টোনস’, ‘ম্যাজিক ট্রি’, ‘স্প্রিং ইন উইন্টার’ খুবই উচ্চমানের।

সিনিয়র কেমব্রিজে পড়ার সময় থেকেই চলছিল তাঁর সঙ্গীত ও অভিনয় চর্চা। আরব্য রজনীর কাহিনি অনুযায়ী ১১ বছর বয়েসে লেখা ‘আবুল হাসান’ কাব্যনাটকটির মঞ্চাভিনয় তাঁরই পরিচালনায় বেশ কিছুদিন চলার পর তার থেকে অর্জিত অর্থ হরীন্দ্রনাথ তুলে দিয়েছিলেন অ্যানি বেসান্তের ন্যাশনাল এডুকেশন ফান্ডে। ‘গৌতম বুদ্ধ’ নামে একটি নাটকও তিনি রচনা করেন। গীতিকার ও সঙ্গীতশিল্পী হিসেবেও তিনি খুবই জনপ্রিয়তা ছিলেন। ‘শুরু হুয়ি হ্যায় জং হামারা’ গানটি গাইবার জন্যে তাঁর ছ’মাসের কারাদণ্ড হয়। ১৯৪৪ সালে গণনাট্যের কর্মীদের অনুরোধে তিনি কলকাতায় একটি অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন যেখানে গান, নাচ, আবৃত্তি, হারমোনিয়াম বাজানোর মত সব কাজ একাই করেছিলেন। এ সময়ই তাঁর বিখ্যাত গান ‘সুরিয়া অস্ত হো গয়া’ গানটির রেকর্ড বেরোয়। গণনাট্য কর্মীদের আহ্বানে তিনি হিন্দিতে তাঁর রচিত ‘দইওয়ালা’ নৃত্যনাট্যটি ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে একাই অভিনয় করে দেখান। তৎকালীন শ্রীরঙ্গম ও বর্তমানে বিশ্বরূপায় আব্দুল করিম খাঁর ‘যমুনা কী তীর’ গানটি ঠিক ওইভাবেই গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন তিনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হরীন্দ্রনাথ দেশ-বিদেশের কাগজে ইংরেজিতে অনেক কবিতা লিখেছিলেন। ১৯৫২ সালের ১ থেকে ৬ এপ্রিল ‘প্রগতি লেখক সঙ্ঘ’এর উদ্যোগে যে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায়, সেই প্রিসিডিয়ামের অন্যতম সদস্য ছিলেন হরীন্দ্রনাথ। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিরও সদস্য ছিলেন। অধ্যাত্মবাদ, ধর্মতত্ত্ব বিষয়েও ছিলেন পণ্ডিত। ক্ষণে ক্ষণেই বলতেন শায়েরি।

চলচ্চিত্র জগতেও হরীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ছিল উজ্জ্বল। ১৯৬২ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ২৬ বছরে মুম্বাইতে তিনি ‘আশীর্বাদ’, ‘সাহেব বিবি অউর গোলাম’, ‘রাত অউর দিন’, ‘অগ্নিরেখা’, ‘গৃহপ্রবেশ’, ‘বাবুর্চি’-সহ মোট ২৮ টি হিন্দি চলচিত্রে অভিনয় করেন। সত্যজিৎ রায়ের ‘সোনার কেল্লা’, ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’, ‘সীমাবদ্ধ’র মতো ছবিতেও তার অভিনয় প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯৮৪ সালে মুম্বই দূরদর্শনের সিরিয়ালেও অভিনয় করেন হরীন্দ্রনাথ। ১৯৬৮ সালে হৃষীকেশ মুখার্জির পরিচালনায় মুক্তি পেয়েছিল ‘আশীর্বাদ’। হরীন্দ্রর লেখা ‘রেলগাড়ি ছুক ছুক ছুক’ গেয়েছিলেন অশোককুমার। সুপারহিট হয় সেই গান।

১৯৫২ সালে প্রথম লোকসভা নির্বাচনে বিজয়ওয়াড়া কেন্দ্র থেকে তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাঁর কবিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন ‘দাদা’ হিসেবে। ১৯৭৩ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। ছবি আঁকাতেও হরীন্দ্রনাথের দক্ষতা ছিল। নেহেরু ১৯৫৮ সালে তাঁকে সেরা অঙ্কনশিল্পীর পুরস্কার দেন। শেষ জীবনে ছবি আঁকার কাজেই তিনি নিজেকে নিবিষ্ট রেখেছিলেন। ১৯৯০ সালের ২৪ জুন ৯২ বছর বয়সে বোম্বাইতে এমন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হরীন্দ্রনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পর্দায় তিনি সিধুজ্যাঠার অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে সিধুজ্যাঠার মতো অলস প্রকৃতির ছিলেন না। তাঁর জীবন এবং কর্মকাণ্ড এতটাই বিচিত্র ছিল যে, তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। নিজের প্রতিভাকে রীতিমতো কাজে লাগিয়েছেন।

লেখক প্রাবন্ধিক

দ্বিতীয় উত্তর সম্পাদকীয়র জন্য ৬০০ শব্দে লেখা পাঠানোর মেল— sampadokiyo@aajkaal.net

আশ্চর্য বিজ্ঞান

রোশনাই

আকাশ-পর্যবেক্ষক বা ‘স্কাইগেজার’দের জন্য সুখবর। এপ্রিল মাসে যেন আলোর মেলা বসবে রাতের আকাশে। জোড়া উল্কাবৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। জানা যাচ্ছে, এ মাসের শেষের দিকে ২০ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই অবাক করে দেওয়া কর্মকাণ্ড। মূলত লাইরিড এবং এটা অ্যাকোয়ারিড্স নক্ষত্রমণ্ডলী থেকে অঝোরধারায় নেমে আসবে ফোঁটা ফোঁটা আলো। আর তাতেই তাক লেগে যাবে গোটা উত্তর গোলার্ধের। প্রসঙ্গত, উল্কাপাত সারা বছরই হয়। তবে কোনও জ্যোতিষ্কের ফেলে-যাওয়া মহাজাগতিক ধুলোর পথ দিয়ে পৃথিবী গেলে আকাশে এমন উল্কার বৃষ্টি দেখা যায়।

পাকাপাকি

আর চাঁদের আশপাশে ঘুরঘুর করা নয়। এবার পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহে পাকাপাকি ভাবে বসবাসের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে মানুষ। আর চাঁদের মাটিতে ‘বাড়ি’ বানানোর প্রযুক্তি নিয়েই বিশদে গবেষণা করছে বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (আইআইএসসি)। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে গবেষকদের একটি দলের পক্ষ থেকে এমনই জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, চাঁদের মাটিতে বাড়ি তৈরি করলে তাতে ঘন ঘন ফাটল ধরবে। এর কারণ হল চন্দ্রপৃষ্ঠে তাপমাত্রার তারতম্য। আইআইএসসি বেঙ্গালুরুতে এই সমস্যার সমাধানে বিশেষ আণুবীক্ষণিক জীবের ব্যবহারের বিষয়ে গবেষণা চলছে।

আইফোন ১৭

সদ্য বাজারে এসেছে অ্যাপলের নতুন আইফোন ১৬ই। সেই নিয়ে অ্যাপল-অনুরাগীদের মধ্যে এখনও আলোচনা শেষ হয়নি। তার আগেই পরবর্তী সিরিজের লঞ্চ ডেট, ফিচার-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে একগুচ্ছ আপডেট দিয়েছে মার্কিন এই প্রযুক্তি সংস্থা। জানা যাচ্ছে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরেই বাজারে আসবে আইফোন ১৭। মার্কিন সিলিকন ভ্যালিতে জোর গুঞ্জন— ১২০ হার্জ রিফ্রেশরেট যুক্ত ৬.৩ ইঞ্চির বড় ডিসপ্লে স্ক্রিন, এ১৯ চিপ, ২৪ মেগাপিক্সেল সেল্‌ফি ক্যামেরার সুবিধে থাকতে পারে নতুন ভ্যারিয়েন্টে। তবে এই সব ফিচারের মধ্যে বেশ কয়েকটি আইফোন ১৬প্রো-এর মতোই।

আরও এআই

ভিডিও এডিটরদের জন্য সুখবর। এবার এডিটিংয়ের জন্য আরও নতুন নতুন অপশন নিয়ে আসছে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো। জানা যাচ্ছে, নতুন এই সব প্লাগইন্সের ব্যবহারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নেওয়া যাবে। বিষয়টির নাম দেওয়া হয়েছে জেনারেটিভ এক্সটেন্ড। তবে এখনই এই সুবিধে পাওয়া যাবে না হাতের নাগালে। এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে মার্কিন সংস্থা অ্যাডোবি। এই ফিচারগুলি বিটা ভার্সনের কিছু ইউজারকে দেওয়া হচ্ছে। তবে সংস্থার দাবি, জেনারেটিভ এক্সটেন্ড এসে গেলে আর আলাদা করে কোনও এআই ইঞ্জিনের দ্বারস্থ হতে হবে না। একছাতার তলায় চলে আসবে এডিটিং এবং এআই।

যাঁরা তাঁদের সংগ্রহ থেকে এগুলি লিখে দিচ্ছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল।

সম্পাদকীয় দপ্তর

যোগাযোগের ই-মেল
sampadokiyo@aajkaal.net

তথ্য

মশার ৪৭টি দাঁত থাকলেও মশা কামড়ায় তার শুঁড় দিয়ে।

দে মু

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে অরুণকুমার ঘোষ কর্তৃক বি পি-৭, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১ ও অফিস ব্লক, জি-২১২, সিটি সেন্টার, শিলিগুড়ি-৭৩৪০১০ থেকে প্রকাশিত এবং আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি-৭, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১ ও সিইআই প্রিন্ট সলিউশন প্রাঃ লিঃ, ৪ মাইল, সেবক রোড, পোঃঅঃ- শালুগাড়া (শালুগাড়া রিলায়েন্স মার্কেটের বিপরীতে), শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৮ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক: অশোক দাশগুপ্ত।** Published from BP-7, Sector-V, Bidhannagar, Kolkata-700091; Office Block, G-212, City Centre, Siliguri-734010 and printed at Aajkaal Publishers Pvt. Ltd., BP-7, Sector-V, Bidhannagar, Kolkata-700091; CEI Print Solution Pvt. Ltd., 4 Mile, Sevoke Road, P.O. Salugara (Opposite to Salugara Reliance Market), Siliguri-734008 by Arun Kumar Ghosh On behalf of Aajkaal Publishers Pvt. Ltd. **Editor: Asoke Dasgupta.** ফোন: (০৩৩) ৪০৮২০৮০০, ৬৬১৫৮৮০০। Phone: (033) 40820800, 66158800, E-mail: mail@aajkaal.net **REGD. NO. KOL RMS/243/2019-2021 RNI NO: R.N. 37263/81**

ডেপুটি গভর্নর পুনম গুপ্তা

ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্স রিসার্চের ডিরেক্টর জেনারেলকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর পদে নিয়োগ করল কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার আরবিআই সূত্রে এ খবর জানানো হয়েছে। পদে যোগ দেওয়ার দিন থেকে তিন বছরের জন্য অথবা পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আরবিআইয়ের ডেপুটি গভর্নর থাকবেন পুনম গুপ্তা। জানুয়ারি মাসে এম ডি পাত্র চলে যাওয়ার পর পদটি খালি হয়। এম ডি পাত্র মানিটরি পলিসি কমিটির সদস্যও ছিলেন। পুনম গুপ্তার নিয়োগের ফলে ব্যাঙ্কের চার জনের ডেপুটি গভর্নরের পদ পূরণ হল। এ মাসের ৭ থেকে ৯ তারিখ চলবে আরবিআইয়ের চলতি অর্থবর্ষের প্রথম দ্বিমাসিক মানিটরি পলিসি কমিটির বৈঠক। পুনম গুপ্তা প্রধানমন্ত্রীর ইকনমিক অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের সদস্য। দু'দশক ধরে তিনি ওয়াশিংটনে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাঙ্কে কাজ করেছেন। পুনম পড়িয়েছেন দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স এবং ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ডে।

রন্যাকে মদত, গ্রেপ্তার ব্যবসায়ী

কন্নড় অভিনেত্রী রন্যা রাওকে ৪০.১৪ কোটি টাকা মূল্যের ৪৯.৬ কেজি সোনা পাচারে সাহায্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ব্যবসায়ী মহেন্দ্রকুমার জৈনের ছেলে সাহিল। জানিয়েছে রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর। জানানো হয়েছে, সাহিল শুধুমাত্র চোরাচালানেই সাহায্য করেননি, চোরাচালানের পর টাকার লেনদেনেও সাহিলের ভূমিকা ছিল। তাঁকে গ্রেপ্তার করে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। ডিআরআইয়ের ধারণা, অভিযুক্ত সাহিল রন্যা রাওকে ৪০ কোটি ১৩ লক্ষ ৫৯ হাজার ৩৭৪ টাকা মূল্যের প্রায় ৪৯.৬ কেজি সোনা পাচারে সাহায্য করেছিলেন। জেরায় সাহিল জানিয়েছেন, রন্যাকে দুবাইয়ে প্রায় ৩৮ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা এবং বেঙ্গালুরুতে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৭ টাকা হস্তান্তর করেছিলেন তিনি। সাহিলের মোবাইল এবং ল্যাপটপ ঘেঁটে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন গোয়েন্দারা।

তুরস্কে আটকে বিমানযাত্রীরা

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তুরস্কের প্রত্যন্ত এলাকার দিয়ারবাকির বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করল ভার্জিন আটলান্টিকের লন্ডন থেকে মুম্বইগামী একটি বিমান। কিন্তু ওই বিমানবন্দরে এত বড় মাপের বিমানকে পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। নিরুপায় হয়ে অবতরণের পর থেকে ১৮ ঘণ্টারও বেশি সময় সেখানেই আটকে রয়েছেন বিমানের যাত্রীরা। যার মধ্যে ২০০ জন ভারতীয়। রয়েছেন বেশ কয়েকজন মহিলা ও শিশু। যাত্রীদের অভিযোগ, তুরস্ক থেকে কীভাবে তাঁরা ভারতে ফিরবেন, সে বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি বিমান সংস্থা। অভিযোগ, যে টার্মিনালে যাত্রীরা রয়েছেন, সেখানে পর্যাপ্ত জল নেই, নেই খাবারও। বিশ্রাম নেওয়ার জায়গারও অভাব। যাত্রীদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। ভারতের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য একজন নোডাল অফিসারও নিয়োগ করেছে।

অসমে পঞ্চায়েত ভোটে লড়বে তৃণমূল

অসমের আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে পূর্ণশক্তি দিয়ে লড়বে তৃণমূল কংগ্রেস। অসম প্রদেশ তৃণমূল সভাপতি রমেনচন্দ্র বরঠাকুর জানান, দলের প্রতিটি জেলা কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রার্থী মনোনয়নের। এ ছাড়াও সাধারণ মানুষ যদি ভোটে লড়তে চান, তাঁদেরও সুযোগ দেবে তৃণমূল। এর জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। দলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক তড়িৎ চ্যাটার্জিকে আহ্বায়ক করে সহ-সভাপতি মিল্টন কুয়া, সাধারণ সম্পাদক শিশির দেব কলিতা, মহিলা শাখার সভানেত্রী বীণা দৈমারি, জেনিফার খানম এবং যুব তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি পরাগ দাসকে এই কমিটির সদস্য করা হয়েছে। এই কমিটিই পঞ্চায়েত ভোট পরিচালনা করবে। রমেনবাবুর মতে, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে খুব ভাল ফল করবেন তাঁরা। উল্লেখ্য, অসমে ২ ও ৭ মে দু'দফায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। প্রথম দফায় বরাক ও উজান অসমে ভোট হবে। দ্বিতীয় দফায় নিম্ন অসমে। ব্যালট পেপারে হবে এই ভোট। বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে মনোনয়ন দাখিল-পর্ব। চলবে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত। ভোটগণনা ১১ মে। ২০২৬-এ বাংলার সঙ্গেই অসমে বিধানসভার ভোট। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে এখন উত্তেজনা তুঙ্গে। তৃণমূল এবারই প্রথম পঞ্চায়েত ভোটে লড়ছে।

কর ঘোষণা করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে। ছবি: এপি

কমবে জিডিপি, কমতে পারে রপ্তানি

মোদি-বন্ধু ট্রাম্প ভারতের ওপর চাপালেন ২৭% শুল্ক

সংবাদ সংস্থা
নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, দিল্লি, ৩ এপ্রিল

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর খুব ভাল বন্ধু, একথা মানেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবু মোদির কথায় চিঁড়ে ভিজল না। ভারত থেকে আমেরিকায় আমদানি করা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৭ শতাংশ শুল্ক চাপালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এবং মোদিকে রেয়াত না করে আবারও বললেন, 'ভারত খুব, খুবই কঠোর। মোদি আমার বন্ধু। তবে ওরা আমাদের ওপর ৫২ শতাংশ হারে শুল্ক চাপায়।' তবে বিশেষজ্ঞরা এখন বলছেন, তুলনায় ভারতের অবস্থা ভাল। কেননা, বাংলাদেশের ওপর ৩৭ শতাংশ, চীনের ওপর বাড়তি ৫৪ শতাংশ, ভিয়েতনামের ওপর ৪৬ শতাংশ এবং থাইল্যান্ডের ওপর ৩৬ শতাংশ হারে শুল্ক চেপেছে। সব মিলিয়ে ট্রাম্প শত্রুমিত্র মিলিয়ে ৬০টি দেশের ওপর বাড়তি শুল্ক চাপিয়েছেন।

ইতিমধ্যেই ভারতের ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম এবং গাড়ির ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চেপেছে। ৫ থেকে ৮ এপ্রিলের মধ্যে বসবে আরও ১০ শতাংশ। ৯ এপ্রিল থেকে এই হার বেড়ে হবে ২৭ শতাংশ। ভারতের আইটি সেক্টরে সরাসরি শুল্কের প্রভাব পড়বে না। তবে ভারতের ২৫০০ কোটি ডলারের আইটি পার্ক যেখান থেকে ভাল রকম লাভ হয়, সেই ক্ষেত্রটি অপেক্ষা করছে শেষ পর্যন্ত শুল্কবৃদ্ধির চাপ কোথায় দাঁড়ায় তা দেখার জন্য। তাদের আশা, মার্কিন অর্থনীতি বেহাল হলে আউটসোর্সিং বাড়বে। তাতে লাভ হবে আইটি সেক্টরের। তবে নতুন শুল্কের হারে সুবিধা হবে সুতিবস্ত্র, ইলেকট্রনিক্স, ওষুধ শিল্পের রপ্তানিতে। অন্যদিকে বাড়তি শুল্কের কারণে মার খাবে চিংড়ি মাছ, কার্পেট, মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি, হিরে, সোনার অলঙ্কারের রপ্তানি। কারণ এগুলিতে চাপবে ২৭ শতাংশ শুল্ক। আমেরিকা যত চিংড়ি আমদানি করে তার ৪০ শতাংশ ভারত থেকে যায়।

ট্রাম্পের চাপানো ২৭ শতাংশ শুল্কের কারণে ভারতের রপ্তানি নতুন করে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে বলে মনে করছে ভারতের শিল্প মহল। শিল্প মহল মনে করছে, ট্রাম্পের ঘোষণার জেরে বাজারে আগামী কিছুদিন অনিশ্চয়তা চলবে। তবে এর প্রকৃত প্রভাবে বোঝা যাবে সঠিক হিসাবনিকাশ করার পর। বণিকসভা পিএইচডিসিসিআইয়ের মতে, ভারতের শিল্পের প্রতিযোগিতার দক্ষতা খুবই। তার জোরেই বাড়তি শুল্কের চাপ সামলে নেওয়া যাবে।

এদিকে ইইউ নেতারা জানিয়েছেন, তাদের ওপর ট্রাম্প যে ২০ শতাংশ হারে শুল্ক চাপিয়েছেন তা বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা। মুদিখানার জিনিস, পরিবহণের ভাড়া ও ওষুধের দাম বাড়বে। এতে লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন বলেছেন, বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থায় বড় ধরনের গোলযোগ দেখা দিচ্ছে। ইইউ এই নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে বসতে রাজি। আবার পাল্টা ব্যবস্থা নিতেও তৈরি। প্রশ্ন উঠছে, নয়া উদারবাদী অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি ডব্লিউটিওকে কি তাহলে নিজেরাই ভাঙছে আমেরিকা?

শুল্কে রাশিয়া বাদ কেন, উঠছে প্রশ্ন

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৩ এপ্রিল

পরম মিত্র দেশ ইইউ, জাপান, কানাডা ও ভারত, শত্রু দেশ চীন— সবার ওপরেই চড়াহারে শুল্ক চাপিয়েছেন ট্রাম্প। আশ্চর্যজনকভাবে আমেরিকার পরম শত্রু দেশ রাশিয়ার ওপর কোনও শুল্কই চাপাননি তিনি। সামনে বলেছেন, ওদের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা চাপানো আছে। দুদেশের বাণিজ্য কম। তাই শুল্ক চাপানো হয়নি। একটি পোর্টাল সূত্রে এখবর পাওয়া গেছে। একই ভাবে মার্কিন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে বেলারুশ, কিউবা ও উত্তর কোরিয়ার ওপর। তাই এই দেশগুলির ওপরেও শুল্ক চাপেনি। যদি মস্কো দ্রুত ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ না করে, তা হলে রুশ তেলের বাণিজ্যের ওপরেও মার্কিন নিষেধাজ্ঞা জারি হবে। চাপানো হবে ২৫ শতাংশ হারে শুল্ক। হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। বিশেষ করে জেলেনস্কির সমালোচনা করায় পুতিনের ওপর চটেছেন ট্রাম্প। তবে মুখে ট্রাম্প যাই বলুন, রাশিয়া নিয়ে ট্রাম্পের এই অবস্থান নিয়ে চলছে জল্পনা।

শুল্ক-যুদ্ধে কমতে পারে জিডিপি, বড় পতন আইটি শেয়ারের দামে

সংবাদ সংস্থা
মুম্বই, ৩ এপ্রিল

ট্রাম্প প্রশাসনের চাপানো শুল্কের চাপে ভারতের জিডিপি কমতে পারে প্রায় ৫০ বেসিস পয়েন্ট। ফলে জিডিপি বৃদ্ধির হার কমে দাঁড়াতে পারে ৬ শতাংশ। এমনকী চলতি অর্থবর্ষে আমেরিকায় ভারতের রপ্তানিও কমতে পারে ২ থেকে ৩ শতাংশ। আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ংয়ের পরামর্শদাতা ডি কে শ্রীবাস্তব বলেন, 'ভারতের জিডিপির ওপর ট্রাম্পের শুল্ক নীতির সর্বোচ্চ প্রভাব যা পড়বে, তাতে জিডিপি ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমতে পারে।' স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্কের ভারতের প্রধান অনুভূতি সহায়ের মতে, ২০ শতাংশ মার্কিন শুল্ক কার্যকর হলে ভারতের জিডিপি ৩৫ থেকে ৪০ বেসিস পয়েন্ট কমতে পারে। তবে বিষয়টা চূড়ান্ত ভাবে নির্ভর করবে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য-চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার ওপর। অবশ্য এশিয়ার অন্য দেশের চেয়ে ভারতে মার্কিন শুল্কের প্রভাব কম পড়বে। অন্যদিকে এখন অনেকেরই বক্তব্য, তিন দশকের পুরনো উদারবাদী অর্থনীতি নিয়ে এখন ভারতের নতুন করে ভাবার সময় এসে গেছে।

প্রত্যাশামতোই আটলান্টিক পেরিয়ে ট্রাম্পের বাড়তি শুল্কের ধাক্কা এসে লেগেছে ভারতের শেয়ার বাজারে। এদিন দাম পড়েছে তথ্যপ্রযুক্তি ও টেক সংস্থাগুলির শেয়ারের। তবে সূচক তেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে পড়েনি। গোড়ার দিকে সেনসেক্স পড়ে যায় ৮০৯ পয়েন্ট। পরে ধাক্কা সামলে দিনের শেষে সেনসেক্স নেমেছে ৩২২.০৮ পয়েন্ট। সূচক থিতু হয় ৭৬,২৯৫.৩৬ পয়েন্টে। নিফটি পড়েছে ৮২.২৫ পয়েন্ট এবং থিতু হয়েছে ২৩,২৫০.১০ পয়েন্টে। এদিন টিসিএস, এইচসিএল, টেক মাহিন্দ্রা, ইনফোসিস, টাটা মোটরস, মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়ার শেয়ারের দাম কমেছে। তবে বুধবার বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিক্রি করেছে ১৫৩৮.৮৮ কোটি টাকার শেয়ার। আবার ডোমেস্টিক ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টররা কিনেছে ২৮০৮.৮৩ কোটি টাকার শেয়ার। বাজার খোলার সময় ডলারের নিরিখে টাকার দাম এদিন ছিল ৮৫ টাকা ৭৭ পয়সা। পরে তা কমে হয় ৮৫ টাকা ৩০ পয়সা। বুধবারের তুলনায় এদিন ডলারের নিরিখে টাকার দাম বেড়েছে ২২ পয়সা।

দেশে প্রভাব কম: অ্যাসোচেম

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল রাতে শুল্কের নতুন যে হার ঘোষণা করেছেন, তা বিশ্ব বাণিজ্যে এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ভ্যালু চেনে বড় ধরনের পরিবর্তন আনবে। ভারতের ওপর যে হারে শুল্ক ঘোষণা করা হয়েছে, তা মাঝামাঝি স্তরের। এর আসল প্রভাব কতটা পড়বে, হিসেব কষে দেখতে হবে। বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছেন অ্যাসোচেম-এর প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় নায়ার। তিনি বলেন, 'আপেক্ষিক বিচারে আমেরিকার বাজারে ভারতের রপ্তানি-করা পণ্যের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা তত বেশি প্রভাবিত হবে না। তবে আমাদের শিল্পমহলকে রপ্তানিতে দক্ষতা ও মূল্য যোগ করা বাড়াতে হবে।' সঞ্জয় রাই বলেন, 'আমেরিকার বাণিজ্যিক অংশীদারেরা পাল্টা শুল্ক বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ফলে কোনও দেশই জয়ী হিসেবে বিবেচিত হবে না। তবে মুদ্রাস্ফীতির কারণে শেষ পর্যন্ত উপভোক্তাদের বাড়তি বোঝা বইতে হবে। তাই এখন বিশ্বের প্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। এবং ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিতে সুবিধে আদায় করার দিকে নজর রাখতে হবে।'

পেঙ্গুইনদের ওপরেও শুল্ক!

সংবাদ সংস্থা
ওয়াশিংটন, ৩ মার্চ

আক্ষরিক অর্থেই যাকে বলে সাত সমুদ্র পার। বলা হয়, পৃথিবীর সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন, দূরবর্তী ভূখণ্ড। দক্ষিণ মেরুবৃত্ত প্রদেশে, আন্টার্কটিকার কাছে ফুটকির মত দুই দ্বীপ, হার্ড দ্বীপ ও ম্যাকডোনাল্ড দ্বীপপুঞ্জ। খাতায়-কলমে অস্ট্রেলিয়ার অধীনস্থ হলেও নিকটতম অস্ট্রেলীয় ভূখণ্ড পারথ প্রায় ৪,১০০ কিলোমিটার দূরে। জাহাজে যেতে সময় লাগে দুই সপ্তাহ। এমন এক দ্বীপের ওপরেও ১০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর সাফ কথা, দুনিয়ার সবাই আমেরিকার ওপর সুযোগ নিয়ে যা খুশি তাই করে চলেছে। তিনি কাউকে ছাড়বেন না। এদিকে এতে বেজায় চটেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজ। বলেছেন, 'এ তো দেখছি, পৃথিবীর কোনও জায়গাই নিরাপদ নয়। এটা কি কোনও

বন্ধুর মত কাজ?' মজার ব্যাপার, দুই দ্বীপই জনমানবশূন্য। রয়েছে একটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। বছরভর সে দ্বীপের বাসিন্দা বলতে কিছু পেঙ্গুইনের ঝাঁক। ফলে ট্রাম্পকে নিশানা করে নিউ জার্সির কংগ্রেস-সদস্য টম ম্যালিনোস্কি এক্স হ্যান্ডলে হালকা চালে লিখেছেন, 'পেঙ্গুইনরা যেভাবে আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে, তাতে এবার ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে।' সরকারিভাবে যদিও এখনও কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি হোয়াইট হাউস। মনে করা হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ার অংশ বলেই দুই দ্বীপের ওপর শুল্ক বসেছে।

ওয়াকফ: আলোচনা চলছে রাজ্যসভায়

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ৩ এপ্রিল

গতকাল লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিলটি পাশ হওয়ার পর আজ, বৃহস্পতিবার বিলটি রাজ্যসভায় পেশ করা হয়েছে। মধ্য রাত পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা চলছে। বিল যিনি পেশ করেছেন, সেই সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী কিরেন রিজিজু তাঁর জবাবি ভাষণ শুরু করেননি। সংখ্যার নিরিখে ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাশের প্রচেষ্টা রুখতে না পারলেও, বিনা যুদ্ধে জমি যে ছাড়া হবে না, তা এদিনের আলোচনার প্রতিটি পদক্ষেপে বুঝিয়ে দিয়েছে বিরোধীরা। ওয়াকফ বিলকে কেন্দ্র করে একজোট হয় ইন্ডিয়া জোট। গত মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে ইন্ডিয়া জোটভুক্ত দলগুলি। সেখানেই ভোটাভুটির দাবি জানানোর সিদ্ধান্ত হয়। এদিকে, ওয়াকফ বিলকে সমর্থন করায় জেডিইউ থেকে ইস্তফা দিলেন দুই নেতা, মহম্মদ কাসিম আনসারি এবং মহম্মদ নওয়াজ মালিক। মুসলিম সমাজের সঙ্গে দল বিশ্বাসঘাতকতা করায় তাঁরা ইস্তফা দিলেন বলে দলনেতা নীতীশ কুমারকে লিখিতভাবে জানান।

তৃণমূলের তরফে ওয়াকফ বিল নিয়ে এদিন রাজ্যসভার বক্তা মুখ্যসচেতক তথা জেপিসির সদস্যে নাদিমুল হক এবং সাংসদ সুস্মিতা দেব। নাদিমুল হক বিল প্রসঙ্গে বলেন, এই বিল দেশের সাংবিধানিক কাঠামোর পরিপন্থী এবং দেশের মৌলিক কাঠামোয় আঘাত করবে। তিনি বলেন, 'এই বিল ওয়াকফকে কমজোরি করে দেবে। সংস্কারের নামে শতাব্দীপ্রাচীন রীতিনীতি পরিবর্তন করা হচ্ছে। এই বিল দেশের কোটি কোটি মুসলিমের ভাবাবেগে আঘাত।' তাঁর কথায়, '৫ বছর ইসলাম ধর্ম পালন করার শংসাপত্র দেবে কে? জেপিসির রিপোর্টে বলা হয়েছে ইসলাম ধর্ম পালন করলেই হবে না, তাঁকে দেখাতেও হবে যে তিনি তা পালন করছেন। তাহলে এবার থেকে কি মুসলিমদের কোনও জায়গায় নিজেদের রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে? এটি পুরোপুরি অসাংবিধানিক।' 'ওয়াকফ বাই ইউজার্স' প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ইসলাম ধর্মে বরাবরই মৌখিক ঘোষণা গ্রাহ্য।' নাদিমুলের কথায়, 'ওয়াকফ বোর্ডে চার সদস্যের অমুসলিম প্রতিনিধি রাখার অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ কম করে দেওয়া।' বিলটি পুনরায় সংসদীয় কমিটিতে খসড়া খতিয়ে দেখার দাবি করেন তিনি। তৃণমূল সাংসদ বলেন, এই বিলে বোহরা এবং আগাখানি মুসলিমদের ওয়াকফের অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে। যদিও আগাখানি মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা জেপিসিতে এসে নিজেরাই জানিয়েছেন, তাঁরা এর মধ্যে থাকতেই চান না। তৃণমূল সাংসদ বলেন, 'রাজ্য ওয়াকফের ক্ষমতা কমানো হয়েছে এবং এই বিল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী।'

কংগ্রেস সাংসদ এবং জেপিসির সদস্য নাসির হুসেন বলেন, কমিটির বৈঠকে বিলটির পক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য এতজন প্রতিনিধিদের আনা হয়েছিল, যাঁদের সঙ্গে এই বিলের কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি অভিযোগ করেন, নানা সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করা হয়েছে। বিজেপি সাংসদ রাধামোহন দাস আগরওয়াল অভিযোগ করেন, নাসির হুসেন জেতার পর পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান তোলা হয়েছিল এবং বিজেপি কর্মী সমর্থকরা বাধা দেওয়ায় তাঁদের মারধর করা হয়েছে। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে দুই পক্ষের প্রবল বাদানুবাদ হয়। পরে সভা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ঘনশ্যাম তিওয়ারির হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। প্রবীণ আইনজীবী এবং কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি বলেন, সাংবিধানিক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার পথ এই বিল।

শুল্ক নিয়ে সরব বিরোধীরা

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৩ এপ্রিল

বুধবার গভীর রাতে ভারত থেকে রপ্তানি করা সামগ্রীর ওপর অতিরিক্ত ২৭ শতাংশ শুল্ক ধার্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সকাল থেকেই মোদি সরকারের বিরুদ্ধে শুল্ক ইস্যুতে একযোগে সরব বিরোধী শিবির। সমস্ত বিরোধী দল একযোগে দাবি করেছে, এখন ভারতের তরফে মেরুদণ্ড প্রদর্শন করার সময় এসেছে। লোকসভায় জিরো আওয়ারে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বলেন, মার্কিন প্রশাসনের তরফে বসানো শুল্ক ভারতীয় অর্থনীতিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে এবং সেই তালিকায় রয়েছে অটো, ওষুধ এবং কৃষিক্ষেত্র। তিনি বলেন, 'ইন্দিরা গান্ধীকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, বিদেশনীতির ক্ষেত্রে বাম নাকি ডান, কোনদিকে থাকবেন আপনি? ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন কোনওদিকে নয়, একেবারে সোজা। তিনি বলেছিলেন আমি ভারতীয় এবং ঋজু থাকব।' সপা সাংসদ রাজীব রাই বলেছেন, কাউকে একতরফা ভাবে বন্ধু বলে ঘোষণা করলেই বিশ্বাসযোগ্যতা এবং শক্তি বৃদ্ধি হয় না।

রাজ্যসভায় বিল উঠবে আজ

মণিপুর নিয়ে গভীর রাতে আলোচনা

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৩ এপ্রিল

মণিপুর নিয়ে গতকাল গভীর রাতে আলোচনা হয় লোকসভায়। বুধবার রাত ২টোয় লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাশ করানোর পর মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সাংসদরা স্পিকারকে এই আলোচনা বৃহস্পতিবার করার আবেদন জানালেও তিনি তা খারিজ করেন দেন।

লোকসভায় মণিপুর নিয়ে আলোচনায় প্রথম বক্তা ছিলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। শশী বলেন, সত্যিই সরকার এরকম একটা সময়ে মণিপুর নিয়ে আলোচনা করতে চায়! তাঁর কথায়, 'কিছু সত্য তুলে ধরা দরকার। আমরা সকলেই মণিপুরের পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছি। ২০২৩ সালের মে মাস থেকে মণিপুরে অশান্তির আগুন জ্বলছে। ২১ মাস পর সেখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হল।' তিনি বলেন, 'যাঁদের মণিপুরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল, তাঁরা ঠিকমতো নিজেদের কাজ করেননি। যখন বিজেপি বুঝতে পারল যে, বীরেন সিংয়ের সরকার টিকবে না, তখন রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। জাতীয় নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হওয়ার পাশাপাশি মণিপুরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিও হয়েছে।'

বৃহস্পতিবারও রাজ্যসভায় ওয়াকফ বিল নিয়ে আলোচনার শেষে মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন সংক্রান্ত বিলটি নিয়ে আলোচনার কথা ছিল। কিন্তু বিরোধী পক্ষ আপত্তি তোলে। আপত্তি তোলেন বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গেও। শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে রাজ্যসভার বিভিন্ন দলের নেতাদের আলোচনায় ঠিক হয়, শুক্রবারই বিলটি নিয়ে আলোচনা হবে।

বিচারপতিদের সম্পত্তির হিসেব ওয়েবসাইটে

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৩ এপ্রিল

দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বাড়িতে নগদ উদ্ধার সারা দেশে শোরগোল পড়েছিল। তারপর তদন্ত কমিটি গড়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ওই ঘটনার পর এবার বিচার ব্যবস্থার প্রতি স্বচ্ছতা আনতে ও সাধারণ মানুষের আস্থাকে জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল দেশের শীর্ষ আদালত। জানানো হয়েছে, এখন থেকে প্রকাশ্যে আসবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সম্পত্তির হিসেব। সর্বোচ্চ আদালতের ওয়েবসাইটে তা উল্লেখ থাকবে। এব্যাপারে সব বিচারপতিই সম্মত হয়েছেন। সম্পত্তির বিবরণ প্রকাশ্যে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে ৩৩ জন বিচারপতি রয়েছেন। পরবর্তী সময়ে যাঁরা শীর্ষ আদালতের বিচারপতি হবেন, তাঁদেরও সম্পত্তির হিসেব প্রকাশ্যে আনা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

'ডেলি প্যাসেঞ্জারি'র ভাবনা শুরু শাহের

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ৩ মার্চ

বিধানসভা ভোটের মরশুম শুরু হয়ে গিয়েছে বিহারে। আগামী বছর বাংলা ও তামিলনাড়ুতে ভোট। অতএব এই মাস থেকেই তিন রাজ্যে যাতায়াত শুরু করে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপি সূত্রে যা খবর, তিন রাজ্যে প্রায় প্রত্যেক মাসেই একবার করে হাজিরা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে শাহের। চলবে টানা সাংগঠনিক বৈঠক ও জনসভা। আপাতত যা জানা যাচ্ছে, নববর্ষের দিন ১৪ ও ১৫ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গে আসছেন শাহ। ৩০ এপ্রিল যেতে পারেন বিহারে। তামিলনাড়ু এই মুহূর্তে বিজেপির কঠিনতম গাঁট। ফলে সে রাজ্যে শাহ কবে যাবেন বা কী করবেন, তা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্তে আসেনি বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব।

চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বরেই ভোট হওয়ার কথা বিহারে। সেখানে এনডিএর সবচেয়ে বড় শরিক বিজেপি। তাদের পাশে নীতীশ কুমারের জেডি(ইউ) ও লোকজনশক্তি পার্টি (রামবিলাস) রয়েছে। দিল্লিতে এনডিএ সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতাতেও বড় ভূমিকা নিয়েছেন নীতীশ। সে রাজ্যে শরিকের মন রেখে দলের আসন বাড়ানোর মতো জটিল অঙ্ক কষতে হবে বিজেপিকে। বাংলায় বিজেপি ২০১৯ লোকসভা থেকেই ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখে চলেছে। কিন্তু বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়েও তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে পারছেন না মুরলীধর লেনের নেতারা। ফলে শাহের রক্তচাপ বাড়ছে। আপাতত বাংলাদেশে অশান্তি ও ওয়াকফ ইস্যুকে নিয়ে মেরুকরণে আরও তেল-ঘি দেওয়াই লক্ষ্য বিজেপির।

তামিলনাড়ুতে এখনও বিজেপি দাঁত ফোটাতে পারেনি। বস্তুত, মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন সীমানা-পুনর্নির্ধারণ ইস্যুকে ঘিরে কার্যত যুদ্ধং দেহি মেজাজে আক্রমণ শানিয়েছেন। হিন্দি চাপানোর বিরোধিতা করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ভাষা-যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন।

পিএফ

টাকা তোলা এবার আরও সহজ হচ্ছে

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ৩ এপ্রিল

অনলাইনে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তোলার নিয়ম শিথিল করল ইপিএফও। নতুন নিয়মে পিএফএর টাকা অনলাইনে তুলে নিতে গেলে এখন থেকে আর ক্যানসেল করা চেকের ছবি আপলোড করতে হবে না। চাকরিদাতা সংস্থাকেও কর্মীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখার দরকার পড়বে না। ইউপিএফও-র আট কোটি সদস্য যাতে দ্রুত তাদের টাকা পেতে পারেন এবং নিয়োগকর্তারাও যাতে সহজে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সেজন্যই এই নিয়ম। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক সূত্রে এখবর জানানো হয়েছে।

এখন যারা ইপিএফও-র সদস্য অনলাইনে টাকা তুলতে হলে হয় তাদের ক্যানসেলড চেকের ছবি কিংবা পাশ বইয়ের প্রত্যয়িত কপি আপলোড করতে হয়। সঙ্গে দিতে হয় ইউএএন নম্বর কিংবা পিএফ নম্বর। নিয়োগকর্তাকে দিতে হয় আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ তথ্য। কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক জানিয়েছে, এখন থেকে এসব আর দিতে হবে না। এই দুটি ধাপ এড়িয়ে যাওয়ায় টাকা তোলা অনেক সহজ হবে। এমনকী টাকা তোলার আবেদনও বেশি খারিজ হবে না। আগে পরীক্ষামূলক ভাবে বিষয়টি চালু করা হয়েছিল। এখন সবার ক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করা হবে। দেখা গেছে এখন গড়ে দৈনিক ৩৬ হাজার আবেদন আসে ইউএএন-এর সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জুড়ে দেওয়ার জন্য। তবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখার কাজ করতে নিয়োগকর্তাদের ১৩ দিন লেগে যায় এবং তার ফলে আবেদন জমে যায়। এখন প্রতি মাসে ৭ কোটি ৭৪ লক্ষ সদস্যের টাকা প্রতি মাসে জমা পড়ে। তার মধ্যে ৪ কোটি ৮৩ লক্ষের ইউএএন এর সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জুড়ে গেছে। এর ফলে প্রায় ১৫ লক্ষ সদস্য উপকৃত হবেন।

মনরেগা

কাজ পেতেও বঞ্চনার শিকার বাংলা

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৩ এপ্রিল

মনরেগা নিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রকের ব্যাপক সমালোচনা করল সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। আজ লোকসভায় জমা পড়া রিপোর্টে মজুরি মেটাতে বিলম্ব হওয়ার পাশাপাশি তফসিলি জাতি, উপজাতি থেকে শুরু করে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মহিলাদের কাজে যোগদানের হার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংসদীয় কমিটি। রিপোর্টে উল্লেখ করা পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবর্ষ থেকে ব্যাপক হারে কমানো হয়েছে বাংলায় মনরেগা কাজ। আগের মজুরি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল। তার মধ্যে এদিনের রিপোর্টে উল্লেখিত তথ্য পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, কাজ পাওয়ার দিক থেকেও বঞ্চনার শিকার বাংলা।

রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ২০২১-২২ মরশুমে বাংলার ৮০.৩৫ লক্ষ জবকার্ডধারী কাজ পেয়েছে মনরেগা প্রকল্পে। তার পরবর্তী তিনটি বর্ষে বাংলায় কাজ পেয়েছেন ১৮.৯৭ লক্ষ, ০.০৯ লক্ষ জবকার্ডধারী। ২০২৪-২৫ সালে এখনও পর্যন্ত বাংলার কোনও জবকার্ডধারী কাজ পাননি বলে উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে। এ মরশুমে এখনও পর্যন্ত বাংলার ০.০৪ লক্ষ মানুষকে নতুন করে জবকার্ড দেওয়া হয়েছে। কমিটির অষ্টম রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হল মজুরি মেটাতে বিলম্ব করা। মনরেগার কাজের ওপর নির্ভর করে থাকেন লক্ষাধিক গরিব মানুষ। মজুরি মেটানোয় দেরি করার মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি বঞ্চনা করা হচ্ছে। মনরেগার শ্রমিকদের মজুরি মেটানোয় দেরি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কমিটি। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সময় মতো যাতে মজুরি মেটানো যায়, তার জন্য সরকারকে পদক্ষেপ করতে হবে।

এবার মহাকাশে একসঙ্গে পাড়ি ৬ নারীর

সংবাদ সংস্থা
নিউ ইয়র্ক, ৩ এপ্রিল

ইতিহাস গড়তে চলেছে জেফ বেজোসের 'ব্লু অরিজিন'-এর শেফার্ড রকেট। ১৪ এপ্রিল পশ্চিম টেক্সাস থেকে উড়বে এই স্বপ্নযান। যেটিতে সওয়ার হয়ে মহাকাশে পাড়ি দিতে চলেছেন ছ'জন নারী। এটাই প্রথম কোনও মহাকাশ-সফর, যেখানে পৃথিবীর সীমানার বাইরে যেতে চলেছেন শুধুমাত্র মহিলারাই। এই নারী নভোচরদের মধ্যে অন্যতম সর্বকালের সেরা 'বেস্ট সেলিং' গায়িকা এবং ইউনিসেফের 'গুডউইল অ্যাম্বাসাডর' কেটি পেরি। তিনি ছাড়াও অভিযানে যাচ্ছেন নাসার প্রাক্তন রকেটবিজ্ঞানী আয়েশা বো, নাসার বহু অভিযানের কারিগর অ্যামান্ডা গুয়েন, প্রখ্যাত সাংবাদিক গেইল কিং, চলচ্চিত্র প্রযোজক কেরিয়ান ফ্লিন, এমি বিজয়ী সাংবাদিক এবং বেজোসের আর্থ ফান্ডের সহ-সভাপতি লরেন স্যাঞ্চেজ। জানানো হয়েছে, পৃথিবীর সীমানা পেরোতে তাঁদের সময় লাগবে মাত্র ১০ মিনিট। তবে বাকি সকলের মধ্যে নিঃসন্দেহে নজর কাড়বেন আন্তর্জাতিক সেলিব্রিটি কেটি পেরি। গত কয়েক বছর ধরেই বেসরকারি মহাকাশ অভিযানে রীতিমতো হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে ধনকুবের তথা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অন্যতম বিশ্বস্ত সৈনিক ইলন মাস্ক ও জেফ বেজোসের মধ্যে। মাস্কের স্পেসএক্স এবং বেজোসের ব্লু অরিজিন দু'জনেই আকাশ-দখলের লক্ষ্যে ছুটছে দুরন্ত গতিতে। 'বিলিয়েনার স্পেস রেস' এখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। তবে বেজোসের এই অভিযানের ফলে আগামীতে যে আরও বহু মহিলা মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন দেখবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মহাকাশে যাবেন আয়েশা বো, অ্যামান্ডা নিউগেন, গেইল কিং, কেটি, কেরিয়ান ফ্লিন এবং লরেন স্যাঞ্চেজ। ছবি : সংগৃহীত

‘শিল্প সেতু’ খুলে দেবে নতুন দিগন্ত

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির স্বপ্নের প্রকল্প ‘শিল্প সেতু’ নির্মাণের কাজ শুরু হতে এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। বর্ধমান-আরামবাগ রাজ্য সড়কে দামোদর নদের ওপর ‘কৃষক সেতু’র পাশেই গড়ে উঠবে এই নতুন ‘শিল্প সেতু’। বর্ধমানে এসে মুখ্যমন্ত্রী এই সেতুর আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, এটি তৈরি হলে ‘পশ্চিম মেদিনীপুর-শিলিগুড়ি’ ফ্রেট করিডোরের সঙ্গে যুক্ত হবে। ইতিমধ্যে এর দরপত্র অর্থ দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছে পূর্ত দপ্তর। সেতুর অ্যাপ্রোচ রোডের দু’ধার থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে দখলদারদের। এখন শুধু দরপত্রের অনুমোদন এলেই পুরোদমে কাজ শুরু করে দেবে একটি নামকরা বেসরকারি সংস্থা।

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

বৃহস্পতিবার ছান্দার – পাঁচাল সড়কের কড়াশুলি জঙ্গলের কাছে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। তাঁর নাম পিন্টু ধক (৩৩)। বাড়ি বিষ্ণুপুর থানার লয়ের গ্রামে। তিনি পেশায় ছিলেন রং মিস্ত্রি। পাঁচাল গ্রামে তাঁর কাজ চলছিল। আরও রং-এর প্রয়োজন হওয়ায় তিনি ছান্দার আসছিলেন। তখনই কোনভাবে তাঁর বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারালে তিনি একটি গাছে সজোরে ধাক্কা মারেন। প্রায় ঘন্টা খানেক তিনি সেখানে পড়েছিলেন। পরে পুলিশ খবর পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে সোনামুখী হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

নির্যাতনের অভিযোগে ধৃত

মুক বধির এক গৃহবধূকে নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি। গতকাল রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ব্যক্তিকে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হয়। ধৃতের নাম রমেশ কুমার। বাড়ি বলরামপুর থানার তেঁতলো গ্রামে। বুধবার গৃহবধূর স্বামীর অভিযোগে বলরামপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে রমেশ কে। পুলিশ সূত্রে খবর গত ২৮শে মার্চ রাতে বধূটিকে একা বাড়িতে পেয়ে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক করার অভিযোগ ওঠে। গৃহবধূ-র স্বামী বুধবার থানায় অভিযোগ জানালে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ওই ব্যক্তিকে। ধৃতকে এদিন নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করেছে বলরামপুর থানার পুলিশ।

আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ছবি সমাজমাধ্যমে

এক হাতে আগ্নেয়াস্ত্র অন্য হাতে গুলি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলো নৈহাটি গৌরীপুর এলাকার বাসিন্দা সাহিল আলম নামে এক যুবকের ছবি। ওই ছবিতে দেখা গেছে সাহিলের পায়ের থাইয়ের উপর রাখা আরও দুটি আগ্নেয়াস্ত্র। বৃহস্পতিবার এই ছবি ভাইরাল হতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে নৈহাটি এলাকায়। এবিষয়ে নৈহাটির বিধায়ক ও নৈহাটি শহর তৃণমূলের সভাপতি সনৎ দে জানান সাহিল আলমের বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। গৌরীপুর এলাকায় এখন থাকে সে। তিনি বলেন পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি লিখিতভাবে নৈহাটি থানার আইসির কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

বাসন্তী পুজোয় জমজমাট বসিরহাট

পুজোর আমেজে মেতেছেন বসিরহাটের হরিশপুর, ধলতিথা, নৈহাটি গ্রাম। বাসন্তী পুজোর আয়োজনে গ্রাম গুলিতে এখন দুর্গা পুজোর মতই উৎসবের চেহারা। আজ ছিল ষষ্ঠী। মাটির ভাঁড়, সরা, কুলো, হাতপাখা দিয়ে সাজানো হয়েছে হরিশপুরের জনপ্রিয় স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপ। ক্লাবের সম্পাদক সোমনাথ বাছাড়, সভাপতি তন্ময় দফাদার বলেন, ‘জনপ্রিয় স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোর এবার ৯২ বছর। প্রাচীন এই পুজো ঘিরে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।’ হরিশপুরে পাশাপাশি আরও কয়েকটি পুজো ঘিরে গ্রামে এখন উৎসবের চেহারা। বসিরহাটের ধলতিথা গ্রামে একাধিক বাসন্তী পুজোর ঘিরে মানুষ মেতে উঠেছেন।

৯০০ কেজি বাজি উদ্ধার

কোলাঘাট থানার পয়াগ এবং ভূপতিনগর থানার চিংড়া গ্রাম থেকে যথাক্রমে ৮০০ ও ১০০ কেজি নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার হয়েছে। বুধবার রাত ও বৃহস্পতিবার ভোরের পুলিশি অভিযানে। পয়াগ থেকে দুই বাজি কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পলাতক চিংড়া গ্রামের বাজি কারবারিরা।

সাংসদ দেবের উদ্যোগে জলের এটিএম

আজকালের প্রতিবেদন
পাঁশকুড়া, ৩ এপ্রিল

ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারীর (দেব) উদ্যোগে ওয়াটার এটিএমের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে পাঁশকুড়া শহরে। দুই ও পাঁচ টাকায় বিনিময়ে যথাক্রমে এক ও পাঁচ লিটার পরিশুদ্ধ পানীয় জল মিলবে। ১০ লক্ষ টাকা খরচে পাঁশকুড়া পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগর পার্কের কাছে এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পাঁশকুড়া স্টেশন ও সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া এলাকায় দু’টি ওয়াটার এটিএম বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। কাজ প্রায় সম্পূর্ণের পথে। দ্রুত ওয়াটার এটিএম থেকে জল পাওয়া যাবে বলে জানা গেছে পাঁশকুড়া পুরসভা সূত্রে। নানান কাজে বহু মানুষের আনাগোনা লেগে থাকে পাঁশকুড়া শহরে। পাঁশকুড়া

পাঁশকুড়া

জংশন এলাকায় সর্বক্ষণ মানুষের ভিড় লেগে থাকে। ফুলচাষের বাগান দেখতে পর্যটকদের আনাগোনাও লেগে থাকে। তেষ্টা মেটাতে তাঁদের হয় জলের বোতল নিয়ে বেরোতে হয়, নতুবা কিনতে হয় দোকান থেকে। অনেকের কেনার সামর্থ্য থাকে না। গরমের সময় ভীষণ সমস্যায় পড়েন তাঁরা। মূলত তাঁদেরই সমস্যা মেটাতে শহর এলাকায় ‘ওয়াটার এটিএম’ গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পাঁশকুড়ার পুর–প্রশাসক নন্দকুমার মিশ্র। তিনি বলেন, ‘শহরে আসা মানুষজনের পানীয় জলের সমস্যা দূর করতে ওয়াটার এটিএম বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন সাংসদ দেব। ওয়াটার এটিএম বসানোর কাজ সম্পূর্ণের পথে।’

নন্দীগ্রামে যুবকের দেহ, খুনের অভিযোগ

আজকালের প্রতিবেদন
নন্দীগ্রাম, ৩ এপ্রিল

শ্মশান লাগোয়া খালপাড়ের জঙ্গলে এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নন্দীগ্রামের গড়চক্রবেড়িয়া মাছবাজার এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালের এই ঘটনার ব্যাপারে স্থানীয় ৪ বাসিন্দাকে আসামি করে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন নিহতের স্ত্রী। তার ভিত্তিতে মামলা শুরু করে ঘটনার তদন্তে নেমে ৪ জনকে আটক করেছে পুলিশ। সত্য অনুসন্ধানে তাদের জেরা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন হলদিয়ার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অরিন্দম অধিকারী। পুলিশ সূত্র থেকে জানা গেছে, নিহতের নাম আব্দুল মাজিদ(৩৫)। পেশায় পাইপলাইনের মিস্ত্রি। তাঁর স্ত্রী সালমা খাতুনের অভিযোগ, খুনিরা সকলেই মাজিদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করত। ৩১ মার্চ রাতে বাড়িতে এসে বচসা করেছিল। মাজিদকে প্রাণে মারার হুমকিও দিয়ে গেছিল। অভিযোগকারিণী বলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওরাই আমার স্বামীকে নৃশংসভাবে খুন করেছে।' পুলিশ জানিয়েছে, ৪ আসামির নাম শেখ রফিকুল, শেখ রিয়াজ, গুলবুদিন খান ও মিঠুন শা।

ঢেউ সাগর ভাঙার ওপর স্থগিতাদেশ

ঢেউ সাগর পার্ক ভেঙে ফেলা নিয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতের আদেশ কার্যকরের ওপর আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত। নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। উপকূল বিধি ভঙ্গের অভিযোগে ঢেউ সাগর পার্কের অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা–সহ এলাকাটিকে পূর্বের অবস্থায় পুনরুদ্ধার করার নির্দেশ দিয়েছিল জাতীয় পরিবেশ আদালত। গত ২৯ জানুয়ারির ওই নির্দেশ বিবেচনার জন্য হাইকোর্টের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল রাজ্যের তরফে। সিআরজেড অর্থাৎ উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলের সীমা সংক্রান্ত ভ্রান্তির কথা উল্লেখ করে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মন্দারমণি উপকূলে অবৈধ নির্মাণ সংক্রান্ত একটি মামলার নির্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় পরিবেশ আদালতের আদেশ কার্যকর করার ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

দিঘায় জোরকদমে চলছে জগন্নাথ মন্দিরের শেষ মুহূর্তের কাজ। ছবি: প্রতিবেদক

জগন্নাথধামের কাজ নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক দিঘায়

যজ্ঞেশ্বর জানা
দিঘা, ৩ এপ্রিল

উন্মাদনার প্রহর গোনা শুরু হয়েছে দিঘা জগন্নাথধাম ও সংস্কৃতি–কেন্দ্রের উদ্বোধন নিয়ে। অক্ষয়তৃতীয়ার দিন থেকে মন্দিরের দ্বার খুলে যাবে সকলের জন্য। সমুদ্র–শহরের আকর্ষণবৃদ্ধি–সহ সাংস্কৃতিক–ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ধর্মীয় পর্যটন প্রসারের লক্ষ্যে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে এবং প্রায় সমান উচ্চতার মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে। মন্দির নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে সকলের, নজর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের দিকে। মাঝে আর ২৪ দিন। তাই সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার ব্যস্ততায় ঘুম ছুটেছে নির্মাণ থেকে সৌন্দর্যায়ন, ইলেকট্রিক থেকে পাইপ লাইন মিস্ত্রি, কর্মচারী–সহ প্রশাসনিক আধিকারিক সকলের।

বৃহস্পতিবার দুপুরে গিয়ে দেখা গেল মন্দির প্রাঙ্গণে রোদেপুড়ে–ঘেমেনেয়ে একদল মানুষ কাজ করছেন স্বাগত–তোরণ ‘চৈতন্যদ্বার জগন্নাথধাম’ নির্মাণের কাজে। আরেকদল মানুষ ব্যস্ত বাতিস্তম্ভ লাগানোর কাজে। মূল প্রকল্প এলাকায়ও চলছে শেষ মুহূর্তের প্রলেপ, পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ। আলোকসজ্জার কাজের সঙ্গে যুক্ত এক শ্রমিক জানালেন, ৭ এপ্রিলের মধ্যে কাজ শেষ করে দিতে হবে তাঁদের। এভাবেই বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ শেষ করার সময়সূচি তৈরি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে চৈতন্যদ্বার ও মাসিবাড়ি এলাকার দু’টি সমুদ্রঘাট বাঁধার কাজ। মাসিবাড়ি মন্দিরের তোরণ, রথ রাখার পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে জোরগতিতে। এদিন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ছিলেন মন্দির নির্মাণকারী সংস্থা হিডকোর ভাইস চেয়্যারম্যান হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি, পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য, দিঘা–শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের প্রশাসক অপূর্ব বিশ্বাস প্রমুখ। বিকেলে মন্দির পরিদর্শনের পর সেখানে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও করেন তাঁরা। বিভিন্ন কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা, নিরাপত্তা–ব্যবস্থা এবং উদ্বোধনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করা হয় বৈঠকে।

বেলঘরিয়ায় তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৪

সোহম সেনগুপ্ত

বেলঘরিয়ায় তৃণমূল কর্মী রেহান খান খুনের ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করল বেলঘরিয়া থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম সুশান্ত রায়, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, অভিজিৎ দাস ও অমর মণ্ডল। বৃহস্পতিবার ধৃতদের কড়া নিরাপত্তায় ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়। এদিন চারজনকেই সাতদিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাস্থল সংলগ্ন এলাকার সিসি ক্যামেরার ছবি ও নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের জেরা করে আরও একজনের খোঁজ চলছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, এখনও অধরা ওই যুবকই মদের আসরে রেহানকে মঙ্গলবার রাতে দুটি গুলি করে। একটি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও অপর গুলি লাগে রেহানের মাথায়। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, রাজনীতি থেকে ব্যবসা সর্বত্রই রেহানের প্রভাব বাড়ায় সুশান্ত রায় ও তার দলবল রেহানের ওপর এর আগেও হামলা চালিয়েছে। পুলিশ ধৃতদের জেরা করে জানতে পেরেছে, রেহানকে খুনের পরিকল্পনা করেই অভিযুক্তরা ওইদিন মদের আসরে বসে। রেহানকে গুলি করার পর তাঁকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রাস্তার ওপরই ফেলে রাখা হয় বলেও জানতে পেরেছে পুলিশ। এদিকে স্থানীয় কাউন্সিলর দেবযানী মুখার্জি জানান, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান তিনি।

পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক বেলুন উৎক্ষেপণে বিদেশি বিজ্ঞানীরা। ছবি: শান্তনু দাস

বীরভূম থেকে মহাকাশে বেলুন উৎক্ষেপণ হল

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়
চন্দ্রপুর (বীরভূম), ৩ এপ্রিল

বীরভূমের রাজনগর ব্লকের চন্দ্রপুরে সংস্থার নিজস্ব জমি থেকে প্রথম মহাকাশে বেলুন উৎক্ষেপণ করল মহাকাশ গবেষনা সংস্থা ‘ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্স’ (আইসিএসপি)। মঙ্গলবার এই উৎক্ষেপণ দেখতে এদিন হাজির ছিলেন রাশিয়া, জাপান, সৌদি আরব, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে আসা কয়েকজন বিজ্ঞানী। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা মহাকাশ বিজ্ঞানী ড. সন্দীপ চক্রবর্তী জানান, চন্দ্রপুরে ৬ বিঘা জমিতে গড়ে ওঠা তাঁদের সংস্থার নিজস্ব উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে এদিন প্রথম একটি বেলুন উৎক্ষেপণ করা হল। অল্প বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অল্প খরচে মহাকাশ বিজ্ঞানের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই উদ্যোগ। হায়দ্রাবাদে ‘টাটা ইন্সটিটিউট ফর ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ’ (টিআইএফআর) ও ‘ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন’(ইসরো)-র উদ্যোগে তৈরি হয় দেশের প্রথম বেলুন উৎক্ষেপণ কেন্দ্র। এর ৬৩ পর দেশের দ্বিতীয় ও পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বেলুন উৎক্ষেপণ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে বীরভূমের রাজনগর ব্লকের জঙ্গল-ঘেরা চন্দ্রপুর এলাকায়। মহাকাশ থেকে সহজে তথ্য সংগ্রহ করতে এই বেলুনের গুরুত্ব অপরিসীম। বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে গবেষণার ক্ষেত্রে এই কেন্দ্র বাংলার বিজ্ঞানীদের নতুন দিশা দেখাবে।

ইমামবাড়া হাসপাতালে চালু হল মা ক্যান্টিন

মিল্টন সেন
হুগলি, ৩ এপ্রিল

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পাঁচশো গরিব মানুষের দুপুরে খাবারের সংস্থান হল। চুঁচুড়ায় চালু হল বহু প্রত্যাশিত মা ক্যান্টিন। বৃহস্পতিবার ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে ক্যান্টিনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা সদর মহকুমা শাসক স্মিতা সান্যাল শুক্লা। উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান অমিত রায়, ভাইস চেয়ারম্যান পার্থ সাহা, স্বাস্থ্য দপ্তরের সিআইসি জয়দেব অধিকারী–সহ বেশ কয়েক জন কাউন্সিলর। জেলা হাসপাতালের তরফে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতাল সুপার অমিতাভ মণ্ডল, ডেপুটি সিএমওএইচ ১ ত্রিদীপ মুস্তাফি এবং হাসপাতালের তিনজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার। এবার থেকে হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার পরিচালনায় এই ক্যান্টিনে হাসপাতালে আগত মানুষজন দুপুরের খাবার খেতে পারবেন। ক্যান্টিনে পাঁচ টাকার বিনিময়ে মিলবে ডাল, ভাত, তরকারি ও ডিম। গরিব মানুষের কথা ভেবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এই প্রকল্প চালু করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ভবঘুরে গরীব মানুষরা যাতে দুপুরে অন্তত পেট ভরে খেতে পায়। ইতিমধ্যেই জেলার অন্য পুরসভায় মা ক্যান্টিন চালু হয়েছে। হুগলি চুঁচুড়া পুরসভাতেও রয়েছে সুলভ ক্যান্টিন। ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে প্রতিদিন দূর–দূরান্ত থেকে বহু রোগীর পরিজন আসেন। হাসপাতালে যাঁরা ভর্তি থাকেন, তাঁরা হাসপাতাল থেকে নিয়মিত খাবার পান। কিন্তু রোগীর আত্মীয়–স্বজন যাঁরা হাসপাতালে আসেন, তাঁদের অনেক বেশি টাকা খরচ করে হাসপাতালের বাইরে খাওয়াদাওয়া সারতে হয়। অনেকের ক্ষেত্রেই সেই সংস্থান হয়ে ওঠে না। এই প্রসঙ্গে মহকুমা শাসক স্মিতা সান্যাল শুক্লা বলেছেন, হাসপাতাল চত্বরে ক্যান্টিনের খুব প্রয়োজন ছিল। যাঁরা হাসপাতালে আসেন, সেই সমস্ত গরিব মানুষের জন্য এই ক্যান্টিন খুবই জরুরি ছিল। চেয়ারম্যান অমিত রায় বলেছেন, প্রথম দিন ৩০০ জনের খাবার তৈরি হয়েছে। এরপর চাহিদা অনুযায়ী রান্না হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পুর পরিষদ সদস্য জয়দেব অধিকারী বলেছেন, সপ্তাহে ছ’দিন মা ক্যান্টিন খোলা থাকবে। আপাতত প্রতিদিন ৫০০ লোকের খাবার টার্গেট রাখা হয়েছে। ক্যান্টিন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।

মা ক্যান্টিনের উদ্বোধনে সদর মহকুমা শাসক স্মিতা সান্যাল শুক্লা, চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান অমিত রায়, ভাইস চেয়ারম্যান পার্থ সাহা, স্বাস্থ্য দপ্তরের সিআইসি জয়দেব অধিকারী, হাসপাতালের সুপার অমিতাভ মণ্ডল, ডেপুটি সিএমওএইচ ১ ত্রিদীপ মুস্তাফি। বৃহস্পতিবার। ছবি: পার্থ রাহা

বন্ধুদের হাতে ভিন্‌রাজ্যের যুবক খুন, গ্রেপ্তার ৩

গৌতম চক্রবর্তী

ভিন্‌রাজ্য থেকে এসে বাবার সঙ্গে ছাতুর ব্যবসা শুরু করেছিলেন ছেলে। গভীর রাতে বন্ধুদের সঙ্গে মদের আসরে যোগ দিয়ে করুণ পরিণতির শিকার হলেন সেই যুবক। নেশার ঘোরে বন্ধুদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। আর তার জেরেই বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে তাঁকে খুনের অভিযোগ উঠেছে তিনজনের বিরুদ্ধে। তাদের সবাইকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে সোনারপুর থানার রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কামরাবাদ সুভাষপল্লীর মাঠে। মৃতের নাম বিশাল সাউ (২৫)। বাড়িতে স্ত্রী ও আড়াই মাসের শিশুসন্তান–সহ বয়স্ক বাবা রয়েছেন। বছর দেড়েক আগে বিশালের বিয়ে হয়। মঙ্গলবার রাতে স্ত্রীর নিষেধ অমান্য করেই বিশাল বন্ধুদের সঙ্গে মদ্যপানের আসরে যোগ দিয়েছিলেন। স্থানীয় মানুষ ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিশাল ছাতু বিক্রি করতেন। তাঁর পরিবার জানায়, মঙ্গলবার রাত পৌনে ১১টা নাগাদ একটি ফোন আসে। অভিযোগ, আকাশ পাইক নামে বিশালের এক বন্ধু তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। আকাশ ছাড়াও রাকেশ কয়াল ও রতন অধিকারী নামের আরও দু’জন ছিল। স্ত্রী প্রীতি কুমারী নিষেধ করলেও বিশাল জোর করেই বন্ধুদের ডাকে সাড়া দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, এরপর মদ্যপানের আসরে বচসার জেরে ওই তিন যুবকই বিশালকে মারধর করে এবং মাঠের মধ্যে ফেলে রেখে চলে যায়। ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজনকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার মাঝরাতে বিশালের পরিবার জানতে পারে, ছেলে আর বেঁচে নেই। ওই দিন রাতে বিশাল আহত হওয়ার পর তাঁকে উদ্ধার করে সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

উচ্চ মাধ্যমিক অনুমোদন পেল টাকি রামকৃষ্ণ মিশন

স্বদেশ ভট্টাচার্য
টাকি, ৩ এপ্রিল

উচ্চ মাধ্যমিক পঠনপাঠনের অনুমোদন পেল টাকি রামকৃষ্ণ মিশন। অভিভাবকদের দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা পূরণ হল। শুক্রবার টাকি রামকৃষ্ণ মিশনের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উপস্থিত থাকবেন বেলুড় মঠের সহ–সভাপতি স্বামী দিব্যানন্দজি মহারাজ–সহ বিশিষ্টরা। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই এখান কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের পঠনপাঠন শুরু হবে। স্কুলের শিক্ষক তুষার মণ্ডল বলেন, ১৯৩১ সালে টাকি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ধাপে ধাপে উন্নীত হয়ে এখন মাধ্যমিক পর্যন্ত পঠনপাঠন হয়। এলাকার মানুষের অনেক দিনের দাবি উচ্চ মাধ্যমিক চালুর। বর্তমান প্রধান শিক্ষক স্বামী পূর্ণময়ানন্দজি মহারাজ এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেন। মিশনের পরিকাঠামো তৈরি করে শিক্ষা দপ্তরে অনুমোদন আদায় করে আনেন। তিনি বলেন, উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের অপেক্ষায় আছি। আগামী শিক্ষাবর্ষের পঠনপাঠন আগে থেকেই শুরু করতে পারব আশা রাখি। অভিভাবক মহল খুশি। টাকি রামকৃষ্ণ মিশনের পড়াশোনার মান বরাবরই ভাল। মাধ্যমিকের ফল চমকপ্রদ। উচ্চ মাধ্যমিক চালু হওয়ায় অভিভাবকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

জুড়ে ফেলা হয়েছে সন্দেশখালির বড় কলাগাছির বাঁধের ভাঙা অংশ। ছবি: স্বদেশ ভট্টাচার্য

বাঁধ মেরামতে নামল সেচ দপ্তর, বন্ধ জল ঢোকা

আজকালের প্রতিবেদন
সন্দেশখালি, ৩ এপ্রিল

সন্দেশখালিতে কলাগাছির বাঁধ প্রায় জুড়ে ফেলেছে সেচ দপ্তর। সোমবার সন্দেশখালির আতাপুরে বড় কলাগাছি নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সেচ দপ্তরের উদ্যোগে শুরু হয়েছে নদীবাঁধ মেরামতের কাজ। এক্ষেত্রে কোনওরকম ঢিলেমি করেনি ব্লক প্রশাসন ও সেচ দপ্তর। মঙ্গলবার সন্দেশখালি ২ আতাপুরের কাছে তালতলায় বড় কলাগাছির নদীর বাঁধ ভেঙে যায়। প্রায় ৫০ ফুট ভেঙে আশপাশের গ্রাম জলমগ্ন হয়ে পড়ে। মেছোঘেরি, ধানের জমি নোনাজলে ভরে যায়। ভাঙন যাতে আর না বাড়ে তার জন্য মঙ্গলবার বিকেলেই সন্দেশখালি ২ ব্লক প্রশাসন ও সেচ দপ্তর কোমর বেঁধে বাঁধের কাজে নেমে পড়ে। বুধবার গিয়ে আতাপুরে গিয়ে দেখা যায়, একেবারে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে বাঁধের ওপর। অত্যাধুনিক পল্টনে করে জেসিবি নিয়ে

সন্দেশখালি

নদীর ওপরে তা রেখে বাঁধে মাটি ফেলার কাজ করছেন কয়েক’শ শ্রমিক। জলের মধ্যে এভাবে কাজ যেমন কঠিন তেমনি ঝুঁকিরও বটে। সেচ দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, ইঞ্জিনিয়ারের পরিকল্পনা মতই বাঁধ মেরামত হচ্ছে। অনেক অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। জোয়ারের সময় বাঁধে কাজ করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র ভাটার সময়েই বাঁধে কাজ চলছে। তাতেই প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ হয়ে গেছে। গ্রামে জলঢোকা রোধ করা গেছে। সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বলেন, খবর পেয়েই মঙ্গলবার আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ ঠিক নয়। প্রথম থেকেই ব্লক প্রশাসন ও সেচ দপ্তর বাঁধের ওপর রয়েছেন। আমাদের দলের কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন বাঁধের কাজে।

কলেজছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

কলেজ থেকে ভালভাবেই পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন কলেজছাত্রী। পরিবারের সদস্যদের পরীক্ষা ভাল হয়েছে বলেই জানিয়েছেন। কিছু সময় পরেই ছাত্রীর ঘর থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বুধবার রাতে সোনারপুর থানার চড়কতলার ঘটনা। মৃত ছাত্রীর নাম সহেলি দাস (২২)। সহেলি বিজয়গড় কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু সাংবাদিকতার নতুন কোর্স। প্রকৃত খবর না নিজস্ব মতামত, এটা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে মাঝে মাঝেই তোলপাড় হয়। সেই ভাবনাকে ছুঁয়ে কল্যাণীর সাংবাদিকতার ষষ্ঠ ব্যাচের ৫৩ ছাত্রছাত্রীর হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক কল্লোল পাল বলেন, ‘সাংবাদিকদের সংবেদনশীল হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। নিউজ আর জাজমেন্টের পার্থক্য বুঝে সংবাদ পরিবেশনের মধ্যেই আছে সাংবাদিকদের সার্থকতা।’ পাশাপাশি সপ্তম ব্যাচের সূচনা হয় বৃহস্পতিবার। অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস বলেন, ‘পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা শেখানো এই কোর্সের অন্যতম কাজ। যার জন্যেই বাংলার বাইরে ত্রিপুরা, আন্দামান থেকেও ছাত্রছাত্রীরা এখানে পড়তে আসছে।’ বক্তব্য পেশ করেন অধ্যাপক নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী, অধ্যাপক প্রবীর প্রামাণিক প্রমুখ। ছবি: আজকাল

অবসর নেওয়া জওয়ানকে নিয়ে উৎসব বলরামপুরে

দীপেন গুপ্ত
পুরুলিয়া, ৩ এপ্রিল

টানা ২৪ বছর ভারতীয় সেনার সেবা করে অবশেষে বাড়ি ফিরলেন পুরুলিয়ার বলরামপুরের মসজিদ পাড়ার রিয়াজ আনসারি। বুধবার সকালে বরাভূম স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতেই তাঁকে স্টেশনেই অভ্যর্থনা জানাল বলরামপুরের মানুষজন। রীতিমতো ব্যান্ড পার্টি সহযোগে রোড–শো করে তাঁকে শহরের একাংশ ঘুরিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। জাতীয় পতাকায় মোড়া গাড়িতে ফৌজি উর্দিতে থাকা রিয়াজ আনসারির সঙ্গে হাত মিলিয়ে অনেকে শুভেচ্ছা জানান। অভ্যর্থনায় আপ্লুত হয়ে যান পুরুলিয়ার এই ভূমিপুত্র।

তিনি বলেন ২০০১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ শেষে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ফৌজি জীবনের একেবারে প্রথম থেকেই নানান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। দিল্লির সংসদ ভবনে জঙ্গি হামলার সময়ে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শামিল হন। প্রথম দিকে তাঁর প্যারেন্ট রেজিমেন্ট ইন্ডিয়ান আর্মি আর্টিলারি সেন্টার নাসিক (ময়দানি তোপখানা) ছিল। এরপর ২০০৩ সালে জম্মু-কাশ্মীরের লাইন অফ কন্ট্রোলের মতো এলাকায় সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন। ভারতীয় সেনার অন্যতম কমান্ডো বাহিনী, রাষ্ট্রীয় রাইফেল–এ যোগদান করেন তিনি। এই সময়ে কাশ্মীরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বের সব থেকে উঁচু রণক্ষেত্র সিয়াচেন হিমবাহ থেকে রাজস্থানের সীমান্ত এলাকায় নিজের বীরত্বের জন্য সেনাবাহিনীর তরফে বহু সম্মান পান তিনি। সৈনিক জীবনের শেষে মহারাষ্ট্রের তোপখানা নাসিক রোড ক্যাম্পে ইন্সট্রাক্টর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন তিনি। বাড়ি ফিরে রিয়াজ আনসারি বলেন, এবার যুব সমাজকে দেশসেবার কাজে উৎসাহিত করার ব্রত নেবেন তিনি।

বলরামপুরে ভারতীয় সেনার জওয়ান রিয়াজ আনসারিকে নিয়ে রোড–শো। ছবি: প্রতিবেদক

পরম্পরার বাসন্তী পুজো

মল্লিক পরিবারের বাসন্তী প্রতিমা।

আজকালের প্রতিবেদন

পরম্পরা। থাকতেন ওপার বাংলার ফরিদপুরে। সেখানে নিয়মিত বাসন্তী পুজো করা হত মল্লিক পরিবারে। এপারে চলে আসার পরও দেবমাল্য মল্লিকরা নিয়ম করে অনাড়ম্বর ভাবে বাসন্তী পুজো করে থাকেন। রাজপুর নেবুতলায় মল্লিক বাড়ির এই পুজোর কথা জানেন না স্থানীয় মানুষরা, এমন ভাবলে ভুল করা হবে। পরিবারের বিশ্বাস, শুধু নিজেদের বাড়ি নয়, এলাকায় শান্তি বজায় রাখার অন্যতম কারণ হল বাসন্তী পুজোর শেষে আশীর্বাদ পাওয়া। রথতলা পেট্রোল পাম্প ছাড়িয়ে সোজা গেলেই রাজপুর নেবুতলায় পৌঁছে যাওয়া যাবে। ব্যস, ওখানে পৌঁছোলেই ঢাকের আওয়াজ, আরতির ঘণ্টা। পৌঁছে যাবেন বাসন্তী পুজোর মণ্ডপের সামনে।

পুলিশের জালে ভুয়ো সিম পাচারের ২ মাথা

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্য ও দেশ জুড়ে ভুয়ো সিমকার্ড পাচারের দুই মূল মাথাকে গ্রেপ্তার করল লালবাজারের সাইবার থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম কমলেশ মালাকার ও সমরেশ সরকার। উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর ও গাইঘাটা থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করেন গোয়েন্দারা। বৃহস্পতিবার ধৃতদের ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হলে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে কলকাতায় জাল সিম কার্ড নিয়ে আসত দুই যুবক। তারপর নানা জেলা ও দেশের বিভিন্ন জায়গায় কমিশনের বিনিময়ে সাইবার প্রতারকদের সেই সিমকার্ড সরবরাহ করা হত। গোটা চক্রটি পরিচালনা হত দুটি পয়েন্ট অফ সেল থেকে। অভিযুক্তরা পিওএস-এর আড়ালে সংস্থা খুলে বসেছিল। তদন্তকারীদের দাবি, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড-সহ দেশের একাধিক রাজ্যে ভুয়ো সিমকার্ড পাচার হয়েছে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আগেই তন্ময় সরকার, দীনেশ জানা, কহিল আহমেদকে গ্রেপ্তার করেছিল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই এই দু'জনের নাম মেলে।

ভস্মীভূত ২০ বিঘা জমির গম

বৃহস্পতিবার দুপুরে আচমকাই আগুন লেগে ভস্মীভূত হল প্রায় ২০ বিঘা জমির গম। এদিন দুপুরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার জোড়দিঘি ডাউয়াকুরি গ্রামের মাঠে এই আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে বুনিয়াদপুর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন সেখানে ছুটে যায়। প্রায় ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলকর্মীরা।

Webel Technology Limited
(A Government of West Bengal Undertaking)

WTL/HR&A/Advisor/2025/01.
Applications are invited from result oriented professional for the following position on contractual terms:
Advisor (Software Project Management)
For details, please visit our website: www.wtl.co.in

Apply on or before 14.04.2025

ICA- N 135(3)/2025

আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

Aadhar Housing Finance Ltd

কর্পোরেট অফিস: ৮০২, নটরাজ বাই রুস্তমজি, ওয়েস্টার্ণ এক্সপ্রেস হাইওয়ে, স্যার এম ভি রোড, আন্ধেরী ইস্ট, মুম্বই-৪০০ ০৬৯, মহারাষ্ট্র
দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ অফিস: চৈতন্য কমপ্লেক্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, একটি রুম, প্লট নং সিএ-৪, ফেজ-২, বেঙ্গল অম্বুজা, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬ (পশ্চিমবঙ্গ)

দখল বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট-IV (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (এএইচএফএল)-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ (১২) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)-এর প্রতি এই কোম্পানির অনুমোদিত অফিসার রূপে দাবি বিজ্ঞপ্তি (সমূহ) ইস্যু করেছিলেন যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতা ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৪) নং উপধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। এতদ্দ্বারা উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান মোতাবেক উপলব্ধ মেয়াদের মধ্যে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন নীচে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক ও তদুপরি সুদ সমেত এএইচএফএল-এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।

ক্রম নং	ব্রাঞ্চের নাম / ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম	জামিনযুক্ত পরিসম্পদের বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং দাবিকৃত অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ
১.	(লোন কোড ০৮৮১০০০০১৬৬ দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ), শিবপুজন পোদ্দার **(ঋণগ্রহীতা)**, সুশীলা পোদ্দার **(সহ ঋণগ্রহীতা ১)** বান্টি পোদ্দার **(সহ ঋণগ্রহীতা ২)**	**সম্পত্তির সূচি ১:** কমবেশি ২ ডেসিমেল জমির সকল অপরিহার্য অবস্থিত মৌজা- বোলপুর, জে এল নং ৯৯, আর এস প্লট নং ৫৩৭০, এল আর প্লট নং ৬১৫৪, আর এস খতিয়ান নং ২৫১৬, এল আর খতিয়ান নং ১০০৭৮, ৬৮৬৬ বিক্রয় দলিল নং ১৭৯২ সাল ২০০৬, এল আর খতিয়ান নং ১৪৬৮৮ পরচা অনুযায়ী থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম। চৌহদ্দি:- পূর্বে: খালি জমি, পশ্চিমে: দাগ ৫৩৭০-এর জমি, উত্তরে: ৪ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণে: দাগ নং ৫৩৭৩ এবং ৫৩৭১ বাড়ি। **সম্পত্তির সূচি ২:** কমবেশি ১.৫ ডেসিমেল জমির সকল অপরিহার্য অংশ অবস্থিত মৌজা- বোলপুর, জে এল নং ৯৯, আর এস প্লট নং ৫৩৭২, এল আর প্লট নং ৬১৫৭, আর এস খতিয়ান নং ১৩৪৯, এল আর খতিয়ান নং ৬৯৬১ যার বিক্রয় দলিল নং ৭৯৭৫ সাল ২০০৮, এল আর খতিয়ান নং ১২৬৯১ পরচা অনুযায়ী থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম। চৌহদ্দি:- পূর্বে: জহর হাজরার বাড়ি, পশ্চিমে: গলিপথ, উত্তরে: সুশীলা পোদ্দারের স্বত্বা, দক্ষিণে: দিলিপ পাত্র এবং আশিস পাত্রের বাড়ি।	০৯ জানু ২৫ ₹ ১৫৫৫৬০৭/-	০২ এপ্রি ২৫

স্থান: দুর্গাপুর তারিখ: ০৪.০৪.২০২৫ — **অনুমোদিত আধিকারিক, আধার হাউসিং ফিনান্স লিমিটেড**

অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতির প্রয়োজনে ঘোষণাপত্র

সেকশন ৮২ সিআরপিসি দেখুন

যেহেতু, আমার সামনে অভিযোগ জানানো হয়েছে যে, অভিযুক্ত **১) অমিত কুমার সিং ওরফে এ কে সিং ওরফে আশুতোষ, পিতা প্রয়াত এস এইচ সহদেব সিং, নিবাস তেকারি রোড, পাথর কি মসজিদ নিকটে, থানা সুলতানপুর, মাহেন্দ্রু, পাটনা, ২) কোমল ওরফে কোমল চৌধুরি, নিবাস গ্রাম কানহোলি, থানা-কানহোলি, থানা-মহুয়া, জেলা-বৈশালি, বিহার, ৩) রশিদ রাজা ওরফে মিন্টু খান, পিতা মহঃ শাহিদ খান, নিবাস ১১৭, তাঙ্গোল, মহল্লা সাচি পট্টি, জেলা-হাজিপুর, বিহার, ৪) মহঃ সিকান্দার, পিতা মহঃ শরিফ আনসারি, নিবাস পাঠানতোলা, থানা-হাজিপুর টাউন, হাজিপুর, বিহার এবং ৫) সুনীল মেহতো, পিতা শ্রী অমরনাথ মেহেতো, নিবাস ৫ চিন্তামনি দে রোড, হাওড়া, এফ আই আর নং ১২/২০১২, ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১২০ বি আই পি সি,** অধীনে অপরাধ করেছেন (বা সন্দেহ করা হচ্ছে অপরাধ করেছেন) **যা নথিভুক্ত আলিপুর (ই ও ডব্লু) থানায় দিল্লি** এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ফেরত এসেছে এবং জানানো হয়েছে **উক্ত সকল ৫ অভিযুক্তকে** খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং যেহেতু আমার কাছে আমার সন্তুষ্টি অনুযায়ী বলা হয়েছে যে, **উক্ত সকল ৫ অভিযুক্ত** পালিয়ে গিয়েছেন (বা উক্ত পরোয়ানা পরিষেবা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য লুকিয়ে রয়েছেন)।

এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, উক্ত অভিযুক্ত **১) অমিত কুমার সিং ওরফে এ কে সিং ওরফে আশুতোষ, ২) কোমল ওরফে কোমল চৌধুরি, ৩) রশিদ রাজা ওরফে মিন্টু খান, ৪) মহঃ সিকান্দার এবং ৫) সুনীল মেহেতো, থানা-আলিপুর (ই ও ডব্লু) দিল্লির এফ আই আর নং ১২/২০১২, ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১২০বি আই পি সি অধীনে**-অভিযুক্তগণকে এই কোর্টে **১৫.০৫.২০২৫** বা তার পূর্বে এই কোর্টে (বা আমার সম্মুখে) হজিরা প্রদান করে অভিযোগের উত্তর প্রদান করবেন।

আদেশানুযায়ী,
শ্রীমতী রুবি নীরজ কুমার
চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
নর্থ কোর্ট নং ১১৫, ১ম ফ্লোর,
রোহিনী কোর্টস, দিল্লি

DP/3977/EOW/2025 (কোর্ট বিষয়ক)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया / Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking

অ্যাসেট রিকভারি শাখা, কলকাতা
১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
যেখানে সক্রিয়: যমুনা ভবন, দ্বিতীয় তল, ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: ubin0554731@unionbankofindia.bank

স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিশাল ই-নিলাম (সারফায়েসি আইনের অধীনে)

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিসমূহের ক্ষেত্রে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর নিয়ম ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহের ক্ষেত্রে নিয়ম ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর কাছে বন্ধক রাখা/ রেহানাবদ্ধ/ জমা রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নলিখিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর পাওনা অর্থাঙ্ক (নীচে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত) পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে এই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা **প্রতীকী/ বাস্তবিক** দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি(গুলি) **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেমন আছে'** ভিত্তিতে **২৫.০৪.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে।

উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না অর্থাঙ্ক (ইএমডি) এখানে নীচে সংশ্লিষ্ট সুরক্ষিত সম্পত্তির পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিক্রি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আয়োজিত হবে। বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে, অনুগ্রহপূর্বক **https://baanknet.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন।
নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি 'অনলাইন ই-নিলাম' পদ্ধতিতে **https://baanknet.com** ওয়েবসাইট এবং **BAANKNET ই-কমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ, support.BAANKNET@psballiance.com**-এর মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

নিলামের তারিখ ও সময়: ২৫ এপ্রিল, ২০২৫, দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা
বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়: ই-নিলাম শুরু হওয়ার আগে যে কোনও সময়ে
ইএমডি প্রদানের উপায়: ডাকদাতা নিজের BAANKNET ওয়ালেটে ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা দেবেন

লট নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম খ) সম্পত্তির বিবরণ গ) স্বত্বাধিকারী(গণ)-এর নাম ঘ) সম্পত্তির আইডি (যদি সম্পত্তিটি ইতিমধ্যেই BAANKNET পোর্টালে আপলোড করা হয়ে থাকে)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (₹) খ) বায়না অর্থাঙ্ক বা ইএমডি (₹)	ডাক সম্প্রসারণের সময়সীমা এবং ডাক বাড়ানোর মূল্য	অনাদায়ী বকেয়া	ব্যাঙ্কের জানা দায়/ যদি কোনও মামলা মীমাংসাধীন থাকে / দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী / বাস্তবিক)
১	**ক) মেসার্স অন্নপূর্ণা এন্টারপ্রাইজেস** **খ) সম্পত্তি:** জমি ও বাড়ি, ৫৭/১/৩/১, তাঁতিপাড়া লেন, হাওড়া-৪, মৌজা- শিবপুর, জে এল নং ১, আর এস নং ১৯৯৫, তৌজি নং ৮২৩/৮২৪, দাগ নং ২০, খতিয়ান নং ১৩৪, থানা- শিবপুর, জমির পরিমাপ ১ কাঠা ৪ ছটাক। **সম্পত্তির মালিকানা রঞ্জিত বেরার নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- ৬ ফুট চওড়া পরিসর; দক্ষিণ- পরেশ বেরার সম্পত্তি; পূর্ব- সুভাষ জানার সম্পত্তি; পশ্চিম- তাঁতিপাড়া লেন। **গ) মিঃ রঞ্জিত বেরা** **ঘ) UBINKOLARB4149**	ক) ₹১৫,২০,০০০.০০ খ) ₹১,৫২,০০০.০০	১০ মিনিটের সম্প্রসারণে ডাক বাড়ানোর মূল্য: ₹১৫,২০০.০০	₹৫৭,০৯,৫৪৮.০৪ ৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী + পরবর্তীতে উদ্ভূত ও বকেয়া সুদ, মাশুল ও খরচ	ক) অনুমোদিত আধিকারিকের জানা নেই খ) প্রতীকী দখল
২	**ক) মেসার্স জি কে কমিউনিকেশন** **খ) সম্পত্তি:** প্রায় ৪২৪৮ বর্গফুট মাপের জমি ও নির্মিত বাড়ির সমবন্ধক, অবস্থান: মৌজা- গার্ডেনরিচ রোড, পুরনো শিট নং ১০৯, নতুন শিট নং ১০৪, তৌজি নং ১০৬৮, খতিয়ান নং ১০৫, দাগ নং ২১৫ ও ২১৬, কলকাতা পুরনিগমের ১৩৫ নং পুর-ওয়ার্ডের এলাকাধীন, হোল্ডিং নং I-৯৫/বি, রামেশ্বরপুর রোড, থানা- গার্ডেনরিচ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০০২৪। **সম্পত্তির মালিকানা মিঃ আবদুল লতিফ-এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- প্রেমিসেস নং I-১৯৫/১ এবং I-৯৫/এ; দক্ষিণ- প্রেমিসেস নং I-১৯৫/বি/১; পূর্ব- প্রেমিসেস নং I-১৬০/১; পশ্চিম- প্রেমিসেস নং I-৯৫/এ এবং যৌথ পরিসর। **গ) মিঃ আবদুল লতিফ** **ঘ) UBINKOLARB8246A**	ক) ₹৪১,৩৫,০০০.০০ খ) ₹৪,১৩,৫০০.০০	১০ মিনিটের সম্প্রসারণে ডাক বাড়ানোর মূল্য: ₹৪১,৩৫০.০০	₹১,৪৯,১৩,৬৫১.৩৯ ৩০.১১.২০১৮ অনুযায়ী + পরবর্তীতে উদ্ভূত ও বকেয়া সুদ, মাশুল ও খরচ	ক) ডিআরটি-III, কলকাতা সমীপে এসএ নং ১০২/২০২১ মীমাংসাধীন খ) প্রতীকী দখল
৩	**ক) মেসার্স জি কে কমিউনিকেশন** **খ) সম্পত্তি:** প্রায় ৩৩০০ বর্গফুট মাপের জমি ও নির্মিত বাড়ির সমবন্ধক, অবস্থান: মৌজা- গার্ডেনরিচ রোড, পুরনো শিট নং ১০৪, নতুন শিট নং ১০৯, তৌজি নং ১০৬৮, খতিয়ান নং ১০৫, দাগ নং ২১২-২১৭, কলকাতা পুরনিগমের ১৩৫ নং পুর-ওয়ার্ডের এলাকাধীন, হোল্ডিং নং I-৯৫/১, রামেশ্বরপুর রোড, থানা- গার্ডেনরিচ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০০২৪। **সম্পত্তির মালিকানা যৌথরূপে মিঃ সরফরাজ আহমেদ এবং মিসেস ফারহা নাজ**-এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- পুরসভার ড্রেন এবং আবদুল হামিদের সম্পত্তি; দক্ষিণ- প্রদীপ মণ্ডলের সম্পত্তি; পূর্ব- তাজ মহম্মদের সম্পত্তি; পশ্চিম- সামসুদ্দিন টেইলরস। **গ) মিঃ সরফরাজ আহমেদ এবং মিসেস ফারহা নাজ** **ঘ) UBINKOLARB8246B**	ক) ₹৩৬,০০,০০০.০০ খ) ₹৩,৬০,০০০.০০	১০ মিনিটের সম্প্রসারণে ডাক বাড়ানোর মূল্য: ₹৩৬,০০০.০০	₹১,৪৯,১৩,৬৫১.৩৯ ৩০.১১.২০১৮ অনুযায়ী + পরবর্তীতে উদ্ভূত ও বকেয়া সুদ, মাশুল ও খরচ	ক) ডিআরটি-III, কলকাতা সমীপে এসএ নং ১০২/২০২১ মীমাংসাধীন খ) প্রতীকী দখল
৪	**ক) মেসার্স ফ্যাশন হাউস** **খ) সম্পত্তি:** স্বত্বাধিকারী নং ১-এর ক্ষেত্রে ২ কাঠা এবং স্বত্বাধিকারী নং ২-এর ক্ষেত্রে ৭ কাঠা মাপের জমিতে নির্মিত 'স্কাইলার্ক অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বহুতল ভবনের প্রথম তলে (গ্রাউন্ড ফ্লোর) দক্ষিণ-পূর্ব অংশে সামান্য কমবেশি ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা ও মোজেইকের মেঝেযুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ বাণিজ্যিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা- সুলতানপুর, জে এল নং ১০, আর এস নং ১৪৮, তৌজি নং ১৭২, সি এস খতিয়ান নং ৯৪, আর এস খতিয়ান নং ১৯৩৩, দাগ নং ৩০৮৩, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২৩/৩০, ইটলগাছি বস্তি রোড, দমদম পুরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, ডাকঘর- দমদম, কলকাতা- ৭০০০২৮। **সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী দীপ বসাক এবং ঝুমা বসাক। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর-১২ ফুট ইটলগাছি রোড; দক্ষিণ- জি ভৌমিক এবং শ্রীমতী তারামণি বারুইয়ের জমি; পূর্ব- অন্যের জমি; পশ্চিম- অন্যের জমি। **গ) মিঃ দীপ বসাক এবং মিসেস ঝুমা বসাক** **ঘ) UBINKOLARB1513**	ক) ₹২৮,০০,০০০.০০ খ) ₹২,৮০,০০০.০০	১০ মিনিটের সম্প্রসারণে ডাক বাড়ানোর মূল্য: ₹২৮,০০০.০০	₹৩৬,২০,৮৪৯.৫০ ২৮.০২.২০১৮ অনুযায়ী + পরবর্তীতে উদ্ভূত ও বকেয়া সুদ, মাশুল ও খরচ	ক) অনুমোদিত আধিকারিকের জানা নেই খ) প্রতীকী দখল
৫	**ক) মিসেস কেয়া চক্রবর্তী** খ) সম্পত্তি: ফ্ল্যাট নং ৩এ, 'রৌনক ভিলা' নামক জি+২ আবাসিক ভবনের তৃতীয় তলে (২ নং ফ্লোর), মৌজা- সাহারা, সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৮৫০.০০ বর্গফুট, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২৪৯, গ্রিন পার্ক, ডাকঘর- মাইকেল নগর, থানা- এয়ারপোর্ট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৩৩। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী কেয়া চক্রবর্তী। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- কৃষ্ণা হালদারের ফ্ল্যাট; দক্ষিণ- গ্রিন পার্ক রোড; পূর্ব- ৬ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম- মিঃ এস বর্মনের ফ্ল্যাট। **গ) মিসেস কেয়া চক্রবর্তী** **ঘ) UBINKOLARB8241**	ক) ₹১৩,৬০,০০০.০০ খ) ₹১,৩৬,০০০.০০	১০ মিনিটের সম্প্রসারণে ডাক বাড়ানোর মূল্য: ₹১৩,৬০০.০০	₹২১,৪৪,৬১৩.৫৮ ০৬.০৯.২০১৭ অনুযায়ী + পরবর্তীতে উদ্ভূত ও বকেয়া সুদ, মাশুল ও খরচ	ক) অনুমোদিত আধিকারিকের জানা নেই খ) প্রতীকী দখল
৬	**ক) মেসার্স মেট্রন ফ্যাশনস প্রাঃ লিঃ** খ) সম্পত্তি: আবাসিক ফ্ল্যাট টাইপ সি+ই, অবস্থান: গ্যাঞ্জেস গার্ডেন, ব্লক নং বি৮, প্রথম তল (গ্রাউন্ড ফ্লোর), সুপার বিল্ট আপ এলাকা ১৪০৩.৫৪ বর্গফুট, প্রেমিসেস নং ১০৬, কাউয়িস ঘাট রোড (কিরণচন্দ্র সিংহ রোড), হাওড়া পুরনিগমের এলাকাধীন, ওয়ার্ড নং ৩৬, থানা- শিবপুর, হাওড়া- ৭১১১০২। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ রবীন্দ্র কুমার হিসারিয়া এবং মিসেস সরিতা হিসারিয়া। সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর- বেঙ্গল জুট মিল, হাওড়া-র কারখানা প্রেমিসেস; দক্ষিণ- কাউয়িস ঘাট রোড (কিরণ চন্দ্র সিংহ রোড), হাওড়া; পূর্ব- কাজারিয়া ইয়ার্ন অ্যান্ড টোয়াইল (প্রাঃ) লিঃ-এর প্রেমিসেস; পশ্চিম- জি টি রোড, হাওড়া। **গ) মিঃ রবীন্দ্র কুমার হিসারিয়া এবং মিসেস সরিতা হিসারিয়া** **ঘ) UBINKOLARB7208**	ক) ₹৪৪,০০,০০০.০০ খ) ₹৪,৪০,০০০.০০	১০ মিনিটের সম্প্রসারণে ডাক বাড়ানোর মূল্য: ₹৪৪,০০০.০০	₹৫২,৪৫,৩১৮.৭০ ৩১.০৭.২০১৮ অনুযায়ী + পরবর্তীতে উদ্ভূত ও বকেয়া সুদ, মাশুল ও খরচ	ক) অনুমোদিত আধিকারিকের জানা নেই খ) প্রতীকী দখল
৭	**ক) মিসেস মায়া ভট্টাচার্য** **খ) সম্পত্তি:** দুটি ফ্ল্যাটের সমগ্র পরিমাণ, একটি প্রথম তলের (গ্রাউন্ড ফ্লোর) দক্ষিণ অংশে, সুপার বিল্ট আপ এলাকা প্রায় ৫৫০ বর্গফুট, যাতে একটি বেডরুম, একটি খোলা কিচেন তথা ড্রয়িং, একটি যৌথ বাথ ও প্রিভি, একটি অ্যাটাচড বাথ ও একটি ব্যালকনি আছে, অন্য ফ্ল্যাটটি প্রথম তলের (গ্রাউন্ড ফ্লোর) উত্তর অংশে, সুপার বিল্ট আপ এলাকা প্রায় ৭৪৬ বর্গফুট, যাতে দুটি বেডরুম, একটি খোলা কিচেন, একটি ডাইনিং কাম ড্রয়িং, একটি যৌথ বাথ ও প্রিভি, একটি অ্যাটাচড বাথ ও একটি ব্যালকনি আছে, তৎসহ ভবনের নিম্নস্থিত জমির অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত, কেএমসি প্রেমিসেস নং ১৭১, বিবেকানন্দ পার্ক, কলকাতা-৭০০০৮৪, তৎসহ যৌথ সুযোগ-সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার, কেএমসি প্রেমিসেস নং ১৭১, বিবেকানন্দ পার্ক, ওয়ার্ড নং ১১১, মৌজা- কামডহরি, পোঃঅঃ- বাঁশদ্রোনী, থানা- বাঁশদ্রোনী (পূর্বতন রিজেন্ট পার্ক), জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৮৪। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিসেস মায়া ভট্টাচার্য এবং মিঃ সজল ভট্টাচার্য। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- দাগ নং ২০৩ অধীন সম্পত্তি; দক্ষিণ- দাগ নং ২০৩ অধীন সম্পত্তি; পূর্ব- দাগ নং ২০২ অধীন সম্পত্তি; পশ্চিম- কলকাতা পুরনিগমের ১২ ফুট চওড়া রাস্তা। **গ) মিসেস মায়া ভট্টাচার্য এবং মিঃ সজল ভট্টাচার্য** **ঘ) UBINKOLARB6665**	ক) ₹৩৬,০০,০০০.০০ খ) ₹৩,৬০,০০০.০০	১০ মিনিটের সম্প্রসারণে ডাক বাড়ানোর মূল্য: ₹৩৬,০০০.০০	₹৪৫,১৮,১১১.৯৩ ০১.০৮.২০১৮ অনুযায়ী + পরবর্তীতে উদ্ভূত ও বকেয়া সুদ, মাশুল ও খরচ	ক) অনুমোদিত আধিকারিকের জানা নেই খ) প্রতীকী দখল
৮	**ক) মিসেস শ্বেতা সুকুল** খ) সম্পত্তি: দ্বিতীয় তলের আবাসিক ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং ১এ, বিল্ট আপ এলাকা ৮০০.০০ বর্গফুট (সামান্য কমবেশি), 'গ্রিন ভ্যালি', গেট নং ৪, নতুন প্রেমিসেস নং ৮/৭৩, হোল্ডিং নং আরজিএম/২৪/৪৪৪, ইস্ট মল রোড, মণ্ডলগাঁঠি, থানা- এয়ারপোর্ট, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৮০, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী শ্বেতা সুকুল। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- প্লট নং সি৩; দক্ষিণ- প্লট নং সি১; পূর্ব- রঘুনাথপুর মৌজার জমি; পশ্চিম- ১৬ ফুট চওড়া যৌথ পরিসর। **গ) মিসেস শ্বেতা সুকুল** **ঘ) UBINKOLARB2992**	ক) ₹১৮,০০,০০০.০০ খ) ₹১,৮০,০০০.০০	১০ মিনিটের সম্প্রসারণে ডাক বাড়ানোর মূল্য: ₹১৮,০০০.০০	₹২২,৯১,৯৪১.০০ ১৫.০৫.২০১৬ অনুযায়ী + পরবর্তীতে উদ্ভূত ও বকেয়া সুদ, মাশুল ও খরচ	ক) অনুমোদিত আধিকারিকের জানা নেই খ) প্রতীকী দখল
৯	**ক) মেসার্স যমুনা দাস বিহানী** **প্রয়াত কমল কুমার বিহানী (ঋণগ্রহীতা) ও প্রয়াত লক্ষ্মী কুমার বিহানী (জামিনদার)-এর এস্টেটের প্রতি, যার প্রতিনিধিত্ব করছেন:** **(১) মিসেস মঞ্জুলা বিহানী**, স্বামী- প্রয়াত কমল কুমার বিহানী, ২৭এ, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, ব্যানিয়ান ট্রি রেসিডেন্সি, ব্লক-২, কাদাপাড়া, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা-৭০০০৫৪ **(২) মিস দিব্যদর্শিনী বিহানী,** পিতা- প্রয়াত কমল কুমার বিহানী, ফ্ল্যাট নং ৩এ, চতুর্থ তল (৩ নং ফ্লোর), মুর ম্যানসন, ২৭এ, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, ব্যানিয়ান ট্রি রেসিডেন্সি, ব্লক-২, কাদাপাড়া, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা-৭০০০৫৪ **(৩) মিসেস নবিতা বিহানী,** স্বামী- প্রয়াত লক্ষ্মী কুমার বিহানী, ব্লক-৪, ফ্ল্যাট নং ৪আই, ১ নং জুবিলি পার্ক, কলকাতা-৭০০০৩৩ **খ) সম্পত্তি:** প্রেমিসেস নং ৬১/২৩, মুর অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৪০ ঠিকানাস্থিত 'মুর ম্যানসন' নামক জি+৫ তলবিশিষ্ট বহুতল ভবনের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত উক্ত ভবনের চতুর্থ তলে (৩ নং ফ্লোর) সামান্য কমবেশি ১৯৮৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নং ৩এ-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, তৎসহ উক্ত ভবনের প্রথম তলে (গ্রাউন্ড ফ্লোর) একটি আচ্ছাদিত গাড়ি রাখার জায়গা ও একটি পরিচারকের কোয়ার্টার, যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ৪২, তৌজি নং ১৫১, প্লট নং ১৭এ, মুর অ্যাভিনিউ, গোকুল কুঞ্জ, অংশ বিশেষে সি এস দাগ নং ২৮৭, ২৮৪, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, মৌজা- শিবপুর, কলকাতা পুরনিগমের এলাকাধীন, টালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০৪০, সম্পত্তির মালিকানা যৌথরূপে মিঃ লক্ষ্মী কুমার বিহানী ও মিঃ কমল কুমার বিহানী-এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ৩৫ ফুট চওড়া মুর অ্যাভিনিউ (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরণি); দক্ষিণ- প্রেমিসেস নং ৬১/৩, মুর অ্যাভিনিউ; পূর্ব- ৩৫ ফুট চওড়া মুর অ্যাভিনিউ (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরণি); পশ্চিম- প্রেমিসেস নং ৬১/৩, মুর অ্যাভিনিউ। **গ) মিঃ লক্ষ্মী কুমার বিহানী এবং মিঃ কমল কুমার বিহানী** **ঘ) UBINKOLARB7531**	ক) ₹৯৮,০০,০০০.০০ খ) ₹৯,৮০,০০০.০০	১০ মিনিটের সম্প্রসারণে ডাক বাড়ানোর মূল্য: ₹৯৮,০০০.০০	₹৭০,৬৮,৮৮৮.৩৫ ১৩.০৫.২০২৪ অনুযায়ী + পরবর্তীতে উদ্ভূত ও বকেয়া সুদ, মাশুল ও খরচ	ক) ডিআরটি-I, কলকাতা সমীপে এসএ নং ৪২২/২০২৪ মীমাংসাধীন খ) প্রতীকী দখল
১০	**ক) মেসার্স আরকেজি এন্টারপ্রাইজেস** **খ) সম্পত্তি:** প্রায় ২৪০০ বর্গফুট মাপের উপরিস্থিত কাঠামো সমেত সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ৮ ছটাক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা- সুলতানপুর, থানা- দমদম, জে এল নং ১০, রে সা নং ১৪৮, তৌজি নং ১৭৩, আর এস খতিয়ান নং ১২০২, আর এস দাগ নং ২৮৯/৭২৯, প্রেমিসেস নং ১০, নলতা মহাজাতি রোড (নলতা বাই লেন), দমদম পুরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, কলকাতা- ৭০০০২৮, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা (দলিল নং ১৮৫৮/১৮, ডি = ৫ ও ৬), **সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী মিঃ পারিজাত পোদ্দার ও মিসেস সনদা পোদ্দার।** **গ) যৌথরূপে মিঃ পারিজাত পোদ্দার ও মিসেস সনদা পোদ্দার** **ঘ) UBINKOLARB6744A**	ক) ₹৬০,০০,০০০.০০ খ) ₹৬,০০,০০০.০০	**১০ মিনিটের সম্প্রসারণে ডাক বাড়ানোর মূল্য:** ₹৬০,০০০.০০	₹২,৯০,৭৮,৩০৪.০৪ ২৯.০৭.২০২১ অনুযায়ী + পরবর্তীতে উদ্ভূত ও বকেয়া সুদ, মাশুল ও খরচ	ক) অনুমোদিত আধিকারিকের জানা নেই খ) প্রতীকী দখল
১১	**ক) মেসার্স আরকেজি এন্টারপ্রাইজেস** **খ) সম্পত্তি:** উপরিস্থিত কাঠামো-সহ একটি ভূসম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার সি এস দাগ নং ৩৭৮, মৌজা- দিগলা, হোল্ডিং নং ১৭৪, পি কে গুহ লেন, থানা- দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা (দলিল নং ১৭৮৯/৯৬, ডি = ৪), **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ নির্মল কুমার ঘোষ।**	ক) ₹২৭,০০,০০০.০০ খ) ₹২,৭০,০০০.০০	১০ মিনিটের সম্প্রসারণে ডাক বাড়ানোর মূল্য: ₹২৭,০০০.০০	₹২,৯০,৭৮,৩০৪.০৪ ২৯.০৭.২০২১ অনুযায়ী + পরবর্তীতে উদ্ভূত ও বকেয়া সুদ, মাশুল ও খরচ	ক) অনুমোদিত আধিকারিকের জানা নেই খ) প্রতীকী দখল

কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে অনুগ্রহপূর্বক এখানে যোগাযোগ করবেন: অনুমোদিত আধিকারিক এএফএম নাজমুল হক (এজিএম), মোবাইল: ৮৩৬৯৬৫৪৭৩০, ৯৩৯৮৩২০৬৫৫

*** সরকারি নিয়ম অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য হবে।**
*** সরকারি নিয়ম অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য হবে।**

বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে, অনুগ্রহপূর্বক ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ই-নিলাম ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.unionbankofindia.co.in এবং BAANKNET** ই-কমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **https://baanknet.com** দেখুন। বিডার হিসেবে নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য অনুগ্রহপূর্বক **BAANKNET ই-কমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ, support.BAANKNET@psballiance.com** দেখুন। এই পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য সকল বিডারকে বাধ্যতামূলকভাবে কেওয়াইসি বিধি মান্য করতে হবে।
যে কোনও ধরনের প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজনে অনুগ্রহপূর্বক **BAANKNET হেল্পডেস্ক নম্বর ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে ফোন বা support.baanknet@psballiance.com** আইডি-তে ই-মেল পাঠান করুন; অপারেশন/ রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস জানতে **https://baanknet.com** এবং ফিনান্স/ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে **https://baanknet.com** দেখুন। **BAANKNET পোর্টাল** সম্পর্কিত সমস্যায় **হেল্পলাইন নম্বর হল '৮২৯১২২০২২০'।**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর নিয়ম ৬(২) ও ৮(৬)/৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ওপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় আয়োজনে উপরিলিখিত ঋণ সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এর প্রতি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর নিয়ম ৬(২) ও ৮(৬)/৯(১) অধীনে এটি একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবেও গণ্য করা যেতে পারে।

ই-নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি নিম্নরূপ:

১. এই বিক্রি **'অনলাইন'** উপায়ে **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'যেমন আছে'** ভিত্তিতে আয়োজিত হবে।
২. ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণাপত্র (ডিক্লারেশন), অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি এই ওয়েবসাইটগুলিতে দেওয়া আছে: (ক) **https://www.unionbankofindia.co.in/auctionproperty/view-auction-property.aspx এবং www.unionbankofindia.co.in, (খ) https://baanknet.com। বিডাররা https://baanknet.com** ওয়েবসাইটটিও দেখতে পারেন যেখানে বিডারদের জন্য শিক্ষামূলক ভিডিও সমেত 'নির্দেশিকা' (গাইডলাইনস) দেওয়া আছে। নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি যথেষ্ট সময় থাকতেই বিডারদের সম্পূর্ণ করে রাখতে হবে:
ধাপ ১: বিডার/ক্রেতা রেজিস্ট্রেশন: নিজের মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডি ব্যবহার করে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে (লিঙ্ক ওপরে দেওয়া হয়েছে) বিডারদের নিবন্ধন করিয়ে নিতে হবে।
ধাপ ২: কেওয়াইসি যাচাই: বিডারদের দরকারি নথিগুলি আপলোড করতে হবে। (প্রয়োজনীয় সবগুলি কেওয়াইসি নথি প্রাপ্তির পর ৩ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সক্রিয় হবে)। ই-নিলাম সম্পন্ন হওয়ার পরে বিডারের তরফে জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথিগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের হাতে তুলে দেওয়া হবে।
ধাপ ৩: বিডারের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থাঙ্ক স্থানান্তর: ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম থেকে জেনারেট হওয়া চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ট্রান্সফারের মাধ্যমে অনলাইন/অফলাইন পদ্ধতিতে তহবিল স্থানান্তর করতে হবে। ই-নিলামে অংশ নেওয়ার আগে বিডারের ওয়ালেটে ইএমডি অর্থাঙ্ক উপলব্ধ থাকতে হবে যাতে নিলামের পরবর্তী পর্যায়ে অংশ নেওয়ার জন্য ইএমডি অর্থাঙ্ক পূরণ হয়।
ধাপ ৪: নিলাম চলার মেয়াদে অংশ নেওয়ার জন্য উপরিলিখিত **BAANKNET পোর্টালে** লগ অন করতে হবে।
৩. অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারে, ওপরে লেখা সম্পত্তিগুলির কোনওটির ওপর কোনও প্রকার দায় বিদ্যমান নেই। অবশ্য, নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে সম্ভাব্য আগ্রহী বিডারদের নিজেদেরই নিলামে তোলা সম্পত্তি/গুলির দায়, স্বত্ব এবং সম্পত্তি/গুলিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে খোঁজখবর করে সন্তুষ্ট হয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তিটি এই ব্যাঙ্কের তরফে কোনও প্রকার দায়বদ্ধতা বা প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না বা করে বলে ধরেও নেওয়া যাবে না। সম্পত্তি/গুলি এই ব্যাঙ্কের জানা বা অজানা যাবতীয় বিদ্যমান ও ভবিষ্যতের দায় সমেত বিক্রয় করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক বা সুরক্ষিত ঋণদাতা ওপরে লেখা সম্পত্তি/গুলির ক্ষেত্রে কোনও প্রকার তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৪. অনলাইন ই-নিলামের তারিখ ও সময়: **২৫.০৪.২০২৫, দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা।**
৫. ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ ও সময়: **নিলাম বন্ধের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বিড জমার আগে যে কোনও সময়ে ইএমডি জমা দেওয়া এবং প্রপার্টি আইডি-র সঙ্গে সংযুক্তিকরণ/ ম্যাপিংয়ের কাজ করা যাবে। প্রযুক্তিগত সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই ইএমডি জমা দেওয়া এবং প্রপার্টি আইডি-র সঙ্গে সংযুক্তিকরণ/ ম্যাপিংয়ের কাজ সেরে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**
৬. সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: **২৪.০৪.২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।**
৭. কেবলমাত্র অনলাইন পদ্ধতিতেই বিড জমা দেওয়া যাবে।
৮. ই-নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য বিডারের ই-ওয়ালেটে বিডমূল্য উপলব্ধ থাকতে হবে। কোন সম্পত্তির জন্য ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা দেওয়া হচ্ছে, বিডারকে তা নির্দিষ্টরূপে উল্লেখের প্রয়োজন নেই।
৯. নিজেদের বিড জমার আগে সম্পত্তি পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডারদের ওপরই বর্তাবে। অর্থাঙ্ক ফেরতের প্রক্রিয়া প্রসেস করতে **BAANKNET**-এর ৩ দিন সময় লাগবে।
১০. বায়না অর্থাঙ্ক (ইএমডি) এর ওপর কোনও সুদ পাওয়া যাবে না। সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় নিষ্পত্তি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ, নিলামের দিনেই অথবা পরবর্তী কর্মদিবসের মধ্যে সফল বিডারকে সফল বিড অর্থাঙ্কের (ক্রয়মূল্য) ২৫% অর্থাঙ্ক [সফল বিডারের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যে প্রদত্ত সংরক্ষণ মূল্যের ১০% হারে ইএমডি হিসেবে] জমা দিতে হবে এবং সফল বিড অর্থাঙ্কের বাকি ৭৫% জমা দিতে হবে ই-নিলাম বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। এই নিলাম বিক্রি ব্যাঙ্কের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।
১১. বিক্রয়মূল্য বাবদ প্রাপ্ত অর্থাঙ্ক **₹৫০,০০,০০০.০০** (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) অপেক্ষা বেশি হলে আয়কর আইন, ১৯৬১-এর ১৯৪-১এ ধারাধীনে ১.০০% হারে টিডিএস (উৎসমূলে কাটা কর) প্রযোজ্য হবে। সফল বিডার/ক্রেতা বিক্রয়মূল্য থেকে এই টিডিএস অর্থাঙ্ক বাদ দিয়ে তা আয়কর দপ্তরে ফর্ম নং ১৬-বি সমেত জমা দেবেন এবং এতে বিক্রেতা হিসেবে এই ব্যাঙ্কের নাম এবং প্যান নম্বর AACU0564G উল্লেখ থাকতে হবে এবং টিডিএস সার্টিফিকেটের প্রকৃত রসিদ এই ব্যাঙ্কে পেশ করবেন। [কৃষিজমি বাদে অন্য স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য]।
১২. সফল বিডার এরূপে অর্থাঙ্ক প্রদানে ব্যর্থ হলে তাঁর তরফে ইতিমধ্যে জমাকৃত সমুদায় অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তিটি পুনরায় নিলাম করা হবে এবং উক্ত সম্পত্তি বা উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে প্রাপ্ত অর্থাঙ্কের ওপর খেলাপকারী ক্রেতার কোনও দাবি/অধিকার থাকবে না।
১৩. প্রযোজ্যমতো স্ট্যাম্প ডিউটি/ রেজিস্ট্রেশন ফি/ নিলাম মূল্যের ওপর টিডিএস/ অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি এবং অন্য কারও কাছে সম্পত্তি সম্পর্কিত বিধিবদ্ধ/অবিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, অ্যাসেসমেন্ট চার্জ ইত্যাদিও সফল ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১৪. কোনও কারণ না দেখিয়ে ই-নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা/ বাতিল করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। বিক্রির নির্ধারিত তারিখের ১৫ দিন আগে এই ই-নিলাম বিক্রি প্রক্রিয়াটি কোনওভাবে নির্ধারিত তারিখের বদলে আরও পিছিয়ে গেলে সেই সংক্রান্ত তথ্য/খবর পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সকল সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, অবশ্য মান্য এবং প্রশ্নাতীত হবে।
১৫. পুরো ক্রয়মূল্য/বিড অর্থাঙ্ক জমা পড়ার পর এবং যাবতীয় কর/চার্জ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচাপাতি বুঝে পাওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারের নামে অনুমোদিত আধিকারিক বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং অন্য কোনও নামে তা জারি করা হবে না।
১৬. হস্তান্তর, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের মতো যাবতীয় আইনি খরচাপাতি নিলামে সম্পত্তির ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১৭. এই বিক্রি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-তে নির্ধারিত বিধি/শর্তাবলি সাপেক্ষ হবে। বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত বিশদ তথ্য/প্রশ্নের ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে ওপরে দেওয়া যোগাযোগের নম্বরগুলির মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে।
১৮. বিড জমা দেওয়া সকল বিডার ই-নিলাম বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি পড়েছেন, বুঝেছেন এবং মেনে চলতে আগ্রহী হিসেবে ধরা হবে।

বিশেষ নির্দেশাবলি/সতর্কবার্তা

বিডারদের নিজেদের স্বার্থেই একেবারে শেষ মুহূর্তে বিড জমা না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কিংবা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কেউই কোনও প্রকার ভুলচুক/ ব্যর্থতার (ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া/ বিদ্যুৎ সংযোগ চলে যাওয়া ইত্যাদি) দায় নেবেন না। এই ধরনের আপৎকালীন পরিস্থিতি এড়াতে বিডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের উদ্যোগেই যাবতীয় ব্যবস্থা/ পরিবর্ত উপায় (যেমন- বিদ্যুৎ সরবরাহের বিকল্প ব্যবস্থা ইত্যাদি)-এর বন্দোবস্ত করে রাখেন এবং সফল ও নিরবচ্ছিন্নভাবে এই নিলামে অংশ নিতে পারেন।

তারিখ: ০৩.০৪.২০২৫ / স্থান: কলকাতা — **অনুমোদিত আধিকারিক / ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

হারানো/প্রাপ্তি

• এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা হচ্ছে যে, আমার মক্কেল বেলা দেবী সাহু, স্বামী মহেন্দ্র সাহু, সাং ১৭৫, রাজডাঙ্গা মেইন রোড, থানা কসবা, কোলকাতা- ৭০০০৪২ এর বাসিন্দা। আমার মক্কেলের খরিদাকৃত এডিএসআর আলিপুর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৫২৮২/১৯৯০নং দলিলটি তাহার বাসভবন থেকে হারিয়ে যায়। উক্ত দলিলটি কেহ পাইলে ৯৮৩৮০১৫০০১ এই নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

**KARTICK HALDER (Advocate)
Alipore Police Court
Kolkata-700027
F-1721/2011**

• এতদ্বারা সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী শম্ভু সাহানী, পিতা শ্রী আসরফী সাহানী ও শ্রীমতি মীরা সাহানী, স্বামী শ্রী শম্ভু সাহানী উভয়ের সাং-দক্ষিণ সাঁকরাইল মিল লেন, পোস্ট-সাঁকরাইল, থানা-সাঁকরাইল জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১৩১৩, গত ইংরাজী ১৬ই ডিসেম্বর ২০২৪ সালে ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রী অফিস হাওড়া ডি.এস.আর (D.S.R) অফিসে ০১ নং বহির, ০৫০১-নং ভল্যুয়ামের ২১৩৯৯৫ পাতা হইতে ২১৩৯৩২ পাতা, ০৫০১০৭০১৫ নং 'সাফ বিক্রয় কোবালা' দলিল মূলে শ্রী নিবেদন পাল, পিতা-প্রয়াত প্রমোদরঞ্জন পাল, সাং-রাধাদাসী পোস্ট-রাধাদাসী, থানা-সাঁকরাইল, জেলা হাওড়া, পিন-৭১১৩১৭, ওনার নিকট হইতে থানা সাঁকরাইলের অন্তর্গত মৌজা-চক রাধাদাসী গ্রামে, জে.এল. নং-৩৬, হাল (এল.আর)-৪৭/১ নং খতিয়ানে সাবেক ও হাল-১৬ নং দাগে ১৫ শতক শালি সম্পত্তি মালিক অবস্থায় গত ইংরেজী ০৯/১১/২০২২ তারিখে এ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রী অফিস রানীহাটী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০১ নং বহির, ০৫০৩নং ভল্যুয়ামের, পাতা ১৪৩১৫৬ হইতে ১৪৩১৬৭ পাতা, ০৫০৩০৫৬৬৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রী দীপু সাঁতরা, পিতা-প্রয়াত হারু সাঁতরা, সাং-রাজগঞ্জ, পোস্ট-বানীপুর, থানা-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১৩০৪ এর নিবাসী ওনাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। আমার মক্কেল শ্রী শম্ভু সাহানী ও শ্রীমতি মীরা সাহানী ০২ কাঠা ০৪ ছটাক ১০ বর্গফুট শালী সম্পত্তি আমমোক্তা শ্রী দীপু সাঁতরার কাছ হইতে রেজিস্ট্রী করিয়াছেন। বর্তমানে বি.এল. এণ্ড এল.আর.ও সাঁকরাইল অফিসে উক্ত সম্পত্তির মিউটেশনের জন্য আবেদন করা হইয়াছে। এ বিষয়ে যদি কাহারো কোনো অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০১ মাসের মধ্যে সাঁকরাইল বি.এল. এণ্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

**NARAYAN CH. PAL
ADVOCATE, JUDGE'S COURT, HOWRAH
En. No-F580/573/90**

• আমার মক্কেল শ্রী অলোকবরন দাস, পিতা-৺শীতল চন্দ্র দাস, সাং-কোদালিয়া নিবাসী 1988 সালে কোদালিয়া মৌজায় 1678/88 দলিল দ্বারা ২ কাঠা 13 ছটাক জমি খরিদ করেন, উক্ত জমির Power Holder এর নাম চিত্তরঞ্জন ভৌমিক, পিতা-অতুল চন্দ্র ভৌমিক, উক্ত Power দলিল এর কোনরূপ দলিল নং নাই। উক্ত জমির বিষয়ে কোনরূপ বক্তব্য থাকিলে যাহার L/R Dag No.-2127, L/R Khatian-1882, Mutation No. 13271/25 30 দিনের মধ্যে B.L.R. office-এ যোগাযোগ করুন। **বিনীত Sumanta Bandhyapadhya Advocate, 2/4/25**

• আমার মক্কেল নন্দিতা দাস মণ্ডল 3 শতক জমি ক্রয় করেন, দাতা অম্লান সিংহ, বর্ষা সিংহ, আমমোক্তার মৈত্রী সিংহরায়, পাওয়ার 6012, 331, ADSR আলিপুর 1 মৌজা কালিকাপুর দাগ 607 খতিয়ান 1731 1738 বর্তমানে মিউটেশনের আবেদন করেছেন, কারোর আপত্তি থাকলে সোনারপুর BLRO অফিসে যোগাযোগ করুন। **A R Naskar (Adv.) Calcutta High Court Kol-700001**

নাম/পদবি পরিবর্তন

• I SRI JITNARAYAN MANDAL S/o Sujan Kumar Mandal, residing at Bijoynagar, Barasat, North 24 Parganas, West Bengal, Pin-700124, have changed my name and shall henceforth be known as JIT NARANAY MANDAL as declared before the Notary Punlic Barasat Court, North 24 Parganas, West Bengal vide affidavit No. 2647, Dated on the 26th Day of March 2025, JITNARAYAN MANDAL and JIT NARAYAN MANDAL are both and same and identical person.

• আমি শ্রী শিসাদ্রী সরকার, আমার কন্যার জন্মসার্টিফিকেটে ভুলবশত Sharanya Sarkar রেকর্ড আছে এবং উক্ত নামের পরিবর্তে সঠিক নাম হবে Shreyanshi Sarkar। গত ১৯.০২.২০২৫ তারিখে ব্যারাকপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করা হইল, উভয়ে একই ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

• জেলা হুগলী মোকাম চুঁচুড়া ডিস্ট্রিক্ট আদালত, মিস কেস নং-১১৭/২০২৩
দরখাস্তকারী:
শ্রী শ্রী সরস্বতী দেবী ট্রাস্ট, সাং-সৈঁতা, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১০ এর পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী-সমরেশ সিংহ রায়, সাং-সৈঁতা, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১০।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী হুজুরাদালতে উপরোক্ত মিস কেস-১১৭/২০২৩, তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের অনুমতি প্রাপ্তির জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিস প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং অথবা উকিলবাবু দ্বারা আদালতে হাজির হইবেন অন্যথা একতরফা বিচার হইয়া যাইবে।

তপশীল

(এ) তপশীল সম্পত্তি

জেলা হুগলি, থানা তারকেশ্বর, মৌজা সৈঁতা, জে.এল. নং-২৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৪৫৬, আর.এস. দাগ নং-৫৬৯, এল.আর. দাগ নং ৬৫০, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৫৫, ২২ শতক শুনা সম্পত্তি। যাহার চৌহদ্দী: উত্তরদিকে: এল.আর. দাগ নং ৬৩৩, দক্ষিণ দিকে: এল.আর. দাগ নং ৬৫৩, পূর্ব দিকে: এল.আর. দাগ নং ৬৪৯ ও ৬৪৮, পশ্চিম দিকে: এল.আর. দাগ নং ৬৫২ ও ৬৫১।

(বি) তপশীল সম্পত্তি

জেলা হুগলি, থানা তারকেশ্বর, মৌজা সৈঁতা, জে.এল. নং- ২৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৪৫৬, আর.এস. দাগ নং-৫৭২, এল.আর. দাগ নং ৬৫৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৫৫, ১১ শতক শুনা সম্পত্তি।
ইহার চৌহদ্দী: উত্তর দিকে: এল.আর. দাগ নং ৬৫০, দক্ষিণ দিকে: এল.আর. দাগ নং ৬৬১, পূর্ব দিকে: এল.আর. দাগ নং ৬৪৯ ও ৬৫৪, পশ্চিম দিকে: এল.আর. দাগ নং ৬৫২।

(সি) তপশীল সম্পত্তি

জেলা হুগলি, থানা তারকেশ্বর, মৌজা সৈঁতা, জে.এল. নং-২৫, আর.এস. খতিয়ান নং- ১৮৩, আর.এস. দাগ নং-৫৭১, এল.আর. দাগ নং- ৬৫২, এল.আর. খতিয়ান নং- ৪৫৫, ১৪ শতক শুনা সম্পত্তি।
চৌহদ্দি: উত্তর দিকে: এল.আর. দাগ নং ৬৫১, দক্ষিণ দিকে: এল.আর. দাগ নং ৬৬২ ও ৬৬১, পূর্ব দিকে: এল.আর. দাগ নং ৬৫৩ ও ৬৫০, পশ্চিম দিকে: এল.আর. দাগ নং ৬৩১ দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিলবাবু **স্বাঃ/- শ্রীচরণ সিং, সেরেস্তাদার, চুঁচুড়া ডিস্ট্রিক্ট আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী**

• এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল (১) পিংকি সরকার, স্বামী- অজয় কুমার সরকার ওরফে অজয় সরকার, (২) শুভজিৎ সরকার, পিতা- অজয় কুমার সরকার ওরফে অজয় সরকার, সাং- নবপল্লী, মানিকপুর, পোঃ- ইটালগাছা, থানা- দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কোল-৭৯, পশ্চিমবঙ্গ, মৌজা- সুলতানপুর, জে এল নং-১০, থানা- দমদম, আর এস নং-১৪৮, তৌজি নং-১৭৩, আর এস এবং এল আর দাগ নং-২৩২৯, আর. এস খতিয়ান নং-৪৩৯, জমির পরিমাণ- (১১ ছটাক ৩৩ বর্গফুট)। এ.ডি.এস.আর কাশীপুর, দমদম-এ নিবন্ধিত, দলিল নং-I-03937, তাং- ০৮.০৪.২০১৩। এর অধীনে চেইন ডিড পাওয়ার হোল্ডার মীরা রাণী পোদ্দার, স্বামী- ৺যুগল কিশোর পোদ্দার, সাং- নবপল্লী, মানিকপুর, পোঃ- ইটালগাছা, থানা- দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কোল-৭৯। চেইন ডিড নং-৮৮/৪, তাং- ১০.০৪.২০০২, এ.ডি.এস.আর কাশীপুরের অন্তর্গত। বিক্রেতা- (১) সুব্রত পোদ্দার, পিতা- ৺যুগল কিশোর পোদ্দার (২) সুজাতা দাস (পোদ্দার), পিতা- ৺যুগল কিশোর পোদ্দার (৩) সুতপা সাহা (পোদ্দার), পিতা- ৺যুগল কিশোর পোদ্দার।
এক্ষণে আমার মক্কেল (B.L. & L.R.O BKP-II)-এ নাম পত্তন করতে চান। এই বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অবহিত করতে হবে। **Shambhu Nath Gupta (Advocate). Barrackpore Sub-Divisional Court., Mobile: 8820703675.**

**IN THE COURT OF LD. 2ND ADDITIONAL CIVIL JUDGE (JR. DIVN.), ALIPORE
TITLE SUIT NO. 583 OF 2024**

RIYA NAG, Wife of Bimalendu Jana Daughter of Samar Nag residing at 8, Gangapuri, P.O.-Purba Putiary, P.S.-Regent Park, District-South 24 Parganas, Kolkata, Pin-700093 **....Plaintiff**

-vs-

1. UDAY SANKAR SAHA, Son of Late Uttam Kumar Saha residing at 8, Gangapuri, P.O.-Purba Putiary, P.S. Regent Park, District South 24 Parganas, Kolkata, Pin-700093
2. LALLU RAM GUPTA, Son of Late Ram Swaroop Gupta both are residing at 8, Gangapuri, P.O.-Purba Putiary, P.S.- Regent Park, District- South 24 Parganas, Kolkata, Pin-700093 **....Defendants**

It is hereby notified that the plaintiff has initiated above mentioned case against the defendants. If the defendant no.1 is willing to contest the case, then he may appear in the said case, in person or through any authorized agent, within 30 days from the date of publication of this notice, otherwise the suit shall proceed Ex-parte against the said defendant no. 1.

SCHEDULE-A

ALL THAT PIECE AND PARCEL of 3 katha bastu land together with G+3 storied building situated at premises no. 8, Gangapuri, Mouza- Purba Putiary, P.S. -Regent Park, District - South 24 Parganas, Kolkata, Pin-700093.

SCHEDULE B

ALL THAT PIECE AND PARCEL of one self contained flat one big room, one medium room, four small rooms, two separate bathroom and privy with big terrace and one small terrace, on the Third Floor, together with all other easement rights attached thereto situated at 8, Gangapuri, Mouza- Purba Putiary, P.S.- Regent Park, District - South 24 Parganas, Kolkata, Pin-700093.

**By Order
Soma Saha Barua, Serestadar
Munsif 2nd Addl. Court, Alipore**

বিজ্ঞপ্তি

• আমার মক্কেল সীমা মন্ডল, স্বামী-লক্ষণ মন্ডল, দলিল নং -I-1616 দলিলে 6/2/2025 সালে DSR-II আলিপুর রেজিস্ট্রী অফিস হইতে খরিদ করেন ও পাওয়ার নং -I-527, তাং 24-12-2024 তারিখে সোনারপুর রেজিস্ট্রী অফিস হইতে ভারতী বৈদ্য ও সৌভিক বৈদ্য উভয়ের গার্জেন-সরোজ কুমার বৈদ্য এর কাছে থেকে আমমোক্তার পায় লক্ষণ মন্ডল, মৌজা-নারায়ণীতলা, J.L.-1, দাগ- 405, খতিয়ান-1701, পরিমাণ -5 শঃ জমি নামপত্তনের জন্যে আবেদন করেছেন, কেস নং-MN/2025/1611/3712.
কারোর আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে জয়নগর-১, BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন।

RAJ DEY, Advocate

• অনিমা দাস, ঝর্ণা দাস ও মিহির কুমার দাস পক্ষে বিগত ২৫/০৪/১৯৯৭ তারিখে ADSR বারাসাত অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৫৮ নং আমমোক্তারনামাবলে এবং মনোজ কুমার দাস ও চম্পা দে পক্ষে বিগত ৩/৭/১৯৯৭ তারিখে ADSR বারাসাত অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৫৪ নং আমমোক্তারনামাবলে নিযুক্তিয় আমমোক্তার সজল রায়, পিতা-চুনিলাল রায় মহাশয়ের নিকট হইতে ০৮/০৯/২০১৬ তারিখে বারাসাত, ADSR অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৬৫০ নং কোবালা দলিলমূলে আমার মক্কেল সুকুমার ভট্টাচার্য, পিতা-সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় জেএল নং-৭৯, মৌজা-বারাসাত গ্রামে আর.এস. ২৯১ নং খতিয়ানভুক্ত, আর.এস. ৮৬০ নং দাগে ০২ কাঠা জমি খরিদ করেন।
এক্ষণে আমার মক্কেল বারাসাত-১ BLRO অফিসে নামপত্তনের প্রার্থী হইয়াছেন, ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবেক।

**রাজু বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট
বারাসাত কোর্ট।**

• এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল বিধান চন্দ্র তালুকদার (মোঃ নং-7679883931), পিতা ৺কৃষ্ণ বিহারি তালুকদার, সাং ৩২, মোতিলাল গুপ্ত রোড, পোঃ-বড়িশা, থানা-পূর্বে ঠাকুরপুকুর, হাল-হরিদেবপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তাহার ২০১৯ সালের বন্টননামা দলিল যাহার নম্বর ১৩৪৫২, সখের বাজার, মোতিলাল রোডের একটি জেরক্সের দোকান থেকে খোয়া যায় এবং তাহার জন্য আমার মক্কেল হরিদেবপুর থানায় ডায়েরি করে, যাহার নম্বর G.D.E.-২২৬৪, তাং ২৫/০৩/২৫, যদি কেহ উক্ত দলিলের কোনও অনুসন্ধান পায় তাহলে দয়া করিয়া আমার মক্কেলের সহিত যোগাযোগ করুন।

বৈশালী দাস, আইনজীবী

• It hereby informed to all concerned that my clients 1. Sri Ranajit Biswas, 2. Sri Dilip Biswas, both son of Late Debendra Biswas, residents of Vill. Payradanga (Baganpara), P.O. Mayurhat, P.S.-Hanskhali, Dist. Nadia, PIN-741502, West Bengal, purchased some properties under 30, Payradanga Mouza under Hanskhali Block, Dist. Nadia by dint of four sale deeds (Vide Sale Deed No. 2890/2009, 2891/2009, 1970/2013, 5123/2016). The said Sale Deeds were registered by the Sellers through their attorney Gobinda Chandra Adhikary (Vide Registered power of Attorney No.IV-3/2008 dated 08/02/2008 and IV-05/2009 dated 30/06/2009, both registered with the office of the A.D.S.R. Hanskhali, Dist. Nadia).
Objections with regard to the above mentioned matter, if any, may be submitted to the office of the B.L.& L.R.O., Hanskhali, Dist. Nadia, W.B. within one month from the date of publication of this notice.

**Sd/- Suman Ray, 24.03.2025
Advocate Ranaghat & Krishnagar, Judges Court
EN.No. F/347/261of 2001**

• To all concerned authority. My client is going to purchase Property situated at Mouza Deule, JL No 137, Dist. Purba Bardhaman, PS Memari, RS & LR Plot No 1995, LR Kh Nos. 58, 399 & 852. If any Person(s), Financial Institution, etc. have any objection may contact me with documents within 7 (Seven) days from this day, falling which no claim demand will be accepted at any time. Bibhas Ghosh,Advocate, Judges Court, Howrah, Mobile 9831153685

বিজ্ঞপ্তি

• জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা মোকাম আলিপুরের ১৫ নং অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
ম্যাট্রিমনিয়াল স্যুট নম্বর ২৪৯৯/২০২৩
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, পিতা ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
এএফ ৩৮/৭, ক্ষুদিরাম পল্লি, তালপুকুর রোড, সরশুনা, কলকাতা-৭০০০৬১, থানা-সরশুনা
... বাদী
শিল্পী সরকার, স্বামী- সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ২৬, পীরপুকুর রোড, সারদামণি পার্ক, পালপাড়া, কলকাতা-৭০০০৭০, থানা-রিজেন্ট পার্ক
... বিবাদী
এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, অত্র বাদী বিবাদীর বিরুদ্ধে অত্র আদালতে উপরোক্ত বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনয়ন করিয়াছেন। ইহাতে বিবাদীর কোন আপত্তি থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং বা নিযুক্ত উকিলবাবুর দ্বারা লিখিত আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় মামলা একতরফা শুনানী হইবে।

**আদেশানুসারে
T. Adhikary, সেরেস্তাদার, ১৫ নং অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা**

• জেলা দঃ ২৪ পরগনা মোকাম আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত ১ম সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিসন) আদালত, এ্যাক্ট ৩৯, কেস নং ১৪৯/২০২৪ (এল.এ)
মিস অনন্যা ঘোষাল, পিতা ৺কেশব চন্দ্র ঘোষাল, সাং- এল/এ ৫, সি.এন. রায় রোড, থানা-তিলজলা, কলকাতা-700039, বর্তমান-১৫৩/৪, পিকনিক গার্ডেন রোড, থানা-তিলজলা, কলকাতা-৭০০০৩৯, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
...... দরখাস্তকারিনী
এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ইমন কোঃ অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লিমিটেড, ৪ হো-চি-মিন সরণী, শুকন্তলা পার্ক, থানা-সরশুনা, কলকাতা-৬১ এর সদস্য চন্দনা ঘোষাল প্রযত্নে সি.ঘোষাল, সাং এল/এ ৫, সি.এন. রায় রোড, থানা-তিলজলা, কলকাতা-৭০০০৩৯ বর্তমানে মৃত, এর কন্যা অনন্যা ঘোষাল তাহার মাতার ত্যক্ত ইমন কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লিঃ এর ফ্ল্যাট নং এইচ এ-৪, যাহার কে.এম.সি. প্রেমিসেস নং ৪/এইচএ-আইএম/৪, হো-চি-মিন সরণী, থানা-সরশুনা, কলকাতা-৬১ এর সদস্যভুক্তির ১০০ টাকা মূল্যের ১টি শেয়ার এর লেটার অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাইবার জন্য উক্ত আদালতে আবেদন করিয়াছেন। উক্ত বিষয় সমন্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা লিখিতভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে দাখিল করিবেন। নতুবা মোকদ্দমাটি একতরফা শুনানী হইবে।

**অনুমত্যানুসারে
সুশান্ত সাহা, সেরেস্তাদার, ডিঃ ডেলিগেট আদালত, আলিপুর দঃ ২৪ পরগনা, 29.03.25**

• মোকাম হাওড়া জেলা জজ আদালত, মিস কেস নং ২২৬/২০২৪
শ্রীমতী নিবেদিতা মুখার্জ্জি
স্বামী ঈশ্বর তন্ময় মুখার্জ্জি,
জাতি হিন্দু, পেশা গৃহকার্য্য, সাকিম ৯ নং কালী ব্যানার্জ্জি লেন, থানা ও পোস্ট- হাওড়া, হাওড়া-৭১১১০১।
.... দরখাস্তকারী
এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী তাঁহার নাবালক পুত্র সন্তান শ্রীমান রাজদীপ মুখার্জ্জি তাহার ভরণপোষণ এবং ভবিষ্যৎ জীবনের নিমিত্তে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য উপরোক্ত আদালতে একখানি দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি অথবা দরখাস্তের প্রতি যদি কাহারও কোনরূপ অধিকার বা দাবি দাওয়া বা ওজর আপত্তি থাকে তাহা হইলে, অদ্য তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে হাজির হইয়া বক্তব্য পেশ করিতে পারেন, অন্যথায় দরখাস্তকারীর পক্ষে একতরফা হুকুম প্রদত্ত হইবে।

তপশীল:

জেলা-হাওড়া, পোস্ট ও থানা - শিবপুর, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪০ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত ৩৫২, নং জি.টি. রোড হোল্ডিং এর প্রথমতলে অবস্থিত শয়নকক্ষ, বৈঠকখানা, রন্ধনশালা ও শৌচালয় বিশিষ্ট মাপসুরত কমবেশি ২৪০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া এবং ৩৩৩৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি ব্যবহারযোগ্য ফ্ল্যাট, মায় উহার অবিভক্ত ১/৪ অংশ যথা অবিভক্ত ৬০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া এবং ৮৩৩.৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া।
অদ্য সন ২০২৫, তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে নোটিস দেওয়া হইল।

**আদেশানুসারে
Sampa Roy, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত**

বিজ্ঞপ্তি

• জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা। আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত আলিপুর প্রথম সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিসন) আদালত, এ্যাক্ট ৩৯, কেস নং ৩১৫/২০২৪ (এল. এ)
দিব্যারাহি বারিক
পিতা-৺পরিমল চন্দ্র বারিক, সাং-এ-৩/৪, পৌষালী সি. এইচ. এস লিমিটেড, ১ রাজা রামমোহন রায় রোড, থানা-বেহালা, কোলকাতা-৭০০০৪১। ... আবেদনকারী
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, পৌষালী কোঃ অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লিমিটেড, ১ রাজা রামমোহন রায় রোড, থানা-বেহালা, কোলকাতা-৭০০০৪১-এর সদস্য পরিমল চন্দ্র বারিক ও স্ত্রী রিক্তা বারিক, সাং-এ-৩/৪, ১, রাজা রামমোহন রায় রোড, থানা-বেহালা, কোলকাতা-৭০০০৪১ বর্ত্তমানে উভয়েই মৃত এর একমাত্র কন্যা-দিব্যারাহি বারিক তাহার পিতার ত্যক্ত পৌষালী কোঃ অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লিঃ-এর ফ্ল্যাট নং এইচ আই জি-এ-৩/৪, যাহার কে. এম. সি. প্রেমিসেস নং ৪৩৮/এইচ আই জি-এ ৩/৪, রাজা রামমোহন রায় রোড, থানা-বেহালা, কে এম সি Ward No 121, কোলকাতা-৭০০০৪১ এর সদস্যভুক্তর প্রতিটি ১০০ টাকার মূল্যের ২টি শেয়ার এর লেটার অফ এ্যাডমিনিস্ট্রেশান পাইবার জন্য উক্ত আদালতে আবেদন করিয়াছেন। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা লিখিতভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে দাখিল করিবেন, নতুবা মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানী হইবে।

**অনুমত্যানুসারে
সুশান্ত সাহা, সেরেস্তাদার, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। 27/3/25**

• জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট জজ, আলিপুর
এ্যাক্ট ৮-১০৮/২০২৩
দিপক বরকনদাজ, পিতা-রবীন্দ্র নাথ বরকনদাজ, ১৪৪ পাখিরালা, দক্ষিণপাড়া, পাখিরালা, গোসাবা, পিন-৭৪৩৩৭০, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ... আবেদনকারী

- ভার্সেস -

শুভ্রা মৃধা, স্বামী-দিপক বরকনদাজ, পিতা-সুভাষ চন্দ্র মৃধা, খড়্গপুর, আরামবাতি, নিকট পি. ফুড বাজার, পিন-৭২১ ৩০১ ... উত্তরদাতা
এতদ্বারা সবাইকে জানানো যাইতেছে যে, উপর উল্লিখিত আবেদনকারী উপরে উল্লিখিত মামলাটি আলিপুরের ডিস্ট্রিক্ট জজ এ ফাইল করেছেন, গার্জেন এন্ড ওয়ার্ডস এ্যাক্ট ১৮৯০ এর ১৭ এবং ২৫ নং ধারায় নাবালিকা কন্যা অনুশিখা বরকনদাজ-এর হেফাজতির জন্য যে থাকে খড়্গপুর, আরামবাতি, নিকট পি. ফুড বাজার, পিন-৭২১৩০১, যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে উপর উল্লিখিত মামলা নিয়ে, সে তার আপত্তি এটি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে ফাইল করতে পারেন, নচেৎ মামলাটি একতরফা শুনানি হবে।

**সেরেস্তাদার
সুশান্ত সাহা, ডিস্ট্রিক্ট জজ, আলিপুর
কলকাতা-৭০০০২৭ 13.09.24**

• আমার মক্কেল পিনাকী মিস্ত্রী,পিতা -কমল কৃষ্ণ মিস্ত্রি, ইং ১৯৯৯ সালে(সোনারপুর রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্টিকৃত)৮২৬৪ নং কোবালা দলিল মূলে ২৭৬/১৯৯৯ নং আমমোক্তার (কমল নস্কর) দলিল দ্বারা খরিদ করেন, মৌজা - গোড়খাড়া (২২), এল.আর ৭৬৯ নং দাগে, এল আর ৫৫ নং খতিয়ানের নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, উক্ত আবেদনে কারোর আপত্তি থাকলে সোনারপুর B.L &L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। **Prabir Kumar Roy. Alipore Criminal Court.**

• আমার মক্কেল গণ রুপা দাস মজুমদার,শতভিসা দাস মজুমদার ও দেওতমা দাস মজুমদার ,ইং ২০০৩ সালে (ADSR আলিপুর রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্টিকৃত) ৪৬৫২ নং কোবালা দলিল মূলে ২০৬/১৯৯৫ নং (ADSR III আলিপুর) আমমোক্তার দলিল দ্বারা খরিদ করেন, মৌজা - রাজাপুর (২৩) এল.আর ১০০২ নং দাগে, এল আর ৩৮ নং খতিয়ানের নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন,কেস নং MN/2024/1630/4743, 4745, 4742,উক্ত কেস গুলির কারোর আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে কোলকাতা B.L &L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। **Prabir Kumar Roy. Alipore Criminal Court.**

CHANGE OF NAME

I, Sri Prasad Kumar Ghosh s/o Lt. Sachindra Nath Ghosh, aged about 75 years, by faith - Hindu, By occupation – Retired, residing at CC-01/204, Peerless Nagar, Panihati, P.S.- Khardah, Dist.- 24 Pgs(N), do hereby declare that my name has been recorded in my Aadhaar Card no. 8659 2705 4799 as Prasad Kumar Ghosh s/o S N Ghosh, Voter Card No.BHR3209996 as Prasad Kumar Ghosh s/o Shachindra Nath Ghosh and PAN Card no. ADVPG4904B as Prasad Kumar Ghosh s/o Sachindra Nath Ghosh. That in my Deed of property, my name has been recorded as Prasad Ghosh s/o Lt. S N Ghosh inadvertently. That Prasad Kumar Ghosh s/o S N Ghosh, Prasad Kumar Ghosh s/o Shachindra Nath Ghosh, Prasad Kumar Ghosh s/o Sachindra Nath Ghosh and Prasad Ghosh s/o Lt. S N Ghosh are the names of same and one identical person i.e. myself.

বিজ্ঞপ্তি

আমোক্তারনামা

• এতদ্বারা সকালকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমতী ছবি রানী মন্ডল স্বামী- ৺জগদীশ চন্দ্র মন্ডল সাং-কানাগড় পো:- নলডাঙ্গা থানা- চুঁচুড়া জেলা- হুগলী পিন নং-৭১২১২৩, বিগত ইংরেজী ১১.৮.২০০০ তারিখে ৪নং বহির, ৩নং ভল্যুমে, ৯৪ হইতে ৯৬নং পৃষ্ঠায় ১২৭নং আমমোক্তার নামা নিযুক্ত করেন শ্রী রবীন্দ্রনাথ নিয়োগী পিতা-কৃষ্ণ চন্দ্র নিয়োগী সাং- গৌরহাটী চন্দননগর। হুগলী, উক্ত আমোক্তার বলে শ্রী রবীন্দ্রনাথ নিয়োগী পিতা কৃষ্ণ চন্দ্র নিয়োগী মহাশয় গত ইংরেজী ১২.৩.২০০৩ তারিখে হুগলি-এ. ডি.এস. আর.অফিসের মাধ্যমে, ১নং বহির ৫২নং ভালুমে ৯৩ হইতে ৯৮ পৃষ্ঠায় লিবিদ্ধ ২৬৬০ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে, জেলা -বীরভূম, থানা - বোলপুর, পোঃ- শান্তিনিকেতেন: ১১নং-শ্রীশল্পী নিবাসীগন শ্রীমতী পাপিয়া মালিক স্বামী- উমা শঙ্কর মালিক, শ্রী উমা শঙ্কর মালিক পিতা- কালিপদ মালিক ও পৌলমী মালিক পিতা- উমা শঙ্কর মালিক গনকে জেলা- হুগলী থানা-চুঁচুড়া, মৌজা - জে.এল. নং -১৩, সাবেক-৪০, ২২০ খতিয়ান ভুক্ত হলে ৩৬৬ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক- ২২২ হলে ২৬০ দাগে ২ কাঠা-১০ ছটাক বসতবাগানশ্রেনী বিক্রয় করেন, এক্ষণে আমার মক্কেল শ্রীমতী রীনা শর্মা পাল স্বামী- চন্দ্র নাথ শর্মা সাং-চুঁচুড়া পো:- নলডাঙ্গা থানা- চুঁচুড়া জেলা- হুগলী । গত ইংরেজী ২৪.৬.২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. অফিসের মাধ্যমে ৬৭৯০ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রীমতী পাপিয়ার মালিক দীং-স্বামী- উমা শঙ্কর মালিক নিকট হইতে খরিদ করিয়া B.L.&L.R.O. চুঁচুড়া মগরা ব্লক অফিসে নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিতেছে। কাহারো কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। **প্রসুন কুমার গুপ্ত এ্যাডভোকেট**

• এতদ্বারা সর্ব সাধারনের কে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রী সন্দীপ চ্যাটার্জ্জী পিতা শ্রী সত্যেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জ্জী ৫৬/১/৩, হরিশ মুখার্জ্জী লেন, পোঃ ভদ্রকালী, থানা উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী, পিন- ৭১২২৩২ নিবাসী , ADSR শ্রীরামপুর , হুগলী অফিসে বন্দোবস্ত পত্র দলিল নম্বর ৪০৩৫ সাল ১৯৬৬ পেজ নম্বর ২১৫ হইতে ২১৭, বুক নং ১, ভল্যুম নম্বর ৫৬ গত ১৯৬৬ সালের রেজিস্ট্রিকৃত উক্ত বন্দোবস্ত পত্র দলিলটি আমার মক্কেলের তত্বাবধানে ছিল। কিন্তু গত ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ হইতে উক্ত দলিল কোনো ভাবে খুঁজে না পাওয়ার কারনে উত্তরপাড়া থানায় উনারা একটি GDE (GDE No. 112 on 02.04.2025) নথিভুক্ত করেন যার নং ১১২।
যদি কারোর কাছে দলিল টি থেকে থাকে বা এই সম্পত্তি কেনা বেচা, দান বা কোনরূপ নির্মিয় মানের জন্যে কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত নম্বরে ফোন করিয়া উকিলবাবুর নিকট হইতে লিখিত আবেদন জানাবেন, না হইলে পরবর্তী কালে কারোর কোন দাবী বা আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং তাহা সম্পূর্ণ বেআইনি বলে গন্য হইবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থা গ্রহন করা হইবে। সম্পত্তির বিবরণ মৌজা উত্তরপাড়া, জে এল নং ১২, হাল ২৭২৬, ২৭২২ নম্বর দাগ, হোল্ডিং নং ৬, ডঃ সরোজ নাথ মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া কোতরং মিউনিসিপালিটি অন্তর্ভুক্ত থানা উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী। **চিন্ময় সমাদ্দার,অ্যাডভোকেট,শ্রীরামপুর কোর্ট,মোবাইল নম্বর-9432139952**

• আমার মক্কেল দ্বয় সমির সরদার ও সান্তনু সরদার, ইং ২০২৫ সালে(ADSR গড়িয়া রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্টিকৃত)১১৯৪ নং কোবালা দলিল মূলে ১০৪৭/২০২৫ নং আমমোক্তার(সুরথ সরদার) দলিল দ্বারা খরিদ করেন, মৌজা - গড়াগাছা (৪৫), এল.আর ২৬৯ নং দাগে নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, উক্ত আবেদনে কারোর আপত্তি থাকলে সোনারপুর B.L &L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। **Prabir Kumar Roy. Alipore Criminal Court.**

• আমার মক্কেল শ্রীমতী শীলা কা৺জি, স্বামী - শ্রী স্বপন কা৺জী,ইং১৯৯৮ সালে(সোনারপুর রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্টিকৃত)৮৪৪৭ নং কোবালা দলিল মূলে ১৬৮/১৯৯৮ নং আমমোক্তার (শ্রী বলাইলাল বাগ)দলিল দ্বারা খরিদ করেন, মৌজা - রানাভুতিয়া (০৬), এল.আর ৩০২ নং দাগে, এল আর ৯৬ নং খতিয়ানের নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন,কেস নং MN/2025/1615/14113,উক্ত কেসে কারোর আপত্তি থাকলে সোনারপুর B.L &L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। **Prabir Kumar Roy. Alipore Criminal Court.**

বিজ্ঞপ্তি

NOTICE

That on behalf of my clients namely Smt. Tanusree Shau and Mr. Ishit Kumar Shau, it is notified to all concern that Swapan Kumar Shau, son of Late Pashupati Shau, was absolute owner of M/S. Model Engineering Works, office at B/20/H/11, Ultadanga Road, Kolkata - 700004 and he was seriously ill since January 2023 and since January, 2023 the entire business of said M/S Model Engineering Works was under the control of Mr. Subrata Chakraborty, s/o, Late Sailendra Nath Chakraborty and Mr. Ashoke Kumar Das, son of Biswanath Das and lastly said Swapan Kumar Shau died on 15th. April, 2024, leaving behind his widow Smt. Tanusree Shau and only son Ishit Kumar Shau, who never entered into the aforesaid business and on 22nd, July, 2024, an agreement for assignment of said business has been executed between said Mr. Subrata Chakraborty and Mr. Ashoke Kumar Das, is one part and said Smt. Tanusree Shau and Mr. Ishit Kumar Shau, is other part, whereby said Smt. Tanusree Shau and Mr. Ishit Kumar Shau, jointly relinquished their all right, title and ownership of said M/S. Model Engineering Works in favour of said Mr. Subrata Chakraborty and Mr. Ashoke Kumar Das and said Mr. Subrata Chakraborty and Mr. Ashoke Kumar Das, have finally accept the same and taken over all past, present and future liabilities and accrued income of business of said M/S. Model Engineering Works and in the said agreement parties has been agreed that the payments of workers and others to be paid by the present management of said M/S. Model Engineering Works, i.e. said Mr. Subrata Chakraborty and Mr. Ashoke Kumar Das.

The legal heirs of Late Swapan Kumar Shau, will not be liable or responsible in any way towards any activities in past, present and future of said M/S. Model Engineering Works as said Mr. Subrata Chakraborty and Mr. Ashoke Kumar Das, have now became the responsible persons on behalf of M/S. Model Engineering Works. If there is any objection, please notify me within one month, in default onward no requisites will be entertainable.

Mr. Shib Sankar Dhar
Advocate, Serampore Court

নাম/পদবি পরিবর্তন

• আমি Sanjit Kar s/o Lt. Amulya Kar. আমার পিতার নাম Amulya Kar ভুলবশত পাসপোর্ট ও কিছু নথিপত্রে রেকর্ড আছে এবং আমার পিতার সঠিক নাম হইলো Amulya Chandra Kar ইহা ২৭.০৩.২০২৫ তারিখে ব্যারাকপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিটে দ্বারা ঘোষণা করা হইলো I Amulya Chandra Kar এবং Amulya Kar উভয় একই ব্যক্তি.

• আমি, DHRUBOJYOTI BISWAS, বয়স ১৮, পিতা -CHANDRA JYOTI BISWAS , ঠিকানা- ১১/ এ কাশী নাথ দত্ত রোড , বরানগর (মেঃ) , থানা ও পোঃ আঃ-বরানগর , কলকাতা - ৭০০০৩৬ । আমার সঠিক নাম DHRUBOJYOTI BISWAS , যা আমার বার্থ সার্টিফিকেট ও আই সি এস ই এডমিট কার্ডে আছে । ভুলবশত আধার কার্ডে আমার নাম DHRUBO JYOTI BISWAS আছে । গত ০১/০৪/২০২৫ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ব্যারাকপুরের অধীনে এফিডেভিট নম্বর - ৫২ বলে আমি DHRUBOJYOTI BISWAS এবং DHRUBO JYOTI BISWAS , এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

• আমি Shatadal Biswas, s/o-Sailesh Kumar Biswas, Vill-Bangshinagar, P.O- Bagula, P.S-Hanskhali, Dist- Nadia,W.B. গত 21/10/2024 তারিখে In the court of L.d 1st/2nd/3rd J.M (1st Class) at Ranaghat, MSD এফিডেভিট বলে Sailesh Kr Biswas থেকে Sailesh Kumar Biswas নামে পরিচিত হইয়াছে। Sailesh Kr Biswas এবং Sailesh Kumar Biswas একই ব্যক্তি এবং অভিন্ন।

• I, Diya Majumder D/o Raja Majumder, residing at School Road, Bongaon Municipality, Ward No.-13, P.O & P.S.-Bongaon, District-North 24 Parganas, Pin-743235, have changed my name and shall henceforth be known as Shrestha Majumder as declared before the First Class Judicial Magistrate, Bongaon Court, North 24 Parganas, vide affidavit no-3556, Dated 01.04.2025. Diya Majumder and Shrestha Majumder both are the same and identical person.

• I ANIL GOND, S/o. Suraj Shaw, R/o. 50/1, Grand Tank Road North, Golabari, Haora (M.Corp), PO: Haora R.S, DIST: Howrah, West Bengal - 711101, solemnly declare that ANIL GOND and SUBASH SHAW is the same and one identical person before the 1st class Judicial Magistrate at Kolkata.

• I, Biswajit Mandal, S/o. Lt. Ijiken Mandal, R/o. Vill. & P.O. Begopara, P.S. Ranaghat, Dist. Nadia hereby declare that in my Voter I. Card my name was wrongly recorded as Bishwajit Mandal and in my Aadhaar Card my name was written as Biswajit Mondal. Henceforth Biswajit Mandal, Bishwajit Mandal and Biswajit Mondal are the same person proved by an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Ranaghat, Nadia on 13.03.2025.

• আমি Subrata Mukherjee, S/o-Swapan Mukherjee, আমার মাতার নাম Anita Mukherjee। আমার সার্ভিস রেকর্ডে মাতার Date of birth 20.10.1957 এবং এর পরিবর্তে মাতার সঠিক Date of birth 04.04.1955 হইলো। গত ০১/০৪/২০২৫ তারিখে ব্যারাকপুর 1st Class J.M. কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা ঘোষণা করা হইল।

নাম/পদবি পরিবর্তন

• আমি, শ্রী মলয় কুমার গাঙ্গুলি (Malay Kumar Ganguly), পিতা-৺গগন বিহারী গাঙ্গুলি, সাং- ৭৭/১, ওল্ড ক্যালকাটা রোড, মন্দিরপাড়া, পোষ্ট অফিস ও থানা- রহড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কোল-৭০০১১৮। আমার নাম আমার প্যান কার্ড (ACTPG3804B), আধার কার্ড (6644 7847 9050) এবং ভোটার কার্ড (CDK3535762) সহ সমস্ত নথিপত্রে ''MALAY KUMAR GANGULY'' লেখা আছে কিন্তু আমার সুপুত্র, কোবিদ গাঙ্গুলির জন্ম শংসাপত্রে ''MALAY GANGULI'' এবং পাসপোর্ট (N2257590)-এ ''MALAY GANGULY'' লেখা আছে। অত্র ২৪।০৩।২০২৫ তারিখে ব্যারাকপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট দ্বারা সর্বত্র জানানো হইল ''MALAY KUMAR GANGULY'', ''MALAY GANGULI'' এবং ''MALAY GANGULY'', সবকটি নাম একই ও অভিন্ন ব্যক্তির।

• আমি Mukti Biswas স্বামী Lt. Manish Biswas নিবাস-গাজনা দক্ষিণপাড়া, হাঁসখালি, নদীয়া। আমার আধার নং-2195 6521 6808. ভুলবশত ভোটার কার্ডে আমার নাম Mukti Roy ও ব্যাঙ্কের পাস বইতে Smt. Mukti Biswas Roy হয়ে যায়। গত 26.3.2025 Ld. জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (1st Class) রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিট বলে Mukti Biswas ও Mukti Roy ও Smt. Mukti Biswas Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইলাম।

• আমি JOYSREE AICH W/o SABUJ KANTI AICH D/o PARIMOL SEN 278/A, রামকৃষ্ণপল্লী রোড, মধ্যমগ্রাম, পোঃ-আব্দালপুর, থানা-মধ্যমগ্রাম, জেলা-উঃ২৪ পঃ কলিকাতা-৭০০১৫৫ পঃবঃ ভারত। গত 6.6.2002 সালে আমি হিন্দুশাস্ত্রমতে SABUJ KANTI AICH-এর সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। গত 2/4/2025 জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং-3018) বলে আমার সঠিক নাম JOYSREE AICH হয়েছি। JOYSREE AICH W/o. SABUJ KANTI AICH ও JOYSREE SEN D/o PARIMOL SEN এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

• আমার মক্কেলের সঠিক নাম ভোটার, আধার, প্যান কার্ডে Shekh Mobashwar Hosein পিতা Shekh Abul Hosein মাতা Okdatunan Nachha স্ত্রী Nur Nehar Begam, গ্রাম-ভূমিতলা, পোঃ-চারঘাট, থানা-স্বরুপনগর, পিন-৭৪৩২৪৭। ভুলবশত J0568885 নং পাসপোর্টে Shikh Mobaser Hossain পিতা Shikh Abul Hoissin মাতা Okheatun Nesa Bibi স্ত্রী Begum Noor Nehar হইয়াছে। 2/4/2025 তাং বারাসাত ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ১৯৪০ নং এফিডেভিট বলে Shekh Mobashwar Hosein এবং Shikh Mobaser Hossain পিতা Shekh Abul Hosein এবং Shikh Abul Hoissin মাতা Okdatunan Nachha এবং Okheatun Nesa Bibi এবং স্ত্রী Nur Nehar Begam এবং Begam Noor Nehar একই ব্যক্তি প্রমাণিত হইল। M: 8274805697.

• আমি, ASHRAF ALI, পিতা-MOHAMMAD SHAFIQUE, ঠিকানা- H/No.33, Chalta Road, Bhatpara (M), P.O.- Kankinara, P.S.- Bhatpara, Dist.- North 24 Parganas, Pin-743126, West Bengal. লার্নেড জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস ব্যারাকপুর কোর্ট-এর এফিডেভিট দ্বারা আমার পিতা- MD SHAFIQUE নামে পরিচিত হল। এফিডেভিট নং-163, তারিখ-24.03.2025, MOHAMMAD SHAFIQUE ও MD SHAFIQUE একই ব্যক্তি।

• বিবাহের পূর্বে আমার নাম ছিল HANIFA KHATUN। হিন্দু বিবাহ আইন সূত্রে ও 25.03.2025 তারিখে নোটারী পাবলিক ব্যারাকপুর কোর্টে এফিডেভিট বলে Smt. KHUSI ROY, W/O- Sri Sitesh Roy নামে পরিচিত হইলাম। Address-Dangapara, Kanchrapara (M-14), P.O. Kanchrapara, P.S.-Bizpur, 24 PGS (N), W.B. PIN- 743145

• আমি SUNITA MANDAL, W/O- Avijit Kumar Ghosh, ভুলবশত আমার মেয়ের বার্থ সার্টিফিকেটে তার নাম ছিল ANSIKA GHOH, গত 28.03.2025 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 1st Class ব্যারাকপুর কোর্টে এফিডেভিট বলে RADHIKA ANSIKA GHOSH নামে পরিচিত হইল। RADHIKA ANSIKA GHOSH এবং ANSIKA GHOSH এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

• By virtue of an Affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate Alipore, 24 Pgs (S), vide No.14457, Dt. 21-02-2025, I have declared that correct spelling of my name is Gobind Rabi Das, S/o Chhatradhari Das. Due to inadvertently my name was recorded as Gobinda Das alias in the Madhyamik Admit Card, vide Roll 704931, No.0189, Mark Sheet No. K/195068 of my son Asit Das and also declare that Gobinda Das alias Gobind Rabi Das and Gobinda Das alias Gobind Rabi Das is the same one and an identical person. I want to record correct spelling of my name in the said documents of my said son.

প্রতি বছরের মতো বুধবার এই মরশুমের জন্য বিধান শিশু উদ্যানে সাঁতার প্রশিক্ষণ শুরু হল। এ বছর উদ্যানের নিয়মিত সভ্য–সভ্যাদের পাশাপাশি বস্তিবাসী শিশুদেরও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সাঁতার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূলত পুরপিতা শান্তিরঞ্জন কুণ্ডুর প্রস্তাবেই এই ব্যবস্থা। আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ডেপুটি সেক্রেটারি ড. পার্থ কর্মকার, পুরপিতা শান্তিরঞ্জন কুণ্ডু, শ্রী শ্যামলাল আগরওয়াল। আগামী দিনে বিধান শিশু উদ্যানে খেলাধুলার নিয়মিত বিভাগগুলোতেও উদ্যান সংলগ্ন বস্তিবাসী শিশুদেরও শামিল করা হবে।

পিতা-মাতা/অভিভাবকের অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞপ্তি

ছবিটি খুশি সিকারি নামক শিশুকন্যার যার বয়স আনুমানিক ১৪ (চোদ্দ) বছর। শিশুটির গায়ের রং শ্যামবর্ণ, উচ্চতা ১৪৩ সেমি ও ওজন ৪৪ কেজি। পরনে ছিল লাল ডোরা কাটা ফ্রক। শিশুটি সম্পর্কে কারো কোনও সন্ধান জানা থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন - জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নিউ ট্রেজারি বিল্ডিং, আটতলা, আলিপুর, কলকাতা-৭০০০২৭, (মো:-৯০০২৮০৬৯৩১)

আইসিএ-ডি ৭১৫ (৩)/২০২৫

অ্যাসোসিয়েট সিগনালিং কাজ

ই-টেন্ডার নং: এসএনটি-৪৬-এলএমজি-২০২৪-২৫-আরটি, তারিখ: ০১-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ও এর স্থান:** লামডিং ডিভিশনে লামডিং এবং গুয়াহাটী স্টেশনের মধ্যে এলসি গেট নং. এসটি-২০, এসটি-২২, এসটি-২৭, এসটি-৩৩, এসটি-৩৫, এসটি-৩৮, এসটি-৪০, এসটি-৪১, এসটি-৪৪, এসটি-৪৫ এবং এসটি-৫০ এ আরওবি/আরইউবি নির্মাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত এলসি গেট অপসারণের জন্য অ্যাসোসিয়েট সিগনালিং কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৩,৩১,৫৩,১০৭.৬০ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৩,১৫,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৩-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ২৩-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। সবিশেষের জন্য www.ireps.gov.in দেখুন।

সিনি. ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও তরফে, চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, উঃ পূঃ রেলওয়ে মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুরের পক্ষে ডেপু. সি এম ই/ওয়ার্কস নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন মাধ্যমে (ই–টেন্ডারিং) ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রম নং ১: ই–টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এবং কাজের নাম: টেন্ডার নং: "01-GKP-MWS-2025-26"।** মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ গোরক্ষপুরে ০১ বছরের জন্য বগি ফ্রেম সম্পর্কিত ক্ষেত্রে ২৪৭২টি আই সি এফ বগি ফ্রেমের শক্তি বৃদ্ধি। **হিসাব করা খরচ (টাকায়):** ₹ ২৮,৪৫,৪৯৪,৪৮; **বায়না জমা (টাকায়):** ₹ ৫৬,৯০০/– **টেন্ডার ফর্মের খরচ:** শূন্য, **চুক্তির মেয়াদ:** ১২ মাস; **টেন্ডার জমার শেষ তারিখ:** ২৩.০৪.২০২৫, ১১.০০ ঘণ্টা। **ক্রম নং ২: ই–টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এবং কাজের নাম: টেন্ডার নং "44-GKP-MWS-2024-25-1"।** 'মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ গোরক্ষপুরে বিশেষ কার্যের মেশিন ব্যবহার ক্রমে কোচগুলির (এ সি ও নন–এ সি) আন্ডার গিয়ারের পরিচালনা উন্নততর যান্ত্রিক পরিষ্কার ও সারফেসের পরিচালনা'। **হিসাব করা খরচ (টাকায়):** ₹ ৪,৮৫,০৯,৪০৯.৬০, **বায়না জমা (টাকায়):** ₹ ৩,৯২,৬০০/– **টেন্ডার ফর্মের খরচ:** শূন্য, **চুক্তির মেয়াদ:** ১২ মাস, **টেন্ডার জমার শেষ তারিখ:** ২৪.০৪.২০২৫, ১১.০০ ঘণ্টা। উক্ত টেন্ডারের বিশদ ভারতীয় রেলের ওয়েবসাইট "http://www.ireps.gov.in" তেও পাওয়া যাবে।

ডেপুঃ সি এম ই/ওয়ার্কস, গোরক্ষপুর

CPRO/Mech-02

ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট ধূমপান করবেন না

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং: সিডব্লু-আরইপিএলএইচবি সিট-২৪-২৫-০১। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ক্যারেজ ওয়ার্কস), খড়্গপুর ওয়ার্কশপ, খড়্গপুর কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **কাজের নাম:** এলএইচবি কোচসমূহ খুলে ফেলা, খালাস ও পরিবহন, সংশ্লিষ্ট কাঠের কাজ সমেত পরিপাটি করে সাজানোর দিকে মনোযোগ এবং পরিবহন, সিট এবং বার্থ কোচের ওপর তোলা এবং ফিট করার কাজ। **কাজের স্থান:** খড়্গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, ডাকঘর: খড়্গপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০১। **পরিমাণ:** সূচি অনুযায়ী। **টেন্ডার মূল্য:** ১,০২,৯৭,৫০১.২৪ টাকা। **বায়না অর্থ:** ২,০১,৫০০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ:** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৭.০৫.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি:** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। **চুক্তির ধরন:** ওয়ার্কস-সাধারণ। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথি ই-পোর্টাল ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in এ পাওয়া যাবে।

(PR-16)

WB HIDCO

e-Tender Notice No. 04 of 2025-2026

e-tender is invited for the work in the manner as described in the detailed e-tender notice available on websites:- wbtenders.gov.in and wbhidcoltd.com & in e-tender portal. Last date of Bid submission on 09.04.2025 upto 2.00 P.M. Details may also be available in the website www.wbhidcoltd.com.

General Manager (Engg)-IV
WBHIDCO

WB HIDCO

e-Tender Notice No. 09 of 2025-2026

e-tender is invited for the work in the manner as described in the detailed e-tender notice available on websites:- wbtenders.gov.in and wbhidcoltd.com & in e-tender portal. Last date of Bid submission on 19.04.2025 upto 2.00 P.M. Details may also be available in the website www.wbhidcoltd.com.

General Manager (Engg)-IV
WBHIDCO

WB HIDCO

e-Tender Notice No. 05 of 2025-2026

e-tender is invited for the work in the manner as described in the datailed e-tender notice available on websites:- wbtenders.gov.in and wbhidcoltd.com & in e-tender portal. Last date of Bid submission on 12.04.2025 upto 2.00 P.M. Details may also be available in the website www.wbhidcoltd.com.

General Manager (Engg)-IV
WBHIDCO

টেন্ডার রেফারেন্স নম্বর: HIL/BTI/BIO/2/2024-25 তারিখ: ১৩.০৩.২০২৫

https://hil.abcprocure.com/EPROC ওয়েবসাইট এবং সিপিপি পোর্টালের মাধ্যমে নিম্নলিখিত দফার জন্য অনলাইন টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হচ্ছে:

ক্রম নং	বিবরণ	ইএমডি (₹)
১	'Bacillus thuringiensis, প্রকরণ: israelensis (Bti) ভিত্তিক বায়ো–লার্ভিসাইড প্ল্যান্টের নকশা, গঠন/ নির্মাণ, সরবরাহ, খাড়াকরণ, চালুকরণ, পরীক্ষা ও পরীক্ষামূলক চালুকরণ' এলএসটিকে (২০২৪–২৫ অর্থবর্ষ), ইভেন্ট আইডি নং: ৫৭৭৫৩। অনুগ্রহপূর্বক আমাদের এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.hil.gov.in	₹২০,০০,০০০/–

CBC 02101/11/0001/2526

04.04.2025 Kolkata, Siliguri

PURBA BARDHAMAN ZILLA PARISHAD

e-NIT-80 of 2024-2025

Tender Ref No.- DE e-NIT-80 of 24-25

e-Tenders are invited from reputed and resourceful contractors or agencies for construction of leach pit within Purba Bardhaman District. Closing date of bid submission is upto 14/04/2025 respectively. For further details, please log on website: https://wbtenders.gov.in

Government of West Bengal

Office of the Sub-Divisional Officer, Arambagh, Hooghly
NIT No.-SDO/ABG/01/2025 (2nd Call)

Memo No.-688/Gen/e-tender/2025 ***dt. 03.04.2025***

Sub-Divisional Officer, Arambagh invites e-Tender for (Submission of bid through online) Construction of "PROPOSED TWO STORIED RELIEF GODOWN OF ARAMBAGH SDO OFFICE (DISASTER MANAGEMENT & CIVIL. DEFENCE DEPARTMENT)" in the Dist.-Hooghly"
For details information contact to the office of the SDO, Arambagh
Last date of submission: 19/04/2025 upto 02.00 P.M
Details may be seen wbtenders.gov.in

Sd/-
Sub-Divisional Officer
Arambagh Sub-Division

WB HIDCO

e-Tender Notice No. 01 of 2025-2026

e-tender is invited for the work in the manner as described in the detailed e-tender notice available on websites:- wbtenders.gov.in and wbhidcoltd.com & in e-tender portal. Last date of Bid submission on 19.04.2025 upto 2.00 P.M. Details may also be available in the website www.wbhidcoltd.com.

General Manager (Engg)-IV
WBHIDCO

WB HIDCO

e-Tender Notice No. 02 of 2025-2026

e-tender is invited for the work in the manner as described in the detailed e-tender notice available on websites-www.wbtenders.gov.in and wbhidcoltd.com & in e-tender portal. Last date of Bid submission on 19.04.2025 upto 2.00 P.M. Details may also be available in the website www.wbhidcoltd.com.

General Manager (Engg)-IV
WBHIDCO

e-TENDER NOTICE

On behalf of Nagendrapur Gram Panchayat, Mathurapur -II Block, South 24 Parganas invites bids for Sinking of 2 nos. Tubewell, Const. CC Road of 4 Nos., Const. of 2 nos. CC Drain, Const. 2 nos Toilet
Vide NIT No.- 1/CFCG/NGP/2025-2026 to 10/CFCG/NGP/2025-26, Dated-03/04/2025. The Last Date of Submission of online Bid is 11/04/2025 upto 5:00 P.M.
For Details please visit to our G.P. Office or Block Office or SDO Office.

Sd/-
Pradhan, Nagendrapur Gram Panchayat

NOTICE INVITING ONLINE PERCENTAGE TENDER

Notice Inviting e-Tender No. 04/EE-SWM/NKDA/2024-25

Online percentage Rate Tender are invited by the Executive Engineer-SWM New Town Kolkata Development Authority vide memo no. 2546/NKDA/Engg. (SWM)/03 (Labours for Hajj Programme)/2025 dated 03/04/2025 for the work. Having tender amount- Rs. 4,27,313.00 only. Bid submission closing date 16.04.2025 upto 4.00 P.M. For other details please visit our website at www.nkdamar.org & https://wbtenders.gov.in and the office notice board Newtown, Kolkata-700156.

Sd/-
Executive Engineer-SWM
New Town Kolkata Development Authority

WB HIDCO

e-Tender Notice No. 06 of 2025-2026

e-tender is invited for the work in the manner as described in the datailed e-tender notice available on websites:- wbtenders.gov.in and wbhidcoltd.com & in e-tender portal. Last date of submission on 12.04.2025 upto 2.00 P.M. Details may also be available in the website www.wbhidcoltd.com.

General Manager (Engg)-IV
WBHIDCO

WB HIDCO

e-Tender Notice No. 03 of 2025-2026

e-tender is invited for the work in the manner as described in the detailed e-tender notice available on websites:- wbtenders.gov.in and wbhidcoltd.com & in e-tender portal. Last date of Bid submission on 19.04.2025 upto 2.00 P.M. Details may also be available in the website www.wbhidcoltd.com.

General Manager (Engg)-IV
WBHIDCO

WB HIDCO

e-Tender Notice No. 08 of 2025-2026

e-tender is invited for the work in the manner as described in the detailed e-tender notice available on websites:- wbtenders.gov.in and wbhidcoltd.com & in e-tender portal. Last date of Bid submission on 12.04.2025 upto 2.00 P.M. Details may also be available in the website www.wbhidcoltd.com.

General Manager (Engg)-IV
WBHIDCO

WB HIDCO

e-Tender Notice No. 07 of 2025-2026

e-tender is invited for the work in the manner as described in the detailed e-tender notice available on websites:- wbtenders.gov.in and wbhidcoltd.com & in e-tender portal. Last date of Bid submission on 12.04.2025 upto 2.00 P.M. Details may also be available in the website www.wbhidcoltd.com.

General Manager (Engg)-IV
WBHIDCO

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Tajmira Khatun,** Father's Name- **SK Ajijul,** of Vill-Aruar, PS-Bhatar, Dist.-Purba Bardhaman, WB., who has been missing since 05.03.2024 at about 07.00 hrs. from Residential area Vill-Aruar, PS-Bhatar. Description of this missing person is : **Age**-17 Years, **Complexion**-Fair, **Height**- 5 Feet 2 Inch, **Wearing** -Black Shirt & Brown Pant, **Language**- Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA- D 689 (3)/2025

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Mousumi Das,** Father's Name- **Subarna Mondal,** of Vill+PO-Machibhanga, PS-Rajarhat, Dist.-24 Parganas (North), WB., who has been missing since 03.03.2025, at about 14.30 hrs. from Residential area Vill+PO-Machibhanga, PS-Rajarhat. Description of this missing person is : **Age**-26 Years, **Complexion**-Fair, **Height**- 5 Feet, **Wearing** -Golden Par, Maroon colour Saree, **Language**-Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA- D 687 (3)/2025

NOTICE INVITING TENDER

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA (ICAI)

Head Office :
'ICAI Bhawan', Indraprastha Marg, New Delhi –110002

Regional Office:
Eastern India Regional Council, ICAI Bhawan
7, Russel Street
Kolkata-700071

Ref : ICAI/Tender-ICAI-EIRC/2025 dated : 03-04-2025

ICAI invites unconditional sealed bids, in prescribed format, from experienced, eligible and reputed Architectural firms / Consultants for Appointment of Architect / Consultant for providing Architectural and PMC services for renovation works of EIRC Secretariat at ICAI Bhawan, 7, Russel Street, Kolkata 700071.
The Tender along with detailed terms and conditions are available separately at ICAI's website : **www.icai.org** and **www.eirc-icai.org**
The last date of receipt of duly filled in bid is **24/04/2025 up to 5.00 pm.**

Sd/- Secretary, ICAI

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

e-Tender Notice

e-NIT is invited by the Executive Engineer, Jhargram Zilla Parishad, Ref:-JGM/ZP/N-01/2025-26 (Sl.No-1 to 5) Tender id 2025_ZPHD_832432_1 to 5 and Date Extension of tender JGM/ZP/N-40/2024-25 (Sl.No-1) Tender id 2025_ZPHD_829240_1 For different PS area under Jhargram Zilla Parishad. Technical and Financial bid submission closing date & time 11.04.2025 upto 16:00 Hours and 08.04.2025 upto 16:00 hours Respectively.
All details can be obtained from the website www.wbtenders.gov.in & www.jhargram.gov.in.

Sd/- District Engineer
Jhargram Zilla Parishad

Memo No:-46(2)/Adv/Jica
Date:- 03.04.2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

e-Tender Notice

e-NIT is invited by the Executive Engineer, Jhargram Zilla Parishad, Ref:-JGM/ZP/N-02/2025-26 (Sl.No-1) Tender id 2025_ZPHD_832769_1 For different PS area under Jhargram Zilla Parishad. Technical and Financial bid submission closing date & time 11-04-2025 upto 16:00 Hours .
.All details can be obtained from the website www.wbtenders.gov.in & www.jhargram.gov.in

Sd/-
District Engineer
Jhargram Zilla Parishad

Memo No:-47(2)/Adv/Jica
Date:- 03.04.2025

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

পিসিএসটিই, মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা কর্তৃক ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে এবং পক্ষে ০৫.০৫.২০২৫ **তারিখে দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে** খোলা হবে এরূপ ওপেন টেন্ডারের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের বিপরীতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এই ধরনের যে কোনও প্রাপ্ত ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। **কাজের নাম:** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ব্লু লাইনে টেলিকম সাব-সিস্টেমের জন্য ইউপিএস পাওয়ার সাপ্লাই এবং কেবল ট্রে ব্যবস্থা। **টেন্ডারের মূল্য (টাকা):** ₹ ১৩,২৭,০২,৩১২.৬৪, **বায়না অর্থ:** ₹ ৮,১৩,৫০০/-, **টেন্ডার নথির মূল্য:** ০ (শূন্য), **সমাপ্তির মেয়াদ:** ৬ মাস। টেন্ডারটি ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ দেখা যেতে পারে। টেন্ডারদাতা/বিডারদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং অবশ্যই আইআরইপিএস পোর্টালে নিবন্ধভুক্ত হতে হবে। শুধুমাত্র নিবন্ধভুক্ত টেন্ডারদাতা/বিডাররা ই-টেন্ডারিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময় সমস্ত আনুষঙ্গিক কাগজপত্র আপলোড করতে হবে।

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এসঅ্যান্ডটি/ ওয়ার্কস্ /০৯-২০২৫

আমাদের অনুসরণ করুন : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-54/24-25

Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the work: **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_832483_1. **(2)** Tender ID No. 2025_ADDA_832489_1. **(3)** Tender ID No. 2025_ADDA_832502_1. **(4)** Tender ID No. 2025_ADDA_832508_1. **(5)** Tender ID No. 2025_ADDA_832559_1. **(6)** Tender ID No. 2025_ADDA_832567_1. **(7)** Tender ID No. 2025_ADDA_832571_1. **(8)** Tender ID No. 2025_ADDA_832578_1. **(9)** Tender ID No. 2025_ADDA_832605_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Exe. Engr. (Civil), ADDA

FORM G (SECOND TIME)
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR
PAYABHI PAYMENTS PRIVATE LIMITED
was operating as comprehensive merchant solution to the small and medium-sized business
1/425, Gariahat Road, Jodhpur Park, Kolkata - 700068 West Bengal, India
(Under Sub-Regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Borad of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

Sl. No.	RELEVANT PARTICULARS	
1.	Name of the corporate debtor along with PAN/CIN/LLP No.	**Payabhi Payments Pvt. Ltd.** **CIN : U72900WB2021PTC242889** **PAN : AALCP7537K**
2.	Address of the registered office	1/425, Gariahat Road, Jodhpur Park, Kolkata - 700068, West Bengal, India
3.	URL of website	Nil
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	1/425, Gariahat Road, Jodhpur Park, Kolkata - 700068, West Bengal, India
5.	Installed capacity of main products / services	Not Applicable
6.	Quantity and value of main products / services sold in last financial year	As per last Audited Financial Statement for FY 2023-24, revenue from operation is INR 5867.30 Lakhs
7.	Number of Employee / Workmen	No employee as per information retrieved from EPFO web portal
8.	Further details including last available financial statements (with schedule) of two years, list of creditors, relevent dates for subsequent events of the process are available at URL	EOI to be submitted in the manner enumerated in the 'Detailed Invitation for EOI' document. The Detailed Invitation for EOI containing the relevant dates; Audited Financial Statement for FY 2022-23 and FY 2023-24 can be obtained by sending email to **payabhi.cirp@gmail.com** and the List of Creditors can be viewed from IBBI webportal **(www.ibbi.gov.in)**.
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the code is available at URL	Eligibility Criteria is included in the 'Detailed Invitation for EOI' document which can be obtained by sending email to **payabhi.cirp@gmail.com**
10.	Last date for receipt of expression of interest	19.04.2025
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	23.04.2025
12.	Last date for submission of objections to provisional list	28.04.2025
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	03.05.2025
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	05.05.2025
15.	Last date for submission of resolution plans	04.06.2025
16.	Process email id to submit EOI	**payabhi.cirp@gmail.com**
17.	Details of the corporate debtor's registration status as MSME	Nil

Sd/-
CA Santanu Brahma
Resolution Professional of M/s. Payabhi Payments Pvt. Ltd. (in CIRP)
IBBI Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P-01482/2018-2019/12251 (AFA valid till 31.12.2025)
AH-276, Salt Lake, Sector II, Kolkata 700091, West Bengal
Kolkata, the 04th day of April, 2025 for M/s. Payabhi Payments Pvt. Ltd.

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Female Dead Body,** found on 26.02.2025 at about 01.55 hrs. Lying outside Down Line Railway Track at KM Post. No. 97/30 to 97/28 Dainhat Station limit. Description of this Dead body is: **Age**-45 Years, **Sex:** Female, **Complexion**-Sallow, **Height**-5 Feet 3 Inch, **Build**-Healthy, **Hair**-Black & White, **Wearing**-Green par White Saree, Red Peticote, White Blouse all are torn Condition. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D696 (3)/2025

ফর্ম নং ১৪
[রেগুলেশন ৩৩(২) দ্রষ্টব্য]
রেজি এ/ডি দস্তি ব্যর্থ হলে প্রকাশনা

রিকভারি অফিসার–I/II এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল
কলকাতা (ডিআরটি–৩)
৯ম তল, জীবনসুধা বিল্ডিং,
৪২সি, জওহর লাল নেহরু রোড,
কলকাতা– ৭০০০৭১

দাবি বিজ্ঞপ্তি

রিকভারি অফ ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি অ্যাক্ট, ১৯৯৩ এর ধারা নং ২৫ থেকে ২৮ এবং ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১ এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি

আরসি/২০১/২০২০
ইউকো ব্যাঙ্ক
~ বনাম ~
শুভেন্দু কুমার দাস ও অন্যান্য

প্রতি:
(সিডি ১) শুভেন্দু কুমার দাস, পিতা প্রয়াত দিলীপ কুমার দাস, কোয়ার্টার নং বি/২৯, এস এল এফ কল্যাণী, পোঃ ও থানা কল্যাণী, নদীয়া – ৭৪১২৩৫।
(সিডি ২) রজত পাঁজা, পিতা শ্রী গোবিন্দ পাঁজা, ১৩৫, রজনী বাবু রোড, পোঃ কাঁচরাপাড়া, থানা বীজপুর, উত্তর ২৪ পরগণা – ৭৪৩১৪৫।
(সিডি ৩) মিসেস দীপিকা দাস, পিতা শ্রী হরিপদ দাস, কোয়ার্টার নং বি/২৯, এস এল এফ কল্যাণী, পোঃ ও থানা কল্যাণী, নদীয়া – ৭৪১২৩৫।

এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **ওএ/৯৪৩/২০১৫** এর প্রেক্ষিতে মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি–৩) এর আদেশ অনুযায়ী জারিকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট মোতাবেক আপনাদের থেকে ₹১০,২৭,২২৬.০০ **(দশ লক্ষ সাতাশ হাজার দুইশো ছাব্বিশ টাকা মাত্র),** তৎসহ ০৭.১২.২০১৫ তারিখ থেকে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ৯.২৫% হারে বকেয়া ও ভবিষ্যতের সরল সুদ এবং মাসুল বাবদ আপনাদের (যৌথ ও এককভাবে) থেকে **₹১৩,০০০.০০ (তেরো হাজার টাকা মাত্র)** বকেয়া ও অনাদায়ী রয়েছে।

২. এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উপরিলিখিত অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য আপনাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যার অন্যথা হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহের সংস্থান মোতাবেক আপনাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পুনরুদ্ধারের আইনি প্রক্রিয়া চালানো হবে।

৩. এতদ্দ্বারা শুনানির পরবর্তী তারিখের মধ্যে আপনাদের পরিসম্পদসমূহের বিশদ খতিয়ান একটি হলফনামার মাধ্যমে ঘোষণার জন্য আপনাদের প্রতি আদেশ জারি করা হচ্ছে।

৪. এতদ্দ্বারা এই কার্যাদির পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে **২৩.০৬.২০২৫** তারিখে সকাল ১০:৩০টায় হাজির থাকার জন্য আপনাদের প্রতি আদেশ জারি করা হচ্ছে।

৫. ওপরে লেখা অর্থাঙ্ক ছাড়াও আপনারা নিম্নলিখিত অর্থাঙ্ক প্রদানে দায়বদ্ধ:
(ক) কার্যাদি সম্পন্নকারী এই সার্টিফিকেটের বিজ্ঞপ্তি/ প্রক্রিয়া শুরুর পরবর্তী মেয়াদের জন্য প্রদেয় সুদ;
(খ) এই বিজ্ঞপ্তি ও পরোয়ানার পরিষেবা এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের কার্যাবলি সংক্রান্ত যাবতীয় মাসুল, চার্জ ও খরচাপাতি।

নীচে এই ট্রাইবুনালের সিলমোহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম। তারিখ: ০৬.০২.২০২৫।

স্বাঃ–
(প্রদীপ কুমার মন্ডল)
রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল ৩

केनरा बैंक Canara Bank
सिंडिकेट Syndicate

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ
বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা–৭০০০১৬
ই–মেল: cb2364@canarabank.com

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
তারিখ: ০৮.০৫.২০২৫

এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর সংস্থান মোতাবেক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন পদ্ধতিতে নিম্নোক্তমতো ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:
নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) সুরক্ষিত ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) দায় (তৎসহ বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি ব্রাঞ্চ ও রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	ক) **কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, বেলস হাউস, কলকাতা–৭০০০১৬ খ) **ঋণগ্রহীতা: মিঃ রাকেশ মাইতি,** পিতা শ্রী দুর্গাদাস মাইতি, গ্রাম কুনক্রাউল, পোঃ ফুলেশ্বর, থানা কাঁথি, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১৪০১	ক) ₹৮৫,৭৩,৪২৪.০০ (পঁচাশি লক্ষ তিয়াত্তর হাজার চারশো চব্বিশ টাকা মাত্র) ও ০১.১০.২০২৪ থেকে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ খ) ০৪.১২.২০১৯ গ) ০৯.০৯.২০২০	**সম্পত্তি–১:** ৮০০ বর্গফুট মাপের পুরানো বিল্ডিং সহ সম্পত্তির সমগ্র অংশ যার অবস্থান: প্লট নং ৭১৩, জমি ১৫ ডেসিমেল, তৌজি নং ৩২, খতিয়ান নং ২৭২/১, হাল খতিয়ান নং ৯১৮, জে এল নং ৪৬৮, মৌজা কুনকাউল, পোঃ বহিরমুথা, থানা মরিশদা, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, প্রকৃতি বাস্তু জমি, **সম্পত্তির মালিকানা মিঃ রাকেশ মাইতি, চৌহদ্দি:** উত্তর– প্লট নং ৭১৬; দক্ষিণ– প্লট নং ৭১২; পূর্ব– প্লট নং ৭১০; পশ্চিম– ৫ ফুট চওড়া রাস্তা। **সম্পত্তি–২:** জমি ১০ ডেসিমেল সহ সম্পত্তির সমগ্র অংশ যার অবস্থান: প্লট নং ৭১৬, মোট জমি ২৫ ডেসিমেল, তৌজি নং ৩২, খতিয়ান নং ২৭২/১, হাল খতিয়ান নং ৯১৮, জে এল নং ৪৬৮, মৌজা কুনকাউল, পোঃ বহিরমুথা, থানা মরিশদা, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, প্রকৃতি বাস্তু জমি, **সম্পত্তির মালিকানা মিঃ রাকেশ মাইতি, চৌহদ্দি:** উত্তর– প্লট নং ৭১৭; দক্ষিণ– প্লট নং ৬৯২, ৭১৫, ৭১৪; পূর্ব– জমির বাকি অংশ; পশ্চিম– প্লট নং ৭১৫। **[সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ₹১৮,৫৫,০০০.০০ (আঠারো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা) খ) ₹১,৮৫,৫০০.০০ (এক লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো টাকা) গ) ₹১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) ঘ) **যোগাযোগের ব্যক্তি:** অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা, **মোবাইল: ৯০৫১৮৮২৩৬৪** ঙ) **ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১,৮৫,৫০০.০০ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে জমা দিতে হবে**

ই–নিলামের তারিখ ও সময়: ০৮.০৫.২০২৫, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ০৭.০৫.২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

–: শর্ত ও নিয়মাবলি :–

১. পরিসম্পদগুলি **'যেখানে আছে', 'যেমন আছে' ও 'যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে পরিসম্পদগুলি বিক্রি করা হবে না।
৩. কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে মাত্র একজন বিডার হলে সেই বিডার/ ক্রেতাকে সংরক্ষিত মূল্যের এক ডাক ওপরে বিড করতে হবে।
৪. আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)** –এর মাধ্যমে কেবলমাত্র 'অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতি'তে নিলাম/ বিডিং আয়োজিত হবে।
৫. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের ১০% হারে ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক সরাসরি মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড **[BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]–এর ই–ওয়ালেটে** অথবা এখান থেকে চালান জেনারেট করে আরটিজিএস/ এনইএফটি–র মাধ্যমে উক্ত চালানে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে সর্বশেষ ০৭.০৫.২০২৫ **বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে।**
৬. **সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]–এর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য: ৭০৪৬৬১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯১০১৭২ / ৮২৯১২২০২২০ / ৯৮৯২২১৯৮৪৮ / ৮১৬০২০৫০৫১, ই–মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com।**
৭. সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে আগাম যোগাযোগের পরে **২১.০৪.২০২৫ থেকে ০৩.০৫.২০২৫ তারিখের মধ্যে যে কোনও কাজের দিনে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে** পরিসম্পদগুলি পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সফল ক্রেতা/সর্বাধিক বিডারকে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি অন্তর্ভুক্ত করে) তাঁকে সর্বাধিক দরদাতা/সফল ক্রেতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে বিক্রয় নিষ্পত্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। ওপরে উল্লিখিত এই নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সফল দরদাতা/ ক্রেতা পুরো বিক্রয়মূল্য আদায় দিতে ব্যর্থ হলে, তাঁর তরফে জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. প্রযোজ্যমতো স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যে কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ বকেয়া/ দর/ কর/ রেজিস্ট্রেশন ফি/ বিবিধ খরচাপাতি/ সরকারি বকেয়া/ যে কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে বকেয়া ইত্যাদি কেবলমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. তাঁদের বকেয়া পুরোপুরি আদায় না দিলে ওপরে লেখা তারিখ, সময় ও স্থানে নিলাম বিক্রি আয়োজনের ব্যাপারে উপরোক্ত ঋণ সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণের প্রতিও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য হবে।
১১. কোনও কারণ না দেখিয়ে প্রাপ্ত যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব/বিড গ্রহণ বা বাতিল করা বা এই বিক্রি বাতিলের অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।
১২. এতদ্দ্বারা ওপরে লেখা ই–নিলামের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাপাতি সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে, যেমনটা করতে তাঁরা ব্যর্থ হলে ওপরে লেখা সম্পত্তিগুলি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং এর পরেও যদি কোনও অর্থাঙ্ক বকেয়া থাকে, তাহলে তা সুদ ও মাশুল সমেত তাঁদের থেকে আদায় করা হবে।
১৩. বিশদ তথ্য কানাড়া ব্যাঙ্কের এই ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে: **www.canarabank.com**।

তারিখ: ০৩.০৪.২০২৫ / স্থান: কলকাতা **অনুমোদিত আধিকারিক/ কানাড়া ব্যাঙ্ক**

সাজ-পয়লার গল্প

বাঙালির ক্যালেন্ডারে আরও একটা নতুন বছর এল বলে। বৈশাখী সাজে আজকাল ঘরোয়া-য় ‘রোমিও-জুলিয়েট’

পরমা দাশগুপ্ত

মডেল দেবদত্ত রাহা, হিয়া রায়
পোশাক চান্দ্রী মুখার্জি (৬২৯০১৩৯৩৬১)
গয়না ডিভা’স জুয়েলারি (প্রিয়াঙ্কা)
মেকআপ ও স্টাইলিং মৌমিতা নস্কর, চান্দ্রী মুখার্জি
সহায়তা অর্পিতা বসু
ছবি সম্রাট দাস
আবীর রিঙ্কু হালদার
ভিডিও আবীর রিঙ্কু হালদার
সহায়তা সায়ন রক্ষিত
স্টুডিও কাট্টাস ক্রিয়েটিভ স্টুডিও
ভাবনা পরিকল্পনা ও প্রয়োগ শ্যামশ্রী সাহা

মার্চ পেরিয়ে এপ্রিলে পা রাখতে না রাখতেই গরমে ওষ্ঠাগত প্রাণ। বেলা গড়ালে ঝাঁ ঝাঁ রোদে বাইরে পা রাখতেই ইচ্ছে করে না। জমিয়ে সাজগোজের গল্প তো ঢের দূরের কথা! তবু তারই মধ্যে দরজায় কড়া নাড়ছে আরও একটা নতুন বছর। পয়লা-পার্বণে ডুব দেবেন আর সাজবেন না, তা-ও কি হয়! নববর্ষে জমিয়ে সাজবেন। ঠিক যেমনটা করেছেন একালের ‘রোমিও-জুলিয়েট’। পর্দায় সবুজে ঘেরা পাহাড়ি গ্রাম তালমায় যে রোমান্সের শুরু, তাকেই এই শেষ-বসন্তে কলকাত্তাইয়া গরমে এনে ফেললেন দেবদত্ত রাহা এবং হিয়া রায়। বৈশাখী সাজে ধরা দিলেন আজকাল ঘরোয়া-র ক্যামেরায়।

বাঙালির উৎসব-সাজে বরাবরই ওতপ্রোত জড়িয়ে লাল-সাদার চিরকালীন জুটি। এবার একটু পালাবদল। লাল–সাদা শাড়ি নয়, জুটির সাজে লাল–সাদা ধুতি আর হিয়া বেছে নিয়েছেন আলতা–গোলাপি হ্যান্ডমেড সুতির ডুরে শাড়ি। সঙ্গে হ্যান্ডমেড সুতির জামদানি বেল-স্লিভ ব্লাউজে লাল-সাদার যুগলবন্দি। এলো চুলে, বড় সিঁদুর-টিপে, মুক্তোর চোকার, ঝুলন্ত ভারী সোনার নেকলেসে নিখাদ বাঙালি কন্যে।

বছর-পয়লার সাজে দেবদত্তও কম যাবেন নাকি? রোদে ঝলসে যাওয়া দিনগুলোতে হালকা রংই বরাবরের সেরা পছন্দ। শরীর তো বটেই, চোখেরও আরাম তাতে। দেবদত্তও তাই ভরসা রেখেছেন হালকা ছাইরঙা পিওর কটন জামদানি হাইনেক কুর্তায়। তাতে লম্বা এক টানে লাল-সাদায় কাজ। বাদ যায়নি চৈত্র-শেষের হলুদের ছোঁয়াটুকুও। সঙ্গে লাল নকশার সাদা ধুতিতে যেন সমানে সমানে টক্কর দিয়েছেন পর্দার প্রেমিকার সাজের সঙ্গে।

বিকেল গড়ালে খানিক কমে আসবে রোদের তাত। কমবে গরমও। সন্ধের জমায়েতে তাই বরং খানিকটা গাঢ় রং, ভারী সাজ বেছে নেওয়া চলে। তবে মেকআপ হাল্কা হলেই বোধহয় মানায় ভাল। হিয়ার পছন্দে তাই বেগুনি-কমলা ডুয়াল টোনের হ্যান্ডমেড পিওর মোডাল বাই জরি শাড়ি। সঙ্গে ভারী আফগানি গয়নায়, হাল্কা মেকআপে, গোছ করে বাঁধা চুলে, ছোট্ট টিপে গ্রীষ্ম-সন্ধ্যার পার্টি লুক এক্কেবারে জমজমাট। তাঁর মতোই গাঢ় রং বেছে নিয়েছেন দেবদত্তও। তাঁর উজ্জ্বল নীলরঙা পাঞ্জাবীর অর্ধেকটা জুড়ে সাদা বুটির নকশা ঠাসা। সঙ্গে চওড়া লাল নকশাপাড় ধুতিতে পাক্কা বাঙালিবাবুটি যেন! তাঁদের পর্দা-প্রেমে তাল দিয়েছিল তালমা। বাস্তবে খাস কলকাতায় বৈশাখী সাজে এই রং-মিলন্তিতে কি ধরা রইল তারই রেশ? হাসিতে-খুশিতে ফেলে আসা দিনগুলো ফিরে দেখলেন দেবদত্ত-হিয়া। বাকিটায় বছর শুরুর গল্প লেখা। আলো আর ভালয় এগিয়ে চলার আশা।

পাত পেড়ে পয়লা

নববর্ষ মানেই জমিয়ে খাওয়াদাওয়া। বছরের প্রথম দিনে শহর জুড়ে কোথায় ভূরিভোজের আয়োজন? ঢুঁ মারবেন কোন রেস্তোরাঁয় হদিশ দিলেন সোমা মজুমদার

নববর্ষের হাত ধরে শুরু বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর পার্বণ মানে পেটপুজো। পাতে মোচার ঘণ্ট, কচুশাক, কচি পাঁঠার ঝোলের মতো বাঙালি পদ থাকলে জমজমাট পয়লা বৈশাখ। কয়েক দশক আগেও বাড়ির বাইরে বাঙালি খাবার খাওয়ার চল ছিল না। নিরামিষ থেকে আমিষ, সবই তৈরি হত গৃহস্থের হেঁশেলে। কিন্তু ব্যস্ত জীবনে কোনও রকমে ভাত-ডাল ফোটাতেই ঘড়ির কাটা জানান দেয়! তাই তো বাড়ির রান্নাঘরে হারিয়ে যাচ্ছে দিদা-ঠাম্মার বাঙালি পদ! তবে নাই বা তৈরি হল ঘরে, রসনাতৃপ্তির সেই সুযোগই যে মেলে বিভিন্ন বাঙালি রেস্তোরাঁগুলিতে। বিশেষ করে পয়লা বৈশাখে স্টার্টার থেকে ডেজার্ট, সবেতেই থাকে ভরপুর বাঙালিয়ানা। বছরের প্রথম দিনে বিশেষ বাঙালি পদ নিয়ে হাজির তিন রেস্তোঁরা।

আহেলি

বাংলার অভিজাত বাড়ির স্বাদ ফেরাতে পথচলা শুরু ‘আহেলি’র। নতুন বছরে ‘আহেলি’তে পেয়ে যাবেন কর সমেত ২৭৯৫ টাকায় ‘ভূরিভোজ’ থালি, ২৩৯৫ টাকায় ‘রাজভোজ’ থালি এবং ১৬৯৫ টাকায় ‘মহোৎসব’ থালি। শরৎ বোস রোডের শাখায় পাবেন ‘আহার’ ও ‘মহাভোগ’ (খরচ কর সহ ১২৯৬, ১৫৯৫)। আর অ্যাক্সিস মলের ‘আহেলি’তে জিএসটি সমেত ১৪৯৯ টাকায় হাজির ‘নববর্ষের পেটপুজো’ বাফেট। মাছের চপ, হিং ডালের কচুরি, বেগুন ভাজা, গোবিন্দভোগ মুগ ডাল, সবজি ঘণ্ট, টম্যাটো বাদাম দিয়ে আলুরদম থেকে শুরু করে আদা বাটা দিয়ে চিংড়ি ঝাল, সর্ষে ইলিশ, ভেটকি পাতুরি, কষা মাংস, রাজনন্দিনী পোলাও, কাঁচা আমের চাটনি, মালাইভোগ।

ভূতের রাজা দিল বর

গুপি আর বাঘার মতো হাততালি দিলেই হাজির প্লেট ভর্তি পছন্দের খাবার খাবার। কোথায়? ‘ভূতের রাজা দিল বর’ রেস্তোরাঁয়। যেখানে আনাচেকানাচে রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের ছোঁয়া। পয়লা বৈশাখে এই রেস্তোঁয়ার বিশেষ আয়োজন ‘ভূতের রাজার বৈশাখী থালি’। যার মধ্যে পাবেন আম পান্না, ফিস ফ্রাই, কড়াইশুঁটির কচুরি, ভাজা মশলার আলুরদম, বাসন্তী পোলাও থেকে মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল সহ ভেটকি পাতুরি, চিংড়ি মালাইকারি, ইলিশ ভাপা, ভূতের কালো পোড়া খাসির মাংস, পায়েস সহ আরও অনেক পদ। এই থালিতে দিব্যি দু’জন জমিয়ে খেতে পারেন। খরচ পড়বে ১৬৯৯ টাকা। এছাড়াও রয়েছে ৬৪৯ টাকায় ‘হল্লা রাজার কাঁকড়া থালি’, ৮৯৯ টাকায় ‘মেছো ভূতের পঞ্চ প্রীতি থালি’, ৬৯৯ টাকায় ‘গুপির থালি’, ৭৯৯ টাকায় ‘বাঘার থালি’।

বাবু কালচার

পয়লা বৈশাখে প্রিয়জনের সঙ্গে খাঁটি বাঙালি খাবারেপেটপুজো করতে চাইলে যেতে পারেন ‘বাবু কালচার’-এ। বাঙালিয়ানার অন্যতম এই রেস্তোরাঁটির আতিথেয়তা মুগ্ধ হওয়ার মতো। পুরনো কলকাতার আমেজ রয়েছে এদের সাজসজ্জাতে। পয়লা বৈশাখে নিরামিষ ও আমিষের ‘বৈশাখী থালি’ আয়োজন রয়েছে এই রেস্তোঁরায়। যেখানে ৭৪৯ টাকায় নিরামিষ থালিতে পেয়ে যাবেন গন্ধরাজ লেবু আর ভুনা জিরের শরবত, এঁচোড়ের দইবড়া, গন্ধরাজ লেবু ও লঙ্কা, বাসমতী চালের ভাত, ঘি, বেগুনি, বাদাম কারি পাতা দিয়ে আলু ঝুরি ভাজা, সবজি দিয়ে সোনা মুগডাল, মোচার ঘণ্ট, নারকেল সর্ষে কুমড়ো ভর্তা, লুচি, কষা আলুরদম, বাসমতী পোলাও, ছানার বাহারি ডালনা, সর্ষে চারমগজ পটল পোস্ত, বেগুন বাসন্তী, পাপঁড়, ফলের পায়েস, রসগোল্লা, মিষ্টি পান। অন্যদিকে, আমিষ থালিতে এঁচোড়ের দই বড়ার পরিবর্তে থাকবে বাগানের মশলা দিয়ে ফিস ফ্রাই, ছানার বাহারি ডালনা, সর্ষে চারমগজ পটল পোস্ত, বেগুন বাসন্তীর বদলে নারকেল সর্ষে গলদা চিংড়ি, ভেটকি পাতুরি, ভুনা মাংস। খরচ পড়বে ৯৯৯টাকা। এছাড়াও ১৪৯৯ টাকায় রয়েছে ইলিশ থালি।

সপ্তপদী

‘সপ্তপদী’ নামটির সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে বাঙালির নস্টালজিয়া। একদিকে সম্পূর্ণ বাঙালিয়ানা, অন্যদিকে উত্তম-সুচিত্রার হাত ধরে রোমান্টিক ছোঁয়া ধরা পড়ে এই রেস্তোরাঁয়। ‘হারানো সুর’-এর সঙ্গে হরেক সুস্বাদু পদের স্বাদ নেওয়ার যেন এক আলাদাই আনন্দ! পয়লা বৈশাখে এই রেস্তোঁরায় রয়েছে বিশেষ থালির আয়োজন। যেখানে পেয়ে যাবেন কাঁচা আমের শরবত, কাঁচা লঙ্কা বাদামি মুরগি, আম আদা পার্সলে ফিস, রাঙা আলু ও কিডনি বিন ক্রোকেট, আজওয়াইন পনির ফ্রিটার, স্টিমড রাইস, বাসমতী পোলাও, লুচি, স্যালাড, সোনা মুগ ডাল, ঝুরি আলু ভাজা, ভাঙাবড়ি শুক্তো, ভাজা মশলা আলুরদম, চিংড়ি মালাইকারি, ভেটকি পাতুড়ি, মুরগির ঘটি গরম কিংবা মটন সিপাহী, চাটনি, পার্পড় ও ডেসার্ট। ৫% জিএসটি সহ খরচ পড়বে ৮৯৯ টাকা। বছরভর যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন, খাওয়াদাওয়ায় ভোজনরসিক বাঙালিকে হার মানাবে কার সাধ্যি! পয়লা বৈশাখে জিভে জল আনা বাঙালি পদের স্বাদ আনতে রেস্তোঁরায় ঢুঁ মারতেই পারেন।

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মায়ানমারের অসহায় মানুষদের সাহায্যার্থে ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের তরফে স্বামী রাঘবাম্বানন্দ মহারাজ ও ছাত্রছাত্রীরা কলকাতায় মায়ানমারের কনসাল জেনারেলের হাতে এক লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা তুলে দিলেন। ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের কর্মসচিব স্বামী নিত্যরূপানন্দ মহারাজ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে মায়ানমারের এই বিপদে পাশে থাকার আবেদন জানান।

পরামর্শ চাইছে বিএসএনএল

চলতি বছরের এপ্রিল মাস 'গ্রাহক পরিষেবা মাস' হিসেবে পালন করছে ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল)। গ্রাহক স্বার্থের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে এই এক মাসে সংস্থার যাবতীয় পরিষেবার (মোবাইল, এফটিটিএইচ, ব্রডব্যান্ড, ল্যান্ডলাইন) বিষয়ে গ্রাহকদের পরামর্শ নিয়েই এগোতে চায় সংস্থাটি। বিএসএনএল–এর সমস্ত অফিস ও কর্মী এই উদ্যোগে শামিল হচ্ছেন।

বাৎসরিক অন্নপূর্ণা পুজোর ৪৪ বছর। আয়োজক 'কৈখালি নাগরিকবৃন্দ'। এলাকার নামী এই পুজোর সঙ্গে একসময় যুক্ত ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, মহাশ্বেতা দেবী, তারাপদ রায়, শৈলেন মান্না, পি কে ব্যানার্জি, অমল দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দশঙ্কর, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট মানুষেরা। বৃহস্পতিবার পুজোর উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী বেদ্যানন্দ। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পুরপিতা সম্রাট বড়ুয়া। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবাশিস হাজরা ও অনিন্দ্য মল্লিক জানান, এবারও থাকছে গরীবদের জন্য বিনা খরচে ছানি অপারেশন, রক্তদান ও বস্ত্রদান শিবির। শনিবার ৫০ হাজারের বেশি দর্শনার্থীকে খাওয়ানো হবে ভোগ প্রসাদ। সপ্তাহ জুড়ে মেলার পাশাপাশি থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। ছবি: আজকাল

লগ্নি বাড়ছে নর্থ গোয়ায়

মোপা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে ঘিরে নর্থ গোয়া ও ডোডামার্গ অদূর ভবিষ্যতে পর্যটন, ব্যবসা ও রিয়েল এস্টেটের নতুন লগ্নিক্ষেত্র হিসেবে গড়ে উঠতে চলেছে। এলাকায় দ্রুতগতিতে সড়ক যোগাযোগ ও পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে। একটি নামী রিয়েল এস্টেট সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এলাকায় একদিকে যেমন বিশ্বমানের ক্যাসিনো গড়ে তোলার কাজ চলছে, তেমনই এখানে শিগগিরই মাথা তুলবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, কর্পোরেট অফিস, এরোসিটি কমপ্লেক্স, হোটেল, রিটেল সেন্টার।

নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপে সাফল্য

চলতি বছরের মার্চ মাসে উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য পেল। এই ওয়ার্কশপ রেলওয়ে বোর্ড, আরডিএসও এবং উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় দ্বারা প্রস্তাবিত সব ধরনের পরিবর্তনের ১০০ শতাংশ পালন করছে। একদিকে যেমন পুরনো ক্যারেজ লিফটিং শপ খালি করা হয়েছে, তেমনই বিভিন্ন শ্রেণিতে মোট ৭৭টি কোচের সফল পর্যায়ক্রমিক ওভারহলিং সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া এখানে ১৪৫টি ওয়াগনেও সাফল্যের সঙ্গে চালু করা হয়েছে।

Notice Inviting e-Tender

E-NIT No.- KSY/EO/17/2024-25, Dated- 03/04/2025

Tender Id: 2025_ZPHD_832798_1, 2025_ZPHD_832820_1, BID Start Date- 03/04/2025 from 02:00 PM Bid Closing Date- 17/04/2025 upto 02:00 PM Opening date of Technical bid- 21/04/2025 and after 11:00 AM For more details Please visit to https://wbtenders.gov.in. intending contractors may also contact Engg. Dept. of this office and office notice board.

Sd/- Executive Officer Keshiary Panchayat samiti

INFORMATION WANTED

This is the photograph of Anisha Nayak, Father's Name- Ajay Nayak, of Laxmi Ghat, PO-Titagarh, PS-Khardah, Barrackpore Commissionerate, who has been missing since 17.01.2025 at about 08.30 A.M., from Residence under Khardah PS. Description of this missing person is : Age-19 Years, Complexion-Sallow, Height- 5 Feet 2 Inch, Language- Hindi. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA- D 692(3)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice

e-NIT is invited by the Executive Engineer, Jhargram Zilla Parishad, Ref:-JGM/ZP/N-02/2025-26 (Sl.No-1) Tender id 2025_ZPHD_832769_1 For different PS area under Jhargram Zilla Parishad. Technical and Financial bid submission closing date & time 11-04-2025 upto 16:00 Hours . .All details can be obtained from the website www.wbtenders.gov.in & www.jhargram.gov.in Sd/- District Engineer Jhargram Zilla Parishad

Memo No:-47(2)/Adv/Jica Date:- 03.04.2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridged e-Tender Notice

WBFOR/STR/DFD/NIT/05(e)/2024-25 (3rd Call) for procurement of Tranquilizing Drugs and Accessories. The last date of bid submission is 25.04.2025, 12 PM for more details, Please visit www.sundarbantigerreserve.org, www.westbengal.forest.gov.in & https://wbtenders.gov.in Sd/- Deputy Field Director, Sundarban Tiger Reserve.

ICA- T6915(3)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Executive Engineer, Birbhum Division, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. 40/2024–2025 and 2025_PHED_831898_1 to 7 for different types of works for different W/S Scheme under Birbhum Division, P.H.E. Dte. Details will be available in the website: wbtenders.gov.in The last date for submission of tender is 25.04.2025 at 16:00 IST. Sd/- for Executive Engineer, Birbhum Division, P.H.E. Dte.

ICA- T6983(3)/2025

OFFICE OF THE ARAMBAGH PANCHAYAT SAMITY
P. O. - Arambagh, Dist. - Hooghly
Notice Inviting E-Tender

E-Tender is invited Vide No. WB/HG/ARM/EO/SBMG/21/24-25 Dated : 26.03.2025. For details please contact https://etender.wb.nic.in Sd/- EO Arambagh Panchayat Samity

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGE e-TENDER NOTICE
e-NIT No.-WBIW/EE/MID/eNIT-41/2024-25

The Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda invites above mentioned eNIT for **Twenty Nine nos** work. Last Date of Bid Submission **21/04/2025** & Time upto **17:00 Hrs** Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site http://www.wbiwd.gov.in & https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda.

ICA- T6930(4)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

e-N.I.T No- WBIW/EE/KIDIVISION/e-NIT-01(e)/2025-26 under Kakdwip Irrigation Division, Kakdwip, Online e-tender has been invited by the undersigned for 2 (Two) no. of work. amount put to tender ranging from Rs. 25.03 Lakh to Rs. 86.59 lakh. Last date of submission of online bid 17.04.2025 upto 12:00 Hrs. All necessary details may be obtained from West Bengal Government e-tender portal wbtenders.gov.in Sd/- EE, KID

ICA- T6945(3)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE-02
Ref: NIeT. No. WBPHED/AE/KTS/NIeT_20/2024-2025, vide Memo. No. 411/KTS, Dated 10.03.2025.

Due to some unavoidable circumstances, some changes have been made as follows: INSTEAD OF Bid Submission Last Date : -28.03.2025, Bid Opening Date : 02.04.2025. PLEASE READ Bid Submission Last Date:- 07.04.2025, Bid Opening Date: 09.04.2025. Sd/- Assistant Engineer, Katwa Sub-Division, P. H. Engineering Dte.

ICA- T6985(2)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Assistant Engineer, Burdwan Sub-Divn., P.H.E. Dte. on Behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. WBPHED/AE/BSD/enit-20/2024-2025 and ID: 2025_PHED_827260_1 to 7 for Different works under Burdwan Sub-Divn. PHED. Details will be available in the website: wbtenders.gov.in The last date for submission of tender is 16.04.2025 upto 14:00 Hours. Sd/- for Assistant Engineer, Burdwan Sub-Divn., P.H.E. Dte.

ICA- T6972(2)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGE e-TENDER NOTICE
e-NIT No.-WBIW/EE/MID/eNIT-40/2024-25

The Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda invites above mentioned eNIT for **Thirty Three nos** work. Last Date of Bid Submission **17/04/2025** & Time upto **17:00 Hrs.** Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site http://www.wbiwd.gov.in & https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda.

ICA- T6925(4)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Executive Engineer, Jhargram Division, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. eNIT No. 12 of EE/JHD of 2024-2025 and ID: 2025_PHED_831281_1 to 5 for DIFFERENT TYPE OF WORKs in Jhargram District. Details will be available in the website: wbtenders.gov.in The last date for submission of tender is 21.04.2025 up to 18:00 Hours. Sd/- for Executive Engineer, Jhargram Division, P.H.E. Dte.

ICA- T6978(3)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tender ID: 2025_PHED_832737_(1)
WBPHE/EE/JMD/NIeT 01 OF 2025-2026
Ref: Memo No. 713/ JMD dated 02.04.2025

The Executive Engineer, Jhargram Mechanical Division, PHE Dte. has invited open e-Tender for the work (Sl. no.1) as mentioned in the respective NIeT. Last date of submission 24.04.2025. For details please visit www.wbtenders.gov.in & the departmental website i.e. www.wbphed.gov.in and Office Notice Board.

Sd/- EE/JMD, PHE Dte.

ICA- T7003(3)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
IRRIGATION AND WATERWAYS DIRECTORATE
NOTICE INVITING e-TENDER
e-NIT NO.-WBIW/EE-II/LDID/e-NIT- 12/2024-25

e-Tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible bonafide contractors for 10 (Ten) nos. Works under SDS Fund. Last date & time of Bid Submission is on 10.04.2025 upto 14:00 Hrs. for Sl. 1 to10. Details of tender Notice may be seen at https://wbtenders.gov.in or https://wbiwd.gov.in Sd/- Executive Engineer-II, Lower Damodar Irrigation Division, Singur, Hooghly.

ICA- T6943(3)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
W.B.S.F.P.&H.D.C.L.
(A Government of West Bengal Enterprise under the control of the Department of FPI&H, Govt. of West Bengal)
e-TENDER NOTICE
1. 01 dt. 02.04.2025

E-tender is invited for Selection of an agency and providing following personnel on the purely contractual posts of one Executive Assistant (Accounts); one Executive Assistant (GA); one Manager, Food Technology and one Manager, MIS and other. The intending Tenderers are to apply through http://www.wbtenders.gov.in Details are also available in the Website: www.ipshabengal.com & www.wbfpih.wb.gov.in Sd/- Managing Director, WBSFP&HDCL, Benfish Tower, Bidhannagar.

ICA- T6956(3)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD. e-NIT

Executive Engineer (A-M) Midnapore (A-M) Division invites e-tender for Energisation of 1 no Major RLI at Jamboni Block under Jhargram District under Core-Sector Programme 2024-25 under Midnapore (A-M) Division vide Tender reference no- WBWRDD/EE(AM)MID/ e-NIT- 02/25-26. Tender ID:- **2025_WRDD_832717_1. Last date of dropping: 11.04.2025 (2.00 pm)** Intending bidders are requested to visit the website http//wbtenders.gov.in for details.

Sd/- Executive Engineer (A-M) Midnapore (A-M) Division. Midnapore

ICA- T6995(2)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Superintending Engineer, South 24-Pgs. W/S Circle, P.H.E. Dte. vide Ref. No. 27/2024-2025/SE/SWC/WBPHED and ID: 2025_PHED_832034_1 to 2 for 2 nos. work of Construction of 400 cum. capacity 20 mtr. staging height R.C.C. Over Head Reservoir after dismantling of dilapidated R.C.C. Elevated Reservoir at Kakdwip Akshaynagar Zone I, South 24 Parganas, Kakdwip Block and Narayanpur W/S Scheme, Block-Namkhana. Details will be available in the website: http://wbtenders.gov.in. The last date for submission of tender is 30/04/2025 upto 3:00 P.M. Sd/- for Superintending Engineer, South 24-Pgs. W/S Circle,

ICA- T6981(3)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Tender

Appointment of agency for providing facility management services to manage the publicity and promotional campaign of West Bengal Tourism at the Tourist Information Centers (TICs) at International and Domestic Lounge of Netaji Subhash Chandra International Airport, Kolkata. TENDER ID: 2025_WBTD_832568_1, Last Date of Submission of Bid: 29-04-2025. The details are available in www.wbtenders.gov.in & www.wbtourism.gov.in Sd/- Additional Director, Department of Tourism, Govt. of West Bengal

ICA- T6950(3)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGE NOTICE INVITING e-TENDER
WBIW/SE/WC-III/NIT-02(e)/2025-26

Superintending Engineer, Western Circle-III invites online tender for 01 (one) no. Work- "Construction of R.C.C. Bridge over Kaliaghai River at Langalkanta within G.P. - Bishnupur, Block and P.S.- Sabang, Dist.- Paschim Medinipur" under this Circle. A.P.T. Rs. 3294.52 lakh. Tender forms and other details may be obtained from the departmental website www.wbiwd.gov.in and https://wbtenders.gov.in (direct site). Last date of submission of e-bid online is 28.04.2025 upto 16:00 hrs. [Sd/- M. K. Chakravarty], Superintending Engineer, Western Circle-III, I&W Directorate, Tamluk, Purba Medinipur

ICA- T6952(3)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

E-TENDER FOR PROCUREMENT OF PARTS FOR LAPAROSCOPIC SET FOR THE DEPARTMENT OF GENERAL SURGERY BY MEDICAL COLLEGE & HOSPITALS KOL-700073. Vide NIT NO: MCH/E-TEN/3289 Dated 18.03.2025 The reputed companies/direct importers/ authorized distributors/firms/licensed contractors may visit the Website: "https://wbtenders.gov.in" & "www.wbhealth.gov.in" on and from 04.04.2025 for further details. Bid submission start date (on line) : 22.04.25. Bid submission closing date (online) : 13.05.25. Sd/- Medical Superintendent Cum Vice Principal Medical College & Hospitals, Kolkata.

ICA- T6941(3)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridged e-Tender Notice

e-Quotationer are invited by the Executive Engineer, Alipurduar Division, P.H.E. Dte. from the reputed, bonafide, financially sound & experienced agency/ firm for the work of "Works related to PWSS under Alipurduar Division PHED" against following NIeQ. **1) NIeQ No.: 01/ALD/2025-2026. i.** Date of uploading of NIeQ Documents (online) (Publishing date) Date & Time 02.04.2025, 06:00 P.M. **ii.** Both Technical and financial bid submission starting date (online) Date & Time 02.04.2025, 06:00 P.M. **iii.** Both Technical and financial bid submission closing date (online) Date & Time 22.04.2025, 02:00 P.M. Details may be viewed in the http://www.wbphed.gov.in & http://www.wbtenders.gov.in website. Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Division, P. H. Engineering Dte.

ICA- T7005(4)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
e-NIT No. WBIW/EE/APD/NIT-01(e)/2025-26

e-Tender is invited by The Executive Engineer, Alipurduar Irrigation Division, College Halt, Alipurduar on behalf of Governor of W.B. for the work mentioned in the NIT under through online tendering process from the eligible & resourceful Contractors having sufficient credential & financial capacity for execution of work of similar nature. Details of NIT & Tender documents will be available from www.wbiwd.gov.in or https://wbtenders.gov.in on & from 04.04.2025 after 18:30 hrs. Bid submission end date 17.04.2025 up to 14:00 hrs. Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Irrigation Division, Irrigation and Waterways Directorate.

ICA- T6939(4)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER / QUOTATION NOTICE

EE/BSHD/P.W.(Roads) Dte. invites online e-tender for the work of (i) Sankarpur - Nibhujibazar Road, from 0.00 Km to 7.42 Km, Emergent Repairing Work in Stretches for a length of 3700 m under Burdwan South Highway Division in the District of Purba Bardhaman during the year 2025-2026. Estimate Amount: Rs. 7412068.00, e-NIT No. 01 of 2025-26 (Sl-1). Tr. ID. 2025_WBPWD_832598_1. Bid submission Start Date (online): 09.04.2025 at 2.00 P.M. Bid submission closing date (online): 23.04.2025 at 4.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from: http://etender.gov.in Sd/- EE/BSHD/P.W.(Roads) Dte.

ICA- T6998(3)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division invites online e-Tender for the work of Annual Maintenance Work (S&P) at Prafulla Chandra Sen Government Medical College & Hospital, Arambagh, under Hooghly Construction Sub-Division No-II, P.W.D. under Hooghly Construction Division, P.W.D. during the year 2025-2026. Estimated Amount: 863292.00, Tender ID: 2025_PWD_832600_1, NIET No.: WBPWD/EE/HCD/NITe-01 of 2025-2026 Bid submission start date (online): 03.04.2025 from 11:00 AM. Bid submission closing date (online): 21.04.2025 upto 2:00 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- S. Roy, Pratihar, Executive Engineer, PWD, Hooghly Construction Division, Chawkbazar, Hooghly

ICA- T7000(2)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
IRRIGATION AND WATERWAYS DIRECTORATE
Abridged Tender Notice
E-NIT NO. WBIW/EE/UDD/e-NIT-1 of 2025-26

Online Tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of W.B. from the bonafide agencies for the work : "Installation of gauges at 9 (Nine) different locations over Udaypur-KLMNE & Sonai Khal and taking readings for period of four months for authentication of Mathematical Model study within P.S. Nimta, Dum Dum & Belghoria, Dist.- North 24 Parganas." Amounting to Rs. 7,10,548.00. Last date of online application for Tender is 11.04.2025 till 12:00 Hrs. Other details may be seen in the websites www.wbtenders.gov.in & www.wbiwd.gov.in and also in the office of the undersigned. Sd/- Executive Engineer, Urban Drainage Divn., I &W Dte., Govt. of W.B.

ICA- T6932(2)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Invites Notice Inviting e-Tender

No: WBIW/EE/BID/e-NIT- 01 of 2025-26 from eligible bonafide Contractors having credential of execution against similar nature of work of value 30 % (Single Work) within the last five years. 1) No of works: 86 (Eighty Six) Nos. 2) Last date of submission: 21.04.2025 up to 16.00 hours. 3) Name of work: Restoration of Sundarban Embankment. 4) Amount put to tender: Ranging from Rs. 41, 730.00 to Rs. 30, 64,727.00. 5) Source of Fund: SDS Maintenance. Details may be obtained from the office of the Executive Engineer, Basirhat Irrigation Division, Irrigation & Waterways Directorate, P.O.-Dhaltitha, Via-Basirhat, Dist-North 24 Parganas, Pin-743412, Tel no-03217-265258 or departmental website www.wbiwd.gov.in (Tender & Notice) & www.wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Basirhat Irrigation Division

ICA- T6993(3)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

The District Manager, West Bengal State Seed Corporation Ltd., Coochbehar, Beej Bhawan, Vivekananda Street, Coochbehar, invites Tenders for engagement of road transport contractor for WBSSCL, Coochbehar District Unit office for transportation of different types of seed and other agricultural inputs in bags and cartoons pack within the District & Outside the district as well. (Tender Ref. No. WBSSCL/DM/COB/e-NIT-01/2024-25 dated 28.03.2025. Bid Submission Closing date 25.04.2025 upto 6.00 p.m.) Details information may be obtained from the website: wbtenders.gov.in and www.wbsscl.com Tender related information including addendum / corrigendum, if any, shall also be available in said website and Notice Board of WBSSCL, Coochbehar. Sd/- District Manager, WBSSCL, Coochbehar

ICA- T6948(4)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. invites online e-tender for the work of "Comprehensive Annual Maintenance of Electrical Installation work at the District Judges Court, Purulia (Old and New premises); Purulia Sub-Division, P.W.D.; District Library, Purulia; Office of the Register, Purulia; Purulia Zilla School, Purulia and Dak Bungalow, Purulia in the District of Purulia." e-NIQ No. 01 of 2025-2026, Tender Id:- 2025_WBPWD_832001_1. Bid submission start date [online]:- 08-04-2025 from 10:00 a.m. Bid submission closing date [online]:- 17-04-2025 from 6:00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.D.

ICA- T6960(2)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Assistant Engineer, Hasnabad Sub-Division, P.H.E. Dte. On behalf of governor of West Bengal vide Ref. No. WB/PHED/AE/HSD/NIET-33/HSD OF 2024-25 and ID: 2025_PHED_831809_1, 2025_PHED_831809_2, 2025_PHED_831809_3, 2025_PHED_831809_4, 2025_PHED_831809_5, 2025_PHED_831809_6, 2025_PHED_831809_7, 2025_PHED_831809_8, 2025_PHED_831809_9, 2025_PHED_831809_10 for sinking of TW. Details will be available in the web site: wbtenders.gov.in Last date for submission of tender is 16.04.25 upto 2:00 p.m. Hours. Corrigendum if any will be published at the above website only. Sd/- the Assistant Engineer, Hasnabad Sub-Division, P.H.E. Dte.

ICA- T6989(2)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE

[1] Bid reference no.-WBMSCL/NIT-241/2025, Dated-27/03/2025. Setting up Doctors rest room, illumination of hospital outside area and allied Electrical works to safety of patient care services under Rattier Sathi at Gopiballavpur SSH, Dist. Jhargram. [2] Bid reference no.-WBMSCL/NIT-242/2025, Dated-27/03/2025. Setting up Doctors rest room, illumination of hospital outside area and allied Electrical works to safety of patient care services under Rattirer Sathi at Nayagram SSH, Dist. Jhargram. [3] Bid reference no.-WBMSCL/NIT-243/2025, Dated-27/03/2025. Supply and Installation of various type of lights for hospital campus illumination, modification of Street Light and additional Split AC and wall bracket fan and exhaust Fan with allied Electrical Installation works for Ghatal SSH, Paschim Medinipur (Under Rattirer Sathi). Last date of submission of bid (online)-21/04/2025 up to 3:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.wbtenders.gov.in on or after 04/04/2025 at 03:00 P.M. request for Clarification, if any, may be sent to cpee@wbmsc.gov.in Sd/- General Manager, WBMSCL Joint Secretary to the Govt. of West Bengal.

ICA- T6920(3)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DIRECTORATE OF PUBLIC HEALTH ENGINEERING
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, RESOURCES DIVISION
Janaswasthya Karigari Bhawan (NIJALAYA), C.N.B. STREET NO- 18, CN BLOCK, SECTOR-V BIDHANNAGAR, Kolkata - 700 091
NOTICE INVITING E-TENDER
NO.- WBPHED/EE/RS/e58/2024-25/SL01 to Sl09
TENDER ID : 2025_PHED_831284_1_9

Work for unmounting, packing, transporting of all physical servers, hardwares and other instruments of the official Data Centre of P.H.E. Department from 7th floor, B-Block, New Secretariat Building, 1 Kiran Shankar Roy Road, Kolkata 700001 to Janswasthya Karigari Bhavan (Nijalaya) at CN 8, Street Number 18, CN Block, Sector V, Bidhannagar, Pin-700091 and Haringhata Water Treatment Plant, Buddha Park, Kalyani Expressway, Kalyani, Nadia, Pin-741235 and Other IT Work. Pre-qualification, Technical & Financial bid Submission starting date (online) (27.03.2025 from 2:00 p.m.). Pre-qualification, Technical & Financial bid Submission closing date (online) (21.04.2025 upto 2:00 p.m.). For detail Log on to : www.etender.wb.nic.in Sd/- Executive Engineer, Resources Division, Public Health Engineering Directorate, Govt. of West Bengal.

ICA- T6976(3)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
West Bengal Renewable Energy Development Agency [WBREDA]
(An Organisation under Department of Non-Conventional & Renewable Energy Sources, Government of West Bengal)
Bikalpa Shakti Bhavan, Plot-J1/10, Block- EP & GP, Sector- V, Salt Lake Electronics Complex, Kolkata- 700 091
e-Tender Notice
NIeT No: WBREDA/NIeT-34/2024-25
Date: 28.03.2025

WBREDA invites e-Tender for Site Survey, Capacity fixation, Design, Engineering, Manufacturing/ Procurement, Testing, Supply, Installations & Commissioning, 05 years comprehensive maintenance for Biogas Plants at 06 nos. of residential schools and hostels in the name of Ekalabya Model Residential School & Hostel in West Bengal. The NIeT can be accessed from WBREDA website [www.wbreda.org] and can be downloaded from https://wbtenders.gov.in portal from 04.04.2025, 5:00 P.M. onwards. The last Date of submission of bid is 25.04.2025 upto 4:00 P.M. Further updates if any, in this regard will be available only at https://wbtenders.gov.in Bidders should regularly visit the said website to keep them updated. Sd/- Divisional Engineer-II, WBREDA.

ICA- T6922(3)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-RfP No: 12/SE(NC)/SWM/KMDA of 2024-2025

Online e-RfP in two part system is invited by the Superintending Engineer, North Circle, SWM Sector, KMDA, Unnayan Bhavan, 5th Floor, Block-A, Salt Lake, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / Individual contractors / Special Purpose Vehicle / Joint Ventures, for the work. **Name of Work, Estimated Value of the work, Earnest Money Deposit/ Bid Security, Concession Period,** Selection of concessionaire for repairing, renovation, remodeling, operation and complete maintenance (including all consumables) for a period of 15 (fifteen) years from the Commercial Operation Date (COD) of all existing establishments of solid waste processing units, for management of daily generated fresh waste (solid), strictly complying the Solid Waste Management Rules, 2016, including the work of biomining of legacy waste to reclaim the land of dumpsites/GVPs utilising scientific method for Bhatpara Municipality, Dist.: North 24 Parganas, West Bengal., **(a) For legacy waste:** per MT of output fractions of legacy waste processed, **(b) For fresh waste:** per MT of input fresh waste, Rs. 10,00,000/-, 15 years & 7 months (5,685days), **Last date & time for submission of Tender through online:** 08.05.2025 up to 15:55 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-1351)**

www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T6936(3)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
2ND CORRIGENDUM (TIME EXTENSION) NOTICE

Due to insufficient number of Bidder the critical dates of Notice Inviting e-Tender No.- WBIW / EE / UDD /e-NIT- 18/ of 2024-25 for 9 nos work having Tender id: 2025_IWD_824239_1, 2025_IWD_824239_2, 2025_IWD_824239_3, 2025_IWD_824239_4, 2025_IWD_824239_5, 2025_IWD_824239_7, 2025_IWD_824239_8, 2025_IWD_824239_9 & 2025_IWD_824239_10 & document download end date, bid submission end date & technical bid opening date with preliminary result (TBO Sheet) changed to 11.04.2025; 11.04.2025 & 16.04.2025 at 14.00 Hrs, 14.00 Hrs & 16.00 Hrs respectively. Details may be seen in the websites:www.wbtenders.gov.in & www.wbiwd.gov.in and also in the office of the undersigned Sd/- Executive Engineer, Urban Drainage Division, I &W Dte, Govt of W.B.

ICA- T6918(1)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

e-Tender is being invited by the undersigned for and on behalf of the Governor of West Bengal against e-NIT No. 16/2024-25 of the Executive Engineer, Jhargram Division, Social Sector, P.W.Dte. for the following work from the eligible contractors as mentioned in the e-NIT. The details are available in the website https://wbtenders.gov.in and online submission of bid is permitted up to 14.00 Hrs. on 16.04.2025. 1. Tender ID - 2025_WBPWD_832486_1, Name of the Work - Sinking of a Deep Tubewell (100mm x 200mm) having 180mtr. depth including installation of Submersible Pump in the campus of Govt. Model School, Gopiballavpur-I at Kamlasole in the dist. of Jhargram, Project ID:- ES2425297455000. (2nd Call), Estimated Amount - Rs. 7,28,975.00, Earnest Money - Rs. 14,580.00. Sd/- Executive Engineer, Jhargram Division, Social Sector, P.W.Dte.

ICA- T6964(2)/2025

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER, EASTERN CIRCLE, PHE DTE.
NIJALAY, PLOT NO. CN-8, SEC-V, SALT LAKE CITY, KOLKATA - 700091
e-TENDER NOTICE
Tender Ref. No: WBPHED/SE/EC/NIET-69/2024-25
Tender ID: 2025_PHED_831056_1, 2025_PHED_831056_2, 2025_PHED_831056_3, 2025_PHED_831056_4, 2025_PHED_831056_5

e-Tenders in WBF 2911 are invited for the work of "1) Additional Laying distribution system at different mouzas including FHTC under Augmentation of Mollarpur Zone-I (Part-B & C) 2) At Mayureswar, Kushtor and Adjoining Mouzas including FHTC under Augmentation of Mayureswar 3) Balance Laying of rising main along with road restoration other allied works for AUGMENTATION of MARGRAM. 4) Restoration of Road & Balance Laying of Pipeline through Jack pushing Near (Illambazar Traffic More, Illambazar Post Office, Payer School along the NH Road) at Illambazar PWSS due to Laying of Rising & Distribution Pipeline 5) Source Augmentation along with other allied Civil Works for KOT PWSS within Mayureswar-I Block under Birbhum Division, P.H.E. Dte. (SL NO 1 TO 5) & Corrigendum uploaded." **Bid Submission Closing Date (Online) : 25.04.2025 at 02:00 p.m.** Further details are available in the website:- http://wbtenders.gov.in/nicgep/app Sd/- Superintending Engineer, Eastern Circle, P.H.E. Dte.

ICA- T6974(3)/2025

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY LIMITED
(A Government of West Bengal Enterprise)
Registered Office: Vidyut Bhavan, Block-DJ, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700 091
CIN: U40101WB2007SGC113474 • web: www.wbsetcl.in

NIT No.: DGP-400KV AO/Civil/2025-26/04 **Date: 04.04.2025**

E-Tender is invited for renovation and modification of Transit Camp at Durgapur 220 kV colony complex under Durgapur 400 kV Area Office. Bid submission starting date (online): **09.04.2025, 09:00 A.M.** and bid submission closing date (online): **21.04.2025, 03:00 P.M.**

Visit the following websites- www.wbtenders.gov.in, www.wbsetcl.in for details.

ICA- T6934(2)/2025

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
Regd. Office : Vidyut Bhavan, Block-DJ, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700 091
CIN : U40109WB2007SGC113473, www.wbsedcl.in

WBSEDCL invites e-Tender as follows:

NIT No.: WBSEDCL/SPGD/2024-25/2nd Call/NIT-68, **Dt.:** 26.03.2025 of the Chief Engineer, Solar Power Generation Department, WBSEDCL. **Estimated Cost:** ₹ 2,79,55,982/- for *'Construction of Boundary Wall & High Mast (04 nos.) at Chharrah & 07 nos. Watch Tower (04 nos. at Chharrah & 03 nos. at Santaldih) 10 MW Solar PV Plants of WBSEDCL,* **Dist.**-*Purulia, West Bengal.'*

For details, visit https://wbtenders.gov.in & www.wbsedcl.in

ICA- T6927(3)/2025

SUSHCHAM CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.,

Intends to build one G+4 storied building on plot No. Plot No.:-IIC /2407/3, Premises No.:- 05-0664, New Town, Kolkata, North 24 Parganas, Barasat Sadar, Pin code-700161. for which the said Society inviting the application & desires to appoint one bonafide Architect (Consultant Firm) and one Developer (Construction Firm) for building construction as per rules & regulations of Co-operative Society & HIDCO. Application with as an offer to be submitted to the e-mail (sushcham56@gmail.com) of under signed within 7 days from publication date. Tirtha Chatterjee Secretary SUSHCHAM CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.,

Indicative Advertisement

Invited N.I.T. (e-tender) by the B.D.O. Gangajalghati Development Block, Bankura NIQ-01 of 2025-26 vide Memo No.: 759 dated: 02-04-2025, ID No.: 2025_ZPHD_832480_1, date of Closing of Submission : 17-04-2025 upto 18:30 hrs. Other details are available at : wbtenders.gov.in

Sd/- Block Development Officer Gangajalghati Development Block Gangajalghati, Bankura

MADHYAMGRAM MUNICIPALITY
CORRIGENDUM

Corrgendum for **eN.I.T. No.WBMAD/MM/NIT-36e/2024-25, Sl. No.2.** Details of Corrigendum will be available from website **https://wbtenders.gov.in** and Municipal website **www.madhyamgrammunicipality.org.**

S/D Chairman Madhyamgram Municipality

1st Corrigendum Notice

Ref. NIT Nos. WBMAD/NIT-17e/BM/BMS/2024-25 (4th Call). WBMAD/NIT-24e/BM/DRAIN-2024-25(5th Call), WBMAD/NIT-78e/BM/BMS/ 2024-25(2nd Call) & WBMAD/NIT-79e/BM/BMS-2024-25 (2nd Call) Bid submission end date extended up to 11/04/2025 at 03.30 P.M., for any further details, please visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman Bishnupur Municipality

UNIVERSITY OF KALYANI
Notice for E-tender

E-tender is invited against Tender ID No. : **2025_UOK_832900_1 for Supply and Installation of 28 (Twenty Eight) Nos of 1.5 Ton Window AC Machines against Buyback.** Last date for submission of quotation **23.04.2025.** For details please visit website **www.klyuniv.ac.in** (for viewing only) and **http://wbtenders.gov.in** (for viewing & tender sub-mission). **Sd/- Registrar**

BURDWAN MUNICIPALITY
Engineering Development Department
E.N.I.T.- 02/2025-2026
Vide Memo No. 02/i/E.D./ e-N.I.T.- 2/2025-26/ Sl. 1-12/2025, Date : 02.04.2025

Sealed Tenders are invited from bonafide agencies for Ref. & Maintenance of Community Toilet in Ward No. 4 & 5 under Burdwan Municipality under SBM & 15th FC Fund. Last date of submission 11.04.2025 up to 18.00 hrs. For details visit : **www.wbtenders.gov.in, www.burdwanmunicipality.gov.in** Further corrigendum & addendum if issued will be published on the above website.

Sd/- Chairman Burdwan Municipality

TENDER NOTICE

WBCADC KVK is inviting item rate e-Tender for the following work:

NIT No.: WB/SONAKVK/01/2025-26 dated: 03.04.2025

Name of the Work: Establishment of Bee Keeping and Honey Extraction Project (as per Annexure-II) at Churamonipur Farm of WBCADC KVK Sonamukhi under RKVY Programme 2024-25.

Last date of submission: **11.04.2025 upto 17:30 hrs.**

For details visit the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Programme Coordinator In-charge KVK, Sonamukhi, Bankura**

OFFICE OF THE CHHATNA PANCHAYAT SAMITI
CHHATNA :: BANKURA

Invited bid e-NIT No. 01/Chh/PS/PBSSM of 2025-26 DATED-02.04.2025 Date of closing of downloading the documents, etc.: 19.04.2025 at 11.00 A.M. & e-NIT No- 02/Chh/PS/SED of 2025-26 DATED-02.04.2025 Date of closing of downloading the documents, etc.: 12.04.2025 at 06.00 P.M. & Details are available at the office of the undersigned and at www.wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer Chhatna, Panchayat Samiti, Bankura

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridged Tender Notice
NIeB No. :
13 of SE (WC)/MED/2024-25 (4th Call)
Tender ID : 2025_MAD_832815_1 to 2025_MAD_832815_13
Memo No.: MED/SE(W)/05/W-288/2024
Dated : 03.04.2025

Name of Work : Construction of RCC OHR along with Land Development Approach Road Guard Room and Boundary Wall...... in all respect of proposed Water Supply Scheme at Zone - 4, 6, 10 under Raniganj Area Zone - 24, 25, 26 under Kulti Area and Zone - 13, 27, 28, 29, 36, 37, 39 under Asansol Area (Total 13 nos. Zones) under AMRUT 2.0 Phase-III within Asansol Municipal Corporation.

Last Date of Bid Submission for above NIeB :-
29.04.2025 Upto 05.00 P.M

Detail NIeB is available at the office in working hours and Govt. website : wbtenders.gov.in

Sd/- Superintending Engineer, West Circle Municipal Engineering Directorate GoWB

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
ই–টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও তরফে ডেপু. চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/রিপেয়ার, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, উত্তরপূর্ব রেলওয়ে, গোরক্ষপুরে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই–টেন্ডার অনলাইন মাধ্যমে (ই–টেন্ডারিং) ''ওপেন'' টেন্ডার আহ্বান করছেন।

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: EL-MWS-GKP-2025-26-01, কাজের বিবরণ: মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুরে ৩ বছরের জন্য উইন্ডো/স্প্লিট ধরনের ঘরের শীতাতপ যন্ত্র, রেফ্রিজারেটর এবং ওয়াটার কুলারের এএমসি/সিএমসি। আনুমানিক মূল্য: ₹২৬,৫২,৩৭৬.৬৮, ইএমডি অর্থাঙ্ক: ₹ ৫৩,১০০/–, টেন্ডার নথি খরচ: শূন্য, স্বীকৃতিপত্র জারির তারিখ থেকে সম্পূর্ণ করবার সময়: ৩৬ মাস।

- অনলাইনে ই–টেন্ডার ২৩.০৪.২০২৫, ১১.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত গৃহীত হবে।
- আরও সম্পূর্ণ বিশদ ও বিড জমার জন্য ভারতীয় রেলের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।

ডেপু. চিফ মেকা. ইঞ্জি./রিপেয়ার (ডব্লুসি)
CPRO/Vidyut-02 **গোরক্ষপুর**

কখনই ছাদ ও ফুটবোর্ডে ভ্রমণ করবেন না।

বিম্‌সটেক সম্মেলনের ফাঁকে মোদি-ইউনূস বৈঠক আজ

সংবাদ সংস্থা

ব্যাঙ্কক, ৩ এপ্রিল

বিম্‌সটেক সম্মেলনের ফাঁকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, শুক্রবার তাঁরা আলোচনা টেবিলে মুখোমুখি হবেন। ইউনূস ছাড়াও থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পায়োংটার্ন সিনাওয়াত্রা, নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি ওলি, মায়ানমারের জুন্টা সরকারের প্রধান সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইং-এর সঙ্গেও বৈঠক করবেন মোদি।

ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান, মায়ানমার, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং থাইল্যান্ড— এই সাতটি দেশ বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকনমিক কোঅপারেশন (বিম্‌সটেক) গোষ্ঠীর সদস্য। এই প্রথম বার মোদি নিজে বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন। যদিও এটা তাঁর তৃতীয় বার থাইল্যান্ড সফর। দু’দিনের বিম্‌সটেক সম্মেলনে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার সকালেই থাইল্যান্ড পৌঁছোন মোদি। তাঁকে গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়। মোদিকে ত্রিপিটক উপহার দেন সিনাওয়াত্রা। এর পর ব্যাঙ্ককে থাই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করেন মোদি।

ভারত-থাইল্যান্ডের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উল্লেখ করে মোদি বলেছেন, ‘উভয় দেশ ভারত- প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে মুক্ত পরিবেশে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক লেনদেন বাড়াতে আগ্রহী। সম্প্রসারণবাদ নয়, উন্নয়নের নীতিতে উভয়ে আস্থাশীল।’ দু’দেশের মধ্যে এমএসএমই, তাঁত ও হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে চুক্তিও হয়েছে। বৈঠক উপলক্ষে ব্যাঙ্ককে গিয়েছেন মায়ানমারের সামরিক সরকারের প্রধান সিনিয়র জেনারেল মিন। মিনের বিদেশ সফর বিরল। ফলে তাঁর উপস্থিতি সকলের নজর কেড়েছে। থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রনেতাদের নৈশভোজে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখা গেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকে। নৈশভোজের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে বিম্‌সটেকের সচিবালয়।

এদিকে সম্মেলন উপলক্ষে নরেন্দ্র মোদি ব্যাঙ্ককে, এ খবর পেয়ে ফের মোদি-ইউনূসের বৈঠকের জন্য আবেদন জানায় ঢাকা। বিদেশ মন্ত্রক এ নিয়ে কিছু জানায়নি।

রায় শুনে কেউ অসুস্থ, কেউ ভাসালেন কেঁদে

আজকালের প্রতিবেদন

শিক্ষক নিয়োগ মামলার সুপ্রিম কোর্টের রায় শুনে কেউ পড়লেন অসুস্থ হয়ে। আবার কেউ ভাসালেন কেঁদে। নিয়োগ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কী রায় দেয় বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উদগ্রীব ছিলেন শিক্ষকরা। রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনেকে স্কুলের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কেউ কেউ মাথা ঘুরে পড়ে যান। কয়েকজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সহশিক্ষকরা দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

রায় শুনে ভেঙে পড়েন পোলবার জিতেন টুডু। মা বাবা দিনমজুর। হুগলির পোলবার সুগন্ধা গ্রাম-পঞ্চায়েতের কামদেবপুর গ্রামের জিতেন টুডু। তিনি হারিট হাইস্কুলে ২০১৮ সালের ১৮ এপ্রিল চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। গ্রুপ ডি পিয়ন পদে চাকরি পেয়েছিলেন তিনি। যখন রায় ঘোষণা হয়, তখন জিতেন স্কুলেই ছিলেন। রায় শুনে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন। শিক্ষকরা তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যান। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একের পর এক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের খবর সামনে আসতে থাকে। এই খবর শোনার পরই বিভিন্ন স্কুলের কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী জানান, প্রমাণ হল দেশে সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থার কোনও গুরুত্ব নেই। প্যানেলের সবাই অযোগ্য হতে পারে না। সিবিআই তালিকা দেওয়া সত্ত্বেও যোগ্য যোগ্যদের কেন পৃথক করা গেল না? এক ধাক্কায় এত শিক্ষকের চাকরি বাতিলে স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে মুখ থুবড়ে পড়বে। বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা এর সম্পূর্ণ সুযোগ নেবে।

চাকরি হারানোর খবরে অসুস্থ হয়ে পড়েন তমলুক হ্যামিল্টন হাই স্কুলের এক শিক্ষক। স্টাফরুমে অন্য সকলের সঙ্গে বসে টিভির পর্দায় চোখ রেখেছিলেন শিক্ষক অভিজিৎ মাইতি। রায় শোনার পর চেয়ার থেকে নীচে পড়ে যান তিনি। জ্ঞান হারান।

চাকরি বাতিলের সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অখুশি একমাত্র চাকরিতে বহাল থাকা বীরভূমের শিক্ষিকা সোমা দাস। মানবিক কারণে এই রায়ে ছাড় পেয়েছেন দুরারোগ্য ক্যান্সার আক্রান্ত বীরভূমের শিক্ষিকা সোমা দাস। এদিন রায় শুনে তিনি হতাশ। তিনি বলেন, ‘এই রায় কখনওই আমাদের কাম্য ছিল না। যাঁরা নিজেদের যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি অবিচার হল।’ এদিন পুরুলিয়া জেলারও বহু স্কুলে কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি চলে যাবার খবর আসে। ভেঙ্গে পড়েন অনেকে। এদিন সুপ্রিম কোর্টের শিক্ষক নিয়োগ মামলার রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো বসিরহাটের বেশিরভাগ স্কুলে কান্নার রোল উঠল। অনেকেই রায় শুনে চাকরি চলে যাওয়ার হতাশায় চোখের জল ফেলতে ফেলতে স্কুল ছাড়লেন। বসিরহাটের বিভিন্ন স্কুলে ৪০০-র বেশি শিক্ষকের চাকরি গেছে বলে সূত্র মারফত জানা গেছে। এপর্যন্ত পাওয়া খবরে মিনাখাঁর বিভিন্ন স্কুলের ১১ জন চাকরি হারিয়েছেন। বসিরহাট হাইস্কুলের তিন জনের চাকরি চলে গেছে।

তথ্যসূত্র: *মিল্টন সেন, বুদ্ধদেব দাস, যজ্ঞেশ্বর জানা, অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন গুপ্ত ও স্বদেশ ভট্টাচার্য*

‘শীর্ষ আদালতের রায়ে জীবন্ত লাশ হয়ে গেলাম’

নবেন্দু ঘোষ

প্রতিদিনের মত স্কুলে গিয়েছিলেন শিক্ষিকা রূপা ব্যানার্জি, আশা ছিল শীর্ষ আদালতে সুবিচার মিলবে। স্কুলে চলছিল পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরির কাজ। হঠাৎ ফোন বেজে ওঠে। জানতে পারেন অন্য অনেকের মত শীর্ষ আদালতের রায়ে চাকরি হারিয়েছেন তিনি। কাঁদতে কাঁদতে প্রধান শিক্ষকের ঘরে ছুটে যান। সহকর্মীরা সবাই তাঁকে সান্ত্বনা দেন। অন্যদিকে এক রাশ আশা নিয়ে শীর্ষ আদালত কী রায় দেয় তা শুনতে শহীদ মিনারে এসেছিলেন হাবড়ার সাগর মণ্ডল। রায় শুনে অথৈ জলে পড়ে যান ওই শিক্ষক। কান্নায় ভেঙে পড়েন। চাকরিহারাদের কাছে শীর্ষ আদালতের রায় যেন মৃত্যুদণ্ডের সমান।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চের রায়ে রাজ্যের ২৫ হাজার ৭৫২ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিল হল। ২০১৬ সালের শিক্ষক নিয়োগের সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করলো শীর্ষ আদালত। এই রায় বৃহস্পতিবার ঘোষণা হতেই চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকারা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কারো চিন্তা ব্যাঙ্ক লোন শোধ করবেন কিভাবে। কেউ ভাবছেন অসুস্থ বাবার ওষুধ কেনার টাকা পাবেন কোথায়। শীর্ষ আদালতের রায়ে হতাশ ধর্মতলায় শহীদ মিনারের কাছে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনরত শিক্ষকরা। এদিন এক রাশ ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। রায় ঘোষণার পরে শহীদ মিনার চত্বরে আসেন রুপা ব্যানার্জী। রুপা দক্ষিন ২৪ পরগনার কুলটি গভর্নমেন্ট কলোনি রিফিউজি গার্লস হাই স্কুলের ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষিকা ছিলেন। বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধ বাবা আছেন। মা এক বছর আগে মারা গেছেন। রুপা বলেন,' বাবা আর আমি থাকি। বাবার হার্টের সমস্যা আছে, প্রত্যেক মাসে অনেক টাকার ওষুধ লাগে। বাবার ওষুধের টাকা জুটবে কিভাবে সেটাই চিন্তা। ওষুধের দাম আবার এই মাস থেকে বেড়েছে। ওষুধ কিনে দিতে না পারলে বাবা কে বাঁচাতে পারবো না।' রুপা আরও বলেন, যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়ে নিয়ম মেনে চাকরি পাওয়ার এতো বছর পরে যে চাকরি চলে যেতে পারে ভাবিনি। শীর্ষ আদালতে গিয়েও যে সুবিচার মিলবে না বিশ্বাস করতে পারছি না। কলকাতার বাসিন্দা ভৌতবিজ্ঞানের শিক্ষিকা শর্মিষ্ঠা বর চাকরি বাতিলের খবর শুনে স্কুল থেকে শহীদ মিনারে আন্দোলন মঞ্চে ছুটে আসেন। শর্মিষ্ঠার প্রশ্ন কয়েকজন অপরাধীর জন্য গোটা প্যানেলের নির্দোষ শিক্ষকরা কিভাবে শাস্তি পেতে পারেন? আমরা তো নিয়ম মেনে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছি। শর্মিষ্ঠা বলেন,' স্কুলে ছিলাম রায় ঘোষণার সময়। রায় শুনে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এসেছি। প্রশ্ন পত্র তৈরি করেছিলাম স্কুলের পরীক্ষার জন্য। কিন্তু আমার আর স্কুলে ফেরা হবে না। ব্যাঙ্ক থেকে লোন করে ফ্ল্যাট কিনেছি সেই লোনের টাকা শোধ করবো কিভাবে জনিনা। জীবন্ত লাশ হয়ে গেলাম, এর থেকে ফাঁসির সাজা শোনালে এতো কষ্ট পেতাম না।'

শহীদ মিনারের চাকরিহারা এক আত্মীয়ের খোঁজে এলেন উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির বাসিন্দা প্রশান্ত মণ্ডল। তিনি জানান, তাঁর আত্মীয় ধৃতিশ মণ্ডল দক্ষিন ২৪ পরগনার একটি স্কুলের বাংলার শিক্ষক ছিলেন। থাকতেন সোনারপুরে। চাকরি বাতিলের খবর সামনে আসার পর থেকে বাড়ির ফোন ধরছেন না ধৃতিশ। তাই তাঁর খোঁজে এসেছেন প্রশান্ত। ধৃতিশ একা নয় এমন অনেক শিক্ষকের আক্ষেপ শীর্ষ আদালতের রায়ে চাকরি বাতিল হওয়ার জেরে সমাজে সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকাই তাঁদের কাছে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যেমন উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার একটি স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক সাগর মণ্ডল বলেন,' আমার বাবা কৃষক। বাবার টাকার জোরে চাকরি পাইনি। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাস্ট ক্লাস পেয়েছি। এখন মুড়ি মিছরি এক করে আমাকেও অযোগ্য বলে চিহ্নিত করে, চাকরি বাতিল করলো শীর্ষ আদালত। বয়স্ক বাবা, মা অসুস্থ। ছোট্ট বাচ্চা আছে। ওকে মানুষ করবো কিভাবে জানিনা। ওঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো কোন মুখে বুঝতে পারছি না।'

অন্যদিকে ব্যারাকপুরের বাসিন্দা সুমন শিকদার দক্ষিন ২৪ পরগনার একটি স্কুলের জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। করোনা কালে সোনারপুরে ফ্ল্যাট কেনেন লোন নিয়ে। মাসে প্রায় ২৫ হাজার টাকা ইএমআই দিতে হয়। সুমন বলেন,' খুব বিপাকে পড়ে গেলাম'। এখন রাজ্য সরকারই ভরসা। আমরা রাজ্য সরকারের কর্মচারী ছিলাম। আমাদের পাশে রাজ্য সরকার না দাঁড়ালে আমাদের আর ঘুরে দাঁড়ানোর পথ নেই। ফের চাকরির পরীক্ষায় বসে যোগ্যতার প্রমাণ দেওয়া সহজ না।'

সুমন জানান, আমার কাছে মাধ্যমিকের খাতাও এসেছিলো। খাতা দেখে জমাও দিয়েছি। এই রায়ে ছাত্রদের সামনে যেতে এবার লজ্জা পাচ্ছি।

ওয়াকফ: প্রতিরোধ করবে সিপিএম
বার্তা পার্টি কংগ্রেসে

সংবাদ সংস্থা

মাদুরাই, ৩ এপ্রিল

ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল সংবিধানের ওপর আঘাত। এর বিরুদ্ধে সিপিএমের লড়াই চলবে। মন্তব্য করলেন সিপিএম নেত্রী বৃন্দা কারাত। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় দলের ভিতকে আরও শক্তিশালী করার কথাও বলেছেন তিনি।

মাদুরাইয়ে সিপিএমের ২৪তম পার্টি কংগ্রেস চলছে। বৃহস্পতিবার দলীয় আলোচনাচক্রের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বৃন্দা কারাত। সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ভারতীয় পণ্যের ওপর মার্কিন শুল্ক চাপানোর ইস্যুতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মোদি সরকারকে নিশানা করেন সিপিএম নেত্রী। বৃন্দা বলেন, ‘আমরা একে সংবিধানের ওপর আক্রমণ বলেই মনে করি। বিষয়টা শুধুমাত্র ওয়াকফ বোর্ডের কার্যকারিতার প্রশ্ন হলে মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা করেই সংস্কার করা যেত। বিজেপি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বুলডোজার চালাতে চাইছে। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে একে সফল করলেও , আমরা প্রত্যেকটা স্তরে সংবিধানের ওপর ওই আঘাতের বিরুদ্ধে লড়াই করব।’ সিপিএম নেত্রী আরও বলেছেন, তারা যে কোনও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে। ভারতীয় পণ্যের ওপর মার্কিন শুল্ক প্রসঙ্গেও এদিন মন্তব্য করেন বৃন্দা। আমেরিকায় আমদানি করা ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৭ শতাংশ হারে শুল্ক বসিয়েছে ট্রাম্প সরকার। অথচ এনিয়ে টুঁ শব্দ করছে না কেন্দ্র। বৃন্দা বলেন, ‘মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুল্কযুদ্ধে নেমে ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৭ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছেন। কোনওরকম আলোচনা ছাড়া এরকম সিদ্ধান্তের আমরা তীব্র নিন্দা করেছি। আমাদের সরকার একটি কথাও বলবে না? সরকারের আসল চেহারা বেরিয়ে এসেছে। নিজেদের অতি-জাতীয়তাবাদী বলে দাবি করে তারা। অথচ আমেরিকার বিরুদ্ধে ভারতের স্বার্থরক্ষার প্রসঙ্গ উঠলে সরকার কিছুই করে না।’

স্থায়ী কমিটির রিপোর্টের উল্টো তথ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ৩ এপ্রিল

সংসদীয় কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা পরিসংখ্যানের থেকে ভিন্ন তথ্য দিল কেন্দ্রীয় সরকার। মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের তারাপুর বিড়ি হাসপাতালের সার্বিক পরিস্থিতি খুবই খারাপ। রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত ব্যানার্জির লিখিত প্রশ্নের জবাবে সে কথা স্বীকার করে নিয়েছে কেন্দ্র। বিড়ি হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স-সহ অন্যান্য কর্মী, আধিকারিকদের সংখ্যা জানতে চেয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ। তাঁর প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শোভা করন্দালাজে বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, মেডিক্যাল অফিসারের সংখ্যা ৫ জন, স্টাফ নার্স ৫ জন, ল্যাব টেকনিশিয়ান ১ জন। তবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সেখানে অব্যাহত বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। যদিও সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, মেডিক্যাল অফিসারের সংখ্যা সেখানে ৩ জন। সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, ৬ জন মেডিক্যাল অফিসারের মধ্যে রয়েছেন ৩ জন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ৬ জনের নিয়োগের অনুমোদন থাকলেও একজনও নেই। সিস্টার ইনচার্জ রাখার কথা থাকলেও নেই। স্টাফ নার্স পদের ১২টি শূন্যপদের মধ্যে ফাঁকা পড়ে রয়েছে ৭টি। একজন এলডিসি রাখার কথা থাকলেও তা নেই। ল্যাব টেকনিশিয়ান একজন রাখার কথা থাকলেও তা নিয়োগ করা হয়নি বলে উল্লেখ শ্রম বিষয়ক সংসদীয় কমিটির রিপোর্টে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর জবাব প্রসঙ্গে ঋতব্রত ব্যানার্জি বলেন, ‘এই হাসপাতালের বিষয়টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতেও উঠেছিল এবং তা রিপোর্টে বেরিয়েছে। সংসদীয় কমিটির রিপোর্টের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর জবাবের কোনও মিল নেই। রিপোর্টে বলা হয়েছিল, মেডিক্যাল অফিসার এবং স্পেশ্যালিস্ট মিলিয়ে ১২টি পোস্ট। ৩ জন রয়েছেন, বাকি ৯টি পদ ফাঁকা রয়েছে। আজকের জবাবে বলা হয়েছে, ৫ জন মেডিক্যাল অফিসার রয়েছেন। কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে ৩ জন চিকিৎসক রয়েছেন। টেকনিশিয়ান সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়েছিল নেই, আজ বলা হচ্ছে রয়েছে।’

পার্ক স্ট্রিট গণধর্ষণ: দ্বিতীয় পর্যায়ের সওয়াল শিগগিরই

আজকালের প্রতিবেদন

পার্ক স্ট্রিট গণধর্ষণ মামলার দ্বিতীয় পর্যায়ের সওয়াল পর্ব শুরু হতে চলেছে। কলকাতার নগর দায়রা আদালতে মামলাটি চলছে। ইতিমধ্যেই ৪৭ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই মামলায় আগেই তিন জনের সাজা হয়েছিল। পরে পলাতক দু’জন ধরা পড়েছিল। উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পার্ক স্ট্রিট এলাকার একটি নাইট ক্লাব থেকে বেরোনোর পর এক মহিলাকে গাড়িতে তুলে গণধর্ষণ করা হয়েছিল। পরে ওই মহিলাকে গাড়ি থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ওই মামলায় তিনজনকে আদালত দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করেছিল। ওই মামলায় দু’জন পলাতক ছিল। পরে ধরা পড়ে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে কলকাতার নগর দায়রা আদালতে। সহকারী সরকারি কৌঁসুলি অমলেন্দু চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ওই মামলাতেই এবার সওয়াল পর্ব শুরু হতে চলেছে।

সেরা জিও

পরিষেবার নিরিখে ২০২৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে অন্যদের পেছনে ফেলে সেরা হয়েছে জিও। সমস্ত রকম প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তারা এই সাফল্য দেখিয়েছে। বিশেষত ফাইভ জি-র ক্ষেত্রে। ফাইভ জি-তে ডাউনলোড স্পিড ছিল ২৫৮.৫৪ এমবিপিএস, আপলোডের ক্ষেত্রে ১৪.৫৪। নেটওয়ার্ক এবং কভারেজের ক্ষেত্রেও জিও সেরা হয়েছে। মোবাইল গেমিংয়ের ক্ষেত্রেও তারা দেশে সেরা। এ ক্ষেত্রে তাদের স্কোর ৭৬.৫৮।

পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ

ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল এক কলেজ পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে গড়িয়াহাট থানা এলাকায়। ২১ বছর বয়সি ওই তরুণ শহরের একটি কলেজের বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক স্তরের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া। তাঁর বাড়ি আদতে মালদায়। পড়াশোনার জন্য তিনি কাঁকুলিয়া রোডের একটি ফ্ল্যাটে পেইং গেস্ট হিসেবে থাকতেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে একটি ডায়েরি বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

আবাসন শিল্পে এগোচ্ছে কলকাতা

আজকালের প্রতিবেদন

বিক্রির নিরিখে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় কলকাতার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। কোভিড-পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে সাধারণ মানুষ আরামদায়ক, বিলাসবহুল এবং বেশি জায়গা নিয়ে থাকা পছন্দ করছেন। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছেন মার্লিন গ্রুপের এমডি সাকেত মোহতা। তিনি বলেন, অফিস ভাড়ার হারও বেড়েছে। মার্লিন গ্রুপ নবদিগন্তে অফিসের জায়গা বিক্রি করেছে। নবদিগন্তে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের কাজও দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে।

এদিকে নাইট ফ্রাঙ্ক ইন্ডিয়া জানিয়েছে, গত বছরের তুলনায় এবার কলকাতায় আবাসনে ফ্ল্যাটের দাম ৯ শতাংশ বেড়েছে। অফিস ভাড়াও ৯ শতাংশ হারে বেড়েছে। সংস্থার সিনিয়র ডিরেক্টর জয়দীপ পাল জানিয়েছেন, কলকাতার বাজার ইঙ্গিত দিচ্ছে আগামী দিনে বাণিজ্যের জন্য উজ্জ্বল দিন আসছে।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল ও প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলের হামলার প্রতিবাদে সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন ও বিভিন্ন সংগঠনের মিছিল। ধর্মতলায় টিপু সুলতান মসজিদের পাশে বৃহস্পতিবার। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

রাস্তায় জমে নোংরা জল, প্রতিবাদে হাওড়ার বেনারস রোড অবরোধ

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়

এখনও রাস্তায় জমে নোংরা জল, প্রতিবাদে হাওড়ার বেনারস রোডে দীর্ঘসময় ধরে চলল অবরোধ। এরপর প্রশাসনের আশ্বাসে প্রায় তিন ঘণ্টা পর ওই অবরোধ ওঠে। জানা গেছে, হাওড়ার সি-রোড ও সংলগ্ন এলাকায় টানা বেশ কয়েকদিন ধরে নোংরা ড্রেনের জল রাস্তায় জমে থাকার প্রতিবাদে স্থানীয়রা বৃহস্পতিবার বেনারস রোড অবরোধ করেন। এর জেরে ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে চলে অবরোধ। স্থানীয় মহিলারা রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। লিলুয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তারপরও রাস্তা অবরোধ ওঠেনি। এরপর হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি নর্থ বিশপ সরকার সেখানে যান। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। প্রায় ৩ ঘণ্টা পর রাস্তা থেকে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে কেএমডিএ’র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শুকদেব কোলে বলেন, ‘আগামী ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হবে। যাতায়াতের জন্য রাস্তার জল নেমে যাবে। সব জায়গায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা হয়েছে। পরিস্থিতি খুবই খারাপ। কেএমডিএ দায়িত্ব নিয়ে মাইক্রো টানেলিংয়ের মাধ্যমে নর্দমা কেটে ওই এলাকার জমা জল দ্রুত বের করে দেবে। আজ শুক্রবার থেকেই জোরকদমে কাজ শুরু হয়ে যাবে।’

গ্যারেজে গাড়ি ভাঙচুর, মারধর

আজকালের প্রতিবেদন

ফ্ল্যাটের গ্যারেজে কমন জায়গা ঘিরে উত্তেজনা, গাড়ি ভাঙচুর। প্রতিবাদ করতে গিয়ে মারধর করা হল বৃদ্ধ কেয়ারটেকারকেও। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে লেক থানা এলাকায়। আক্রান্ত ব্যক্তি ইতিমধ্যেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। শুরু হয়েছে তদন্ত। সুব্রত পাল নামে ওই কেয়ারটেকারের দাবি, ওই কমন জায়গায় জনৈক আতিউর রহমানের গাড়ি রাখা নিয়ে বচসা শুরু হয়। সারিক কবীর নামে এক যুবক জায়গাটি নিজের বলে দাবি করেন। এরপরেই তিনি গাড়ি ভাঙচুর করেন। বৃদ্ধ প্রতিবাদ করায় তাঁকেও মারধর করা হয়। সেই ছবি ফ্ল্যাটের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে বলে জানিয়েছেন সুব্রত। লেক থানার পুলিশ ফুটেজ সংগ্রহ করেছে। সূত্রের খবর, অভিযুক্ত যুবক বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের ছেলে।

সমাজের মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্তির বার্তা বিশেষজ্ঞদের
বিশ্ব অটিজ্‌ম সচেতনতা দিবস পালিত রাজ্যে

আজকালের প্রতিবেদন

অটিজ্‌ম নাম শুনলেই কেমন একটা বাঁকা চোখে দেখে সমাজ। শিশু হোক বা প্রাপ্তবয়স্ক— স্কুলে, পাড়ায়, সহপাঠীদের কাছে, সামাজিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রকম অসুবিধেয় পড়তে হয়। অটিজ্‌মকে সঙ্গী করেই যাঁরা চলছেন, তাঁদের আর-পাঁচজনের মতো সমাজের মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশ্ব অটিজ্‌ম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। কলকাতার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর লোকোমোটর ডিসএবিলিটিস (এনআইএলডি) (দিব্যাঙ্গজন)-এ অটিস্টিক শিশুদের বিভিন্ন থেরাপির মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিষেবা প্রদান করা হয়। এনআইএলডি এবং ইন্ডিয়া অটিজ্‌ম সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞরা জানান, অটিজ্‌ম কোনও রোগ নয়, স্নায়ুর বিকাশজনিত সমস্যা। ফলে আচরণগত কিছু সমস্যা তৈরি হয়। সামাজিক সমন্বয়-সাধনে খাপ খাওয়াতে অসুবিধে হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দিব্যাঙ্গজন রাজ্য কমিশনার অদিতি চৌধুরি, এনআইএলডির অধিকর্তা ডাঃ ললিত নারায়ণ, কলকাতা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস শূর, সিএএসও-র ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল অজয় কুমার, ব্লাইন্ড পিপল্‌স অ্যাসোসিয়েশনের অকুপেশনাল থেরাপিস্ট সুনীল গৌরিয়র প্রমুখ। অটিস্টিক শিশুদের জন্য একসঙ্গে কাজ করার ওপর জোর দেন, পাশাপাশি কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালন করবেন বলে জানান এনআইএলডি কর্তৃপক্ষ।

হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায় আশ্রয় সংস্থার উদ্যোগে অভিভাবকদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল অটিজ্‌ম সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং কুসংস্কার দূর করা। স্পিচ-ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথলজিস্ট ড. মহম্মদ সহিদুল আরেফিন বলেন, ‘অটিজ্‌ম কোনও অসুখ নয়, এটা পৃথিবীকে দেখার ভিন্ন ধরন। কিন্তু সময়মতো সহায়তা না পেলে এই ভিন্নতাই প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। জন্মের পর তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে যদি অটিজ্‌ম নির্ণয় করে স্পিচথেরাপি শুরু করা যায়, তাহলে শিশুর শেখার এবং সামাজিক সমন্বয়-সাধনের দক্ষতা অনেক বৃদ্ধি পায়।’ অনুষ্ঠানের আয়োজক তরুণ দাশগুপ্ত বলেন, ‘স্কুলের পরিবেশে অন্তর্ভুক্তি, মোবাইল, কম্পিউটার দেখার সময় কমানো, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং নিম্ন আয়ের পরিবারগুলির জন্য স্থানীয় থেরাপির ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি।’

লেক টাউনে অবস্থিত ডিউইশ ইনস্টিটিউট ফর স্পেশ্যাল নিডস-এর পক্ষ থেকে এলাকার ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে অটিজ্‌ম নিয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। লেক টাউন অধিবাসীবৃন্দের মাঠ থেকে ভিআইপি রোডে বিবেকানন্দ পার্ক পর্যন্ত এই পদযাত্রায় অংশ নেন প্রতিবন্ধকতা-যুক্ত মানুষ ও তাঁদের পরিবার। অনুষ্ঠানে ছিলেন চৈতালী গামী, সুদেষ্ণা মৈত্র, একেবি মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সদস্যরা, ডাঃ সব্যসাচী রায়, ডিউইশ-এর প্রতিষ্ঠাতা সুমিত্রা পাল বক্সি প্রমুখ।

হুগলির উত্তরপাড়ায় আশ্রয় সংস্থার উদ্যোগে অটিজ্‌ম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে অভিভাবকদের নিয়ে সচেতনতামূলক শিবির আয়োজিত হয়। উদ্যোক্তার সঙ্গে রয়েছেন অভিভাবকরা। ডানদিকে, বিশ্ব অটিজ্‌ম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর লোকোমোটর ডিসএবিলিটিস (দিব্যাঙ্গজন) ও ইন্ডিয়া অটিজ্‌ম সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ছবি: আজকাল

২০২৫ সাঁতার বর্ষের সূচনা অনুষ্ঠানে বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। ছবি: আজকাল

সাঁতারের উপকারিতা প্রচারে অনুষ্ঠান

আজকালের প্রতিবেদন

শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সাঁতারের উপকারিতা প্রচারে ‘২০২৫ সাঁতার বর্ষের শুভ সূচনা’ -র আয়োজন করা হল। বিধাননগর পুরনিগমের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হয়। উদ্বোধন করেন বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। ছিলেন মেয়র পারিষদ আরাত্রিকা ভট্টাচার্য, অন্যান্য কাউন্সিলর ও পুরনিগমের কমিশনার, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার-সহ বিশিষ্টরা। প্রতি বছর সুইমিং পুলে সাঁতার প্রশিক্ষণ চলে দুটি পর্যায়ে। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর থেকে ১৫ মার্চ সাঁতার শেখে ছেলেমেয়েরা। বিশেষ প্রশিক্ষক সাঁতার শেখান তাদের। ছাত্র-ছাত্রীরা জেলা ও রাজ্য স্তরের বিভিন্ন সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অনেকেই ভাল ফলও করছে। মেডেল পেয়েছে। মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী সাঁতারের উপকারিতার বিষয়ে বলেন, সাঁতার শুধু খেলা বা শখ নয়। জীবন রক্ষায়, শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শরীরের প্রতিটি পেশি, শ্বাস প্রশ্বাস ঠিক রাখে। হৃদযন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ায় সাঁতার। রক্ত এবং স্ট্রোকের ঝুঁকিও কমায়, বলে জানান তিনি।

জিইপিএলে মালিক সারা

ক্রিকেট দল কিনলেন শচীন-কন্যা সারা তেন্ডুলকার। গ্লোবাল ই-ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগে (জিইপিএল) মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক হলেন সারা। এই লিগের উদ্যোক্তা জেটসিন্থেসিস। এবার দ্বিতীয় সিজন। বিশ্বের বৃহত্তম ই-ক্রিকেট ও এন্টারটেনমেন্ট লিগ হল জিইপিএল।

জামশেদপুরে গ্যালারিতে অশান্তি, আহত বাগান সমর্থক

হেরে চাপে মোহনবাগান

২ জামশেদপুর
সিভেরিও, জাভি

১ মোহনবাগান
কামিংস

মুনাল চট্টোপাধ্যায়

জামশেদপুরে জয় অধরাই থাকল মোহনবাগানের। ইস্পাতনগরীতে জামশেদপুরের ইস্পাত কঠিন মানসিকতার কাছে হারল মোহনবাগান। প্লে অফ সেমিফাইনালের প্রথম দফার ম্যাচে ১-২ হেরে কলকাতা ফিরতে হচ্ছে মোলিনা ব্রিগেডকে। অর্থাৎ, ৭ এপ্রিল ফিরতি দফার ম্যাচে জয় ছাড়া গতি নেই।

চোটের কারণে জামশেদপুর যাননি আপুইয়া ও মনবীর। বাগান কোচ আগেই বলেছিলেন, তাঁর হাতে বিকল্প আছে। সেইমতো মনবীরের জায়গায় সাহালকে আনেন তিনি ডানপ্রান্ত সচল রাখতে। আপুইয়ার অভাব মেটাতে ব্যবহার করেন অনিরুদ্ধ থাপাকে। এদিন মোলিনা তাঁর পছন্দের ৪-৪-২ ছকে প্রথম একাদশে আইএসএলের লিগ পর্যায়ে সবুজ-মেরুন জার্সিতে সবচেয়ে বেশি গোল (১১) পাওয়া ম্যাকলারেনকে না রাখায়, অনেকের মনে প্রশ্ন জেগে থাকতে পারে। এমনকি নির্ণায়ক গোল করে দিমিত্রি পেত্রাতোসকেও শুরুতে রাখেননি তিনি। লিগ পর্যায়ে জামশেদপুরের মাঠে ১-১ ড্রয়ের কথা মাথায় রেখে প্রতিপক্ষকে মাঝমাঠের দখল না দিতে এই কৌশল নিয়েছিলেন মোলিনা।

সেখানে রক্ষণ জমাট রেখে দল সাজান খালিদ। নর্থইস্টের বিরুদ্ধে প্লে অফে নকআউটের লড়াই জিততে রক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন প্রণয় হালদার। এদিনও বাগান আক্রমণ বক্সের বাইরে থামানোর গুরুদায়িত্বটা ছিল তাঁর ওপর। শুরুটা তেড়েফুঁড়েই করেছিল জামশেদপুর। দুই উইং থেকে বার্লা ও সানান আক্রমণ তুলে আনছিলেন। বল সাপ্লাইয়ের দায়িত্ব ছিল জাভি হার্নান্ডেজ ও জর্ডান মারের ওপর। প্রথম ৩০ মিনিট নিজেদের গোছাতে সময় নেয় বাগান ব্রিগেড। সেই সুযোগে বারবার গোলের সামনে পৌঁছে বাগান রক্ষণ ও গোলরক্ষণ বিশালকে পরীক্ষার মুখে ফেলে দেয় জামশেদপুর। ৬ মিনিটে নিখিল বার্লার মাইনাসে সানানের শট বক্সের মাঝে আশিস রাইয়ের বুকে লেগে হাত ছুঁয়ে যায়। বাগানের সৌভাগ্য এটাকে ইচ্ছাকৃত হ্যান্ডবল মনে করে রেফারি পেনাল্টি দেননি। ২৪ মিনিটে এগিয়ে যায় জামশেদপুর। উভাইসের লম্বা থ্রো বাগান বক্সে পড়ার মুখে শূন্যে লাফিয়ে ব্যাক হেডে বল নামিয়ে দিলে, শুভাশিস ও লিস্টনের মাঝখান দিয়ে সুযোগসন্ধানীর পরিচয় দিয়ে তাতে মাথা ছুঁইয়ে জালের ভেতর পাঠান সিভেরিও।

এই গোলে সম্বিত ফেরে সবুজ-মেরুনের। নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া নেওয়া করে খেলে জামশেদপুর রক্ষণের ওপর চাপ বাড়ায় তারা। ৩৪ মিনিটে সমতা ফেরানোর গোলটা এসে যেত পোস্ট বাধা হয়ে না দাঁড়ালে। ৩৬ মিনিটে আশুতোষ যেভাবে কামিংসকে অবৈধভাবে ট্যাকল করে মাটিতে ফেলেছিলেন, তাতে রেফারি হলুদের বদলে লাল কার্ড দেখালে জামশেদপুরকে বাকি সময় ১০ জনে অসম লড়াই লড়তে হত। লাগাতার আক্রমণের চাপে শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করে খালিদ বাহিনী। ৩০ গজ দূর থেকে ফ্রিকিকে বিশ্বমানের গোল করে সমতা ফেরালেন কামিংসই। তাঁর অনবদ্য ফ্রিকিক গোলকিপার আলবিনোর হাতের নাগাল এড়িয়ে জালে জড়িয়ে যায়। এই গোলের পর গ্যালারিতে অশান্তি ছড়ায়। মোহনবাগানের পতাকা ছিঁড়ে সমর্থকদের গালাগালি দিতে শুরু করেন প্রতিপক্ষের সমর্থকরা। পরে সেই অশান্তি বাড়তে থাকায় পুলিশ এসে লাঠি চালায়। আহত হন বাগান সমর্থক রিপন মণ্ডল। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মাথা ফেটেছে। সেলাইও হয়েছে। বনগাঁ থেকে খেলা দেখতে গিয়েছিলেন রিপন। কিন্তু চোট পাওয়ায় বাকি ম্যাচ আর দেখতে পারেননি। রিপনকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে যান বাগান সচিব দেবাশিস দত্ত। পরে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের পক্ষে এই আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতিও দেওয়া হয়েছে।

এদিকে মাঠের বাইরে যখন এই ঘটনা চলছে, তখন ম্যাচে হঠাৎই যাবতীয় প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে জামশেদপুরের। ৫১ মিনিটে গ্রেগের প্রচেষ্টা সময়মতো ব্লক করে আলবিনো না রুখলে দ্বিতীয় গোলটাও পেয়ে যেত বাগান। অনিরুদ্ধর শট কোনওরকমে পিঠ পেতে বাঁচান প্রণয়। শুভাশিসের পাসে টাংরির শট ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে কর্নার হয়। সাহালের ক্রস গোলের সামনে দিয়ে বিনা বাধায় বেরিয়ে যাওয়ার সময় শুভাশিস পা ঠেকাতে পারলে জয়ের গোলটা এসে যেত। এরপর ৩ পয়েন্টের আশায় গ্রেগকে তুলে ম্যাকলারেন, কামিংসের জায়গায় পেত্রাতোস ও সাহালের বদলে আশিককে নামান মোলিনা। কিন্তু জয় এল না প্রথম দফায়। উল্টে খেলার গতির বিরুদ্ধে সংযুক্তি সময়ে ঋত্বিক দাসের মাইনাসে জাভি হার্নান্ডেজের দুরন্ত গোলে জামশেদপুর ২-১ জিতে মোহনবাগানকে ফিরতি দফার লড়াইয়ে চাপে ফেলল। তবে জয়ের রাতে সমস্যায় পড়ে গেল জামশেদপুর। কার্ড সমস্যায় ফিরতি দফায় খেলতে পারবেন না এজে ও আশুতোষ।

মোহনবাগান: বিশাল, আশিস, অলড্রেড, আলবার্তো, শুভাশিস, সাহাল (আশিক), টাংরি, অনিরুদ্ধ, লিস্টন, কামিংস (পেত্রাতোস), গ্রেগ (ম্যাকলারেন)

সমতা ফেরান কামিংস। তবু হল না শেষরক্ষা। ছবি: এক্স

আজ অনুশীলনে নামছে ইস্টবেঙ্গল

আজকালের প্রতিবেদন

আইএসএল, এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের আশা শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই। তারপর বেশ লম্বা ছুটি দেওয়া হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের। সামনে এখন শুধুই সুপার কাপ। শুক্রবার থেকে রাজারহাটের মাঠে সুপার কাপের জন্য অনুশীলন শুরু করবে ইস্টবেঙ্গল। গতবার এই ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লাল-হলুদ। এবারও সেই কাপ তারা নিজেদের দখলে রাখতে পারে কি না, সেটাই দেখার। তবে, সমস্যা কিছুতেই যেন ইস্টবেঙ্গলের পিছু ছাড়ছে না। যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে কাজ চলার কারণে অনুশীলন নিয়ে যেতে হয়েছে রাজারহাটে। তাও পছন্দ মত সময়ে অনুশীলন করার সুযোগ পায়নি ইস্টবেঙ্গল।

ভারতীয় এবং বিদেশি ফুটবলারদের অস্কার ব্রুজোন স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন, বৃহস্পতিবারের মধ্যে কলকাতায় চলে আসতে হবে। তাই আশা করা যাচ্ছে, গোটা দল নিয়েই অনুশীলন শুরু করতে পারবে ইস্টবেঙ্গল। চোটের জন্য শেষ দিকে অনেকগুলো ম্যাচ খেলতে পারেননি আনোয়ার আলি। শুক্রবার তিনি অনুশীলনের নামার পর বোঝা যাবে চোটের এখন কী পরিস্থিতি। প্রয়োজনে চোটের জায়গায় আবার স্ক্যান করা হবে। তবে, আগামী কয়েকদিনের অনুশীলনে সুপার কাপের আগে দলকে তৈরি করাই ইস্টবেঙ্গল কোচের বড় চ্যালেঞ্জ। এর পাশাপাশি, পরের মরশুমের দলে কতটা পরিবর্তন আনা সম্ভব সেই নিয়েও আলোচনা হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল টিম ম্যানেজমেন্টের অন্দরে।

টোরেসের গোলে ফাইনালে বার্সা

আজকালের প্রতিবেদন

আরও একটি ফাইনাল। আরও একবার এল ক্লাসিকো। কাপের লড়াইয়ে ফের মুখোমুখি হতে চলেছে বার্সিলোনা ও রিয়েল মাদ্রিদ। কিলিয়ান এমবাপেরা আগেই ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিলেন। বুধবার রাতে কোপা ডেল রে-র সেমিফাইনালের দ্বিতীয় পর্বে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে ১-০ হারিয়ে ফাইনালে উঠল কাতালান জায়ান্টরাও। আগামী ২৫ এপ্রিল রাতে খেতাব জয়ের ম্যাচ।

সেমিফাইনালের প্রথম লেগে বার্সিলোনা বনাম অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের খেলা ৪-৪ ফলে শেষ হয়েছিল। রুদ্ধশ্বাস সেই ম্যাচে দুই দলই দুরন্ত ফুটবল উপহার দিয়েছিল। কিন্তু ফিরতি লেগে সেই ঝাঁঝ খুঁজে পাওয়া গেল না। ম্যাচের বেশিরভাগ সময় বলের দখল নিজেদের আয়ত্তেই রাখল বার্সা। লামিন ইয়ামাল একাধিকবার ডানপ্রান্ত দিয়ে আক্রমণ শানাল বটে, কিন্তু একবার ছাড়া আর গোলের মুখ খুলল না। ২৭ মিনিটের মাথায় ইয়ামালের বাড়ানো পাসে পা ছুঁইয়ে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন ফেরান টোরেস।

উল্টোদিকে, অ্যাটলেটিকোর জুলিয়ান আলভারেজ, জুলিয়ানো সিমিওনে, আলেকজান্ডার সরলোথের মতো ফুটবলাররা সেভাবে কোনও গোলমুখী আক্রমণই তুলে আনতে পারেননি। সরলোথ একবার বল জালে জড়িয়েছিলেন, সেটাও রেফারি অফসাইডে বাতিল করে দেন।

অন্যদিকে, ইপিএলে এভার্টনকে ১-০ হারিয়ে খেতাবের আরও কাছে পৌঁছল লিভারপুল। প্রথমার্ধে মহম্মদ সালারা শত চেষ্টাতেও গোলমুখ খুলতে পারেননি। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৭ মিনিটে অবশেষে কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায় লিভারপুল। স্কোরবোর্ডে নাম তোলেন দিওগো জোটা। আর একটি ম্যাচে লিস্টারসিটিকে হারাল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ২-০ জয়ী পেপ গুয়ারদিওলার দল। ২ মিনিটে গোল জ্যাক গ্রিলিসের। প্রথমার্ধেই দ্বিতীয় গোলটি করেন ওমর মারমোশ।

ইপিএলের আরও কাছে লিভারপুল

গোলের পর টোরেসকে জড়িয়ে আলিঙ্গন ইয়ামালের। ছবি: এএফপি

সুপার কাপে খেলা নিয়ে আশায় মহমেডান

আজকালের প্রতিবেদন

মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কোনও দায়ভার শ্রাচী নেবে না। এফএসডিএল ও এআইএফএফকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল শ্রাচী। ক্লাবকেও সেই চিঠি পাঠিয়েছিল তারা। তার ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ক্লাবতাঁবুতে জরুরি ভিত্তিতে কার্যকরী সমিতির বৈঠক ডাকা হয়। প্রায় ৪৫ মিনিট বৈঠক হয়। তাতে সিদ্ধান্ত হয়েছে, মহমেডান সুপার কাপ খেলবে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে অনুশীলনও নাকি শুরু করা সম্ভব। ক্লাবকর্তাদের দাবি, বেশ কিছু ফুটবলার কলকাতায় চলে এসেছেন। তবে বিদেশিদের পাওয়া যাবে না বলে জানান ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি। সূচি চূড়ান্ত না হলেও ২৩ এপ্রিল নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে মহমেডানের খেলার কথা। এই প্রসঙ্গে আমিরুদ্দিন ববি বলেন, 'আমরা সুপার কাপে খেলব। এদিনই এআইএফএফকে আমরা জানিয়ে দিচ্ছি। আমাদের যা শক্তি আছে, সেই নিয়েই লড়ব।' প্রতিযোগিতায় কোনওমতে দল নামানোই এখন লক্ষ্য।

শ্রাচীর সঙ্গেও দ্রুত আলোচনায় বসে শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় সই সেরে ফেলার ব্যাপারেও আশাবাদী ক্লাবকর্তারা। এই নিয়ে বৈঠকের আগে শ্রাচী কর্তা রাহুল টোডির সঙ্গে আমিরুদ্দিন ববির একপ্রস্থ কথাও হয়েছে। যদিও শ্রাচীর তরফে বলা হচ্ছে, তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরছে না। ক্লাবের ওপর থেকে তারা আস্থা হারিয়েছে। ফলে যে টাকা তারা বিনিয়োগ করেছে, সেটা ক্লাবকে মেটাতে হবে। আর এক বিনিয়োগকারী বাঙ্কারহিলের বিরুদ্ধেও কোনওরকম যোগাযোগ না করার অভিযোগ তারা তুলছে।

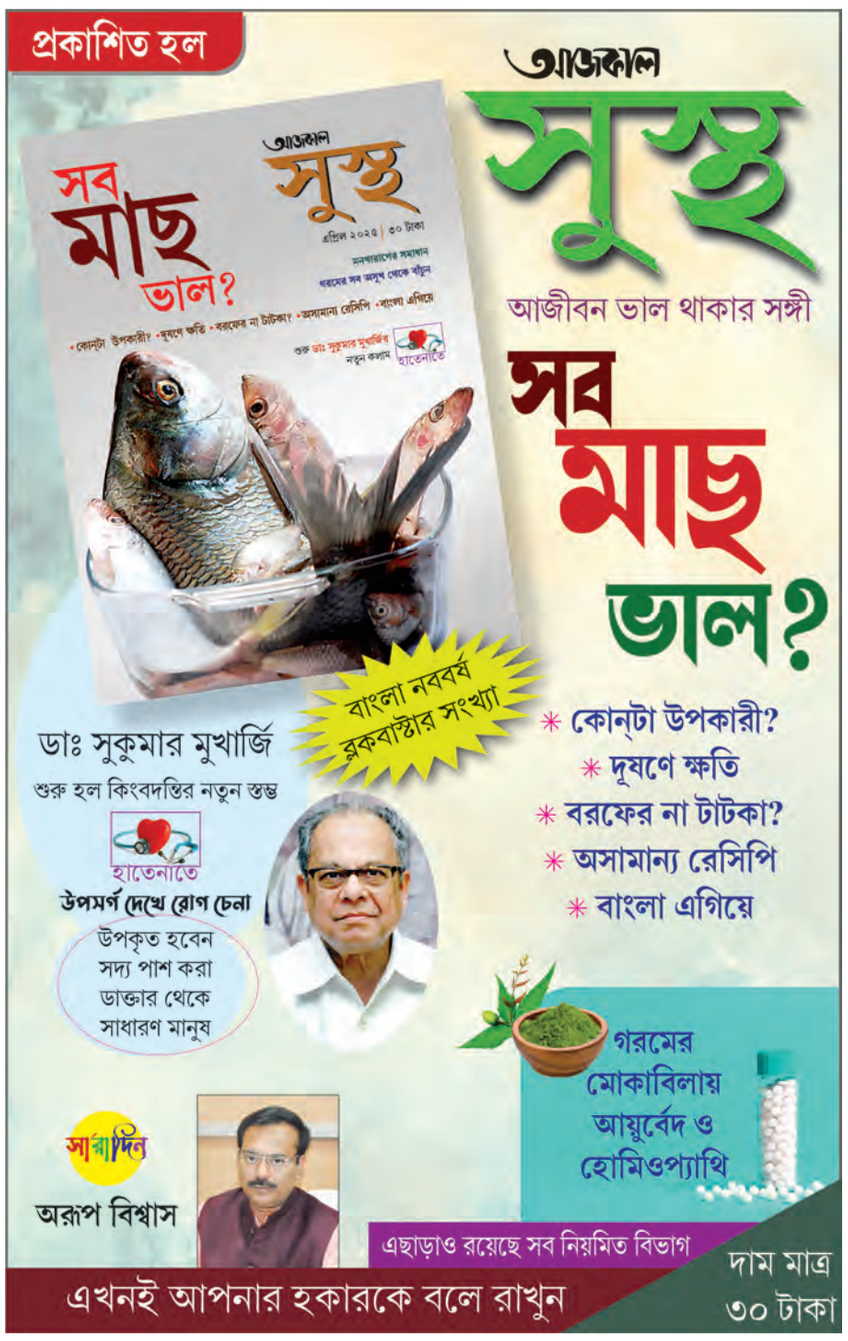

রাজারহাটে ট্রায়াল

আজকালের প্রতিবেদন: ভুবনেশ্বরের এআইএফএফ-ফিফা অ্যাকাডেমিতে বাংলা থেকে ফুটবলার পাঠানোর জন্য ট্রায়ালের আয়োজন করছে আইএফএ। ২৯ ও ৩০ এপ্রিল মেয়েদের ট্রায়াল। ছেলেদের ট্রায়াল ১-৪ মে। রাজারহাটে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের এক্সেলেন্স সেন্টারে ট্রায়াল হবে। অনূর্ধ্ব ১৩ ও ১৫ ফুটবলারদের অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। বাংলা থেকে প্রায় ১০০ জন স্কাউটের নামের তালিকাও চেয়েছে ফেডারেশন। সেই স্কাউটদের নিয়ে ১৬ এপ্রিল অনলাইন ওয়ার্কশপের আয়োজন করছে ফেডারেশন।

খেলার খুচরো

মেসিদের হার

কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপে হার লিওনেল মেসিদের। বুধবার রাতে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে লস এঞ্জেলেস এফসি-র মুখোমুখি হয়েছিল ইন্টার মায়ামি। ০-১ ব্যবধানে হেরেছে মায়ামি। মেসি, সুয়ারেজের মতো ফুটবলাররা পুরো ম্যাচ খেললেও বিপক্ষের গোলমুখ খুলতে পারেননি।

হালান্ডের বার্তা

গোড়ালির চোটের কারণে আপাতত মাঠের বাইরে তিনি। চিকিৎসকরা অন্তত ৭ সপ্তাহ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। এরমধ্যেই ইনস্টাগ্রামে ফিরে আসার বার্তা দিলেন আর্লিং হালান্ড। লিখেছেন, 'আমি ফিরবই'। উল্লেখ্য, বুধবার রাতে হালান্ডকে ছাড়াই ইপিএলে জয় পেয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

মেনল্যান্ড কাপে

মেনল্যান্ড সম্বরণ অ্যাকাডেমির আমন্ত্রণী ক্রিকেটের ফাইনালে টোয়েন্টি টু ইয়ার্ডস স্পোর্টস স্কুল। আদিত্য স্কুল অফ স্পোর্টস ২৫২। সক্ষম সিনহা ৩/৩৫। টোয়েন্টি টু ইয়ার্ডস (২৫৩/১) জয়ী ৯ উইকেটে। অনুরাগ চক্রবর্তী অপরাজিত ১২১ (৭৬), অনীশ মহাপাত্র অপরাজিত ১১২ (৬৪)।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Department of Youth Services & Sports
Block "A", 6th Floor, New Secretariat Building
1, Kiran Shankar Roy Road, Kolkata-700001
Phone No. 033-22625740, Fax No. 033-22625741, e-mail i.d.: jsgowb.sp@gmail.com, website: www.wbsportsandyouth.gov.in

No. 631-SP/YSS-99011/4/2024-SPORTS Dated, Kolkata, the 2nd April, 2025

RECRUITMENT NOTICE

Applications are invited from eligible and willing candidates for the following contractual Posts initially for 01 (one) year, subject to renewal on satisfactory performance, for the different Sports Academies running under the aegis of the Department of Youth Services & Sports.

1. BENGAL FOOTBALL ACADEMY, KHARDAH

Name of Post (Contractual)	Age as on 01.01.2025	Number of Post	Remuneration (Consolidated per month) [No other allowances are admissible]
Goalkeeper Coach	25-45 yrs.	01 (Male)	Rs. 40,000/-

2. BENGAL ARCHERY ACADEMY, JHARGRAM (RESIDENTIAL)

Name of Post (Contractual)	Age as on 01.01.2025	Number of Post	Remuneration (Consolidated per month) [No other allowances are admissible]
Grounds man	18-35 yrs.	01 (Male)	Rs. 25,000/-

3. BENGAL TABLE TENNIS ACADEMY, VIVEKANANDA YUBA BHARATI KRIRANGAN

Name of Post (Contractual)	Age as on 01.01.2025	Number of Post	Remuneration (Consolidated per month) [No other allowances are admissible]
Coach	25-45 yrs.	01 (Male)	Rs. 50,000/-
Physical Instructor	21-40 yrs.	01	Rs. 30,000/-

4. STATE SWIMMING ACADEMY, BELIAGHATA (NON-RESIDENTIAL)

Name of Post (Contractual)	Age as on 01.01.2025	Number of Post	Remuneration (Consolidated per month) [No other allowances are admissible]
Chief Coach	25-65 yrs.	01	Rs. 75,000/-
Coach	25-45 yrs.	03 (Female-1, Male-2)	Rs. 50,000/-

5. RIFLE SHOOTING ACADEMY, AMAL DUTTA KRIRANGAN, SURER MATH (NON-RESIDENTIAL)

Name of Post (Contractual)	Age as on 01.01.2025	Number of Post	Remuneration (Consolidated per month) [No other allowances are admissible]
Chief Coach	25-65 yrs.	01	Rs. 75,000/-

6. BADMINTON ACADEMY, AMAL DUTTA KRIRANGAN, SURER MATH (NON-RESIDENTIAL)

Name of Post (Contractual)	Age as on 01.01.2025	Number of Post	Remuneration (Consolidated per month) [No other allowances are admissible]
Chief Coach	25-65 yrs.	01	Rs. 75,000/-
Coach	25-45 yrs.	03(Male-01, Female-02)	Rs. 50,000/-

* N.B. Relaxation of Age may be considered for the exceptional and talented candidates.

Application along with all relevant documents is to be submitted to the **Principal Secretary, Department of Youth Services & Sports, Government of West Bengal, New Secretariat Building, Block-A, 6th Floor, 1, Kiran Shankar Roy Road, Kolkata-700 001** in a sealed envelope, either by hand or by Post.

For detailed information regarding Essential Qualifications required, Pay etc. and Application Form, see Recruitment Notice No. 630-SP/YSS-99011/4/2024-SPORTS Dated 02.04.2025 available at the website www.wbsportsandyouth.gov.in and office Notice Board of this Department.

Advertisement link: http://wbsportsandyouth.gov.in/notice.

Last date of submission of application is 05.05.2025.

ICA-N 136(6)/2025

Additional Secretary

সম্মিলিত নাইটদের দাপুটে জয়

হায়দরাবাদ শাসন অব্যাহত কলকাতার

বল হাতে অনবদ্য বৈভব। কলকাতার নায়ককে আলিঙ্গন সতীর্থ হর্ষিতের। ছবি: এএফপি

ব্যাট হাতে জ্বলে উঠলেন বেঙ্কটেশ আয়ার। ছবি: অভিষেক চক্রবর্তী

অগ্নি পাণ্ডে

ফ্ল্যাশব্যাকে গত বছরের প্লেঅফের একটি ম্যাচ রিপোর্ট। সেই দ্বৈরথ। প্লেঅফের প্রথম ম্যাচ মোতেরাতে। কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। যদিও এ বছরের নাইট রাইডার্স বনাম সানরাইজার্স ম্যাচের সাযুজ্য খোঁজা উচিত নয়। কিন্তু বেশ কিছু একই চরিত্র এবার ৩ এপ্রিল ইডেনের ম্যাচটিকে গত বছরের মোতেরাতে নিয়ে গেলেন।

স্বাদ নিয়ে তর্ক জুড়লে সবসময়ই তুমুল লড়াইয়ের অংশীদার কলকাতার বিরিয়ানির সঙ্গে হায়দরাবাদের বিরিয়ানি। কোন্ শহরের বিরিয়ানির স্বাদ সেরা? দেশের বাকি অংশের পেটুকদের এ নিয়ে আদিঅনন্ত চর্চা থাকে। তেমনই সাদা বলের ক্রিকেটে কে কাকে টেক্কা দেবে, তা নিয়েও যথেষ্ট আগ্রহ।

মোতেরাতে ফিরতেই হল। সেখানে ভয়ঙ্কর ট্রাভিস হেডকে ফিরিয়ে ছিলেন মিচেল স্টার্ক। বৈভব অরোরা আউট করেছিলেন অভিষেক শর্মাকে। ইডেনও বৈভবের বৈভব অব্যাহত। তিনিই প্রথম আউট করলেন হেডকে। 'মাথা' চলে গেলে ঘুরে দাঁড়ানো চাপ। দেখল ইডেন। মোতেরার মতোই। ইডেনে অভিষেক শর্মা আউট হর্ষিত রানায়। তারপর ঈশান কিষাণের দুরন্ত ক্যাচ রাহানের। ম্যাচ জেতানো ক্যাচ। বোলার সেই বৈভব। মাত্র ৯ রানে হেড, অভিষেক, ঈশান ফিরে যেতেই দমবন্ধ সানরাইজার্সের। একে ২০০ রানের চাপ। চাপমুক্তি হল না। নাইটরা জিতল ৮০ রানে। ১২০ রানে (২০ বাকি থাকতে) অল আউট সানরাইজার্স। কলকাতার হায়দরাবাদ শাসন বৈধতা পেল। সানরাইজার্স ইনিংসে ধারাবাহিক উইকেট পড়ল। নাইট বোলারদের সম্মিলিত (পেস-স্পিন) সাফল্য। লিগ টেবিলে শেষ জায়গা থেকে পঞ্চম স্থানে উঠে এল নাইটরা। পিচটাও মডেল হয়ে গেল। নিশ্চয়ই এবার পিচ-চর্চা বন্ধ হবে।

মোতেরার মতোই টস জিতলেন কামিন্স। মোতেরাতে ব্যাটিং নিয়েছিলেন। ইডেনে বোলিং। দু'দলেই একটি পরিবর্তন। সানরাইজার্সে অভিনব মনোহরের জায়গায় কামিন্দু মেন্ডিস। নাইটদের মইন আলি। স্পেন্সার জনসনের পরিবর্তে। কামিন্সই প্রথম ফেরালেন কুইন্টন ডিককে। ডিপ মিড উইকেট রেখে বাউন্সার। আউট ডিকক। ইডেনের 'বরপুত্র' মহম্মদ সামিতে ঠকলেন আরেক ওপেনার সুনীল নারাইন। ফুল লেংথ ডেলিভারিতে খোঁচা। সোজা উইকেটকিপার হেনরিখ ক্লাসেনের গ্লাভসে। পাওয়ারপ্লে-তে নাইটদের রান ৫৩/২।

নাইট-নেতা রাহানেকে নিয়ে সংশয় নাইট সমর্থকদের মনে। বিশেষতঃ নিজের ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়েতে শুরু করার পরও আউট হওয়ার ধরন দেখে। ইডেনেও শঙ্কা ছিল। কিন্তু নাইটরা প্রাথমিক ধাক্কা সামলায় সেই রাহানের ব্যাটেই। পাওয়ারপ্লে-তে রাহানে চালালেন। পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন সতীর্থ অঙ্গকৃশ রঘুবংশীকে নিয়ে। রাহানের সিগনেচার শট পুল। তাতেই চারটি ছক্কা। রঘুবংশীও সামনে নেতাকে দেখে উদ্বুদ্ধ হলেন। তিনিও চালালেন।

বোঝা গেল না, কামিন্সরা কেন চার জোরে বোলারে নামলেন। অ্যাডাম জাম্পাকে ইডেনে প্রয়োজন ছিল। যাই হোক, মারমুখী রাহানে (২৭ বলে ৩৮, ১ চার, ৪ ছয়) আউট কলকাতা কাস্টমসে খেলে যাওয়া স্পিনার জিশান আনসারির স্পিনে। তারপরই রঘুবংশীর সহজ ক্যাচ ফেললেন নীতীশ কুমার রেড্ডি! সিমরজিৎ সিংয়ের বোলিংয়ে। তখন রঘুবংশী ব্যক্তিগত ৪২ রানে ব্যাটিং। তারপরেই নিজের অর্ধশতরান পেরোন রঘুবংশী।

শ্রীলঙ্কার বাঁ হাতি স্পিনার কামিন্দু মেন্ডিসকে মারতে গেলেন রঘুবংশী। বেশ কয়েক গজ দৌড়ে সামনে ঝাঁপিয়ে রঘুবংশীর (৩২ বলে ৫০, ৫ চার, ২ ছয়, স্ট্রাইক রেট ১৫৬.২৫) ক্যাচ নিলেন হর্ষাল প্যাটেল। কামিন্দুকে দেখলে চমকে যেতে হয়। একই স্পিনার কখনও বাঁহাতে আবার ডান হাতে বোলিং করে চমক দিলেন। ডানহাতি ব্যাটারের বিরুদ্ধে বাঁ হাতে স্পিন করলেন। আবার বাঁ হাতির বিরুদ্ধে ডান হাতে বোলিং কামিন্দুর। ক্রিকেটীয় পরিভাষায় তিনি 'ওমনিডেক্সট্রস'। যিনি কিনা 'সব্যসাচী'। তাঁকেই কামিন্স এক ওভার করানোর পর আর বোলিং করালেন না!

বৃহস্পতিবারই ইডেনে নাইটদের হয়ে পঞ্চাশতম ম্যাচ উপলক্ষে রিঙ্কু সিংকে বিশেষ জার্সি দেওয়া হয়। সেই রিঙ্কু-বেঙ্কটেশ জুটি দলকে টানল। পেসারদের বিরুদ্ধেই রিঙ্কু-বেঙ্কটেশ সবচেয়ে মারমুখী। ১৭.১ ওভারে নাইটরা পেরোল দেড়শো রানের গণ্ডি। শেষ পর্যন্ত বেঙ্কটেশ (২৯ বলে ৬০,৭ চার,৩ ছয়, স্ট্রাইক রেট ২০৬.৮৯)-রিঙ্কু(১৭ বলে অপরাজিত ৩২, ৪ চার, ১ ছয়, স্ট্রাইক রেট ১৮৮.২৩) জুটি নাইটদের নিয়ে গেল ২০০/৬ রানে। এই দু'জন পঞ্চম উইকেটে ৯১ রান জুড়লেন এবং জেতার রাস্তাও বাতলে দিলেন।

স্কোরবোর্ড

কলকাতা

ডিকক ক জিশান ব কামিন্স	১ (৬)
নারাইন ক ক্লাসেন ব সামি	৭ (৭)
রাহানে ক ক্লাসেন ব জিশান	৩৮ (২৭)
অঙ্গকৃশ ক হর্ষাল ব কামিন্দু	৫০ (৩২)
বেঙ্কটেশ ক অনিকেত ব হর্ষাল	৬০ (২৯)
রিঙ্কু অপরাজিত	৩২ (১৭)
রাসেল রান আউট	১ (২)
অতিরিক্ত	১১
মোট (২০ ওভারে, ৬ উইকেটে)	২০০

■ উইকেট পতন : ১/১৪, ২/১৬, ৩/৯৭, ৪/১০৬, ৫/১৯৭, ৬/২০০

■ বোলিং : সামি ৪-০-২৯-১, কামিন্স ৪-০-৪৪-১, সিমরজিৎ ৪-০-৪৭-০, জিশান ৩-০-২৫-১, হর্ষাল ৪-০-৪৩-১, কামিন্দু ১-০-৪-১

হায়দরাবাদ

হেড ক হর্ষিত ব বৈভব	৪ (২)
অভিষেক ক বেঙ্কটেশ ব হর্ষিত	২ (৬)
ঈশান ক রাহানে ব বৈভব	২ (৫)
নীতীশ ক নারাইন ব রাসেল	১৯ (১৫)
কামিন্দু ক পরিবর্ত ব নারাইন	২৭ (২০)
ক্লাসেন ক মইন ব বৈভব	৩৩ (২১)
অনিকেত ক বেঙ্কটেশ ব বরুণ	৬ (৬)
কামিন্স ক হর্ষিত ব বরুণ	১৪ (১৫)
হর্ষাল ক ও ব রাসেল	৩ (৫)
সিমরজিৎ ব বরুণ	০ (১)
সামি অপরাজিত	২ (৪)
অতিরিক্ত	৮
মোট (১৬.৪ ওভারে)	১২০

■ উইকেট পতন : ১/৪, ২/৯, ৩/৯, ৪/৪৪, ৫/৬৬, ৬/৭৫, ৭/১১২, ৮/১১৪, ৯/১১৪

■ বোলিং : বৈভব ৪-১-২৯-৩, হর্ষিত ৩-০-১৫-১, বরুণ ৪-০-২২-৩, রাসেল ১.৪-০-২১-২, নারাইন ৪-০-৩০-১

■ কলকাতা জয়ী ৮০ রানে

■ ম্যাচের সেরা বৈভব অরোরা

দামের চাপ নিয়ে মাঠে নামি না: বেঙ্কটেশ

নজরুল ইসলাম

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছ বিধ্বস্ত হওয়ার পর অতি বড় সমর্থকও কি ভেবেছিলেন শক্তিশালী সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে এভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে নাইট রাইডার্স? অজিঙ্কা রাহানেদের কাছে এই ম্যাচের গুরুত্বই আলাদা ছিল। শুধু ৮০ রানে জয় নয়, হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল নাইট শিবির।

নাইটদের জয়ের জন্য তিন উইকেট নেওয়া বৈভব অরোরার পাশাপাশি কৃতিত্ব দিতেই হবে বেঙ্কটেশ আয়ারকে। তাঁর ২৯ বলে ৬০ রানের ইনিংসই নাইট রাইডার্সের জয়ের ভিত গড়ে দেয়। ২৩.৭৫ কোটির ক্রিকেটার প্রথম তিন ম্যাচ রান পাননি। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে চাপে ছিলেন? ম্যাচের পর চাপের কথা স্বীকার করলেন বেঙ্কটেশ। তবে দলের সর্বোচ্চ মূল্যের ক্রিকেটার হওয়ার জন্য নয়, দলকে জেতানোর চাপ। বেঙ্কটেশ বলেন, 'আইপিএল শুরু হয়ে যাওয়ার পর কে ২০ লাখ টাকার ক্রিকেটার, কে ২০ কোটির, মাথায় থাকে না। দলকে জেতানোর চাপ থাকে। এত টাকা পেয়েছি, এত রান করতে হবে, এই চাপ নিয়ে খেলতে নামি না।'

প্যাট কামিন্সের এক ওভারে ২১ রান নিয়েছিলেন বেঙ্কটেশ। সামনে কোন্ বোলার, সেটা মাথায় রাখেননি নাইট রাইডার্সের এই অলরাউন্ডার। বেঙ্কটেশ বলেন, 'উল্টোদিকে কোন্ বোলার রয়েছে, সেটা দেখে খেলি না। সবসময় দলের পরিস্থিতি মাথায় রেখে খেলি। কামিন্সের ওভারে ২১ রান নেওয়াটা দলের কাজে দিয়েছে। এতেই খুশি।'

দল জয়ে ফেরায় অজিঙ্কা রাহানেও স্বস্তিতে। ম্যাচের পর নাইট অধিনায়ক বলেন, 'এই ম্যাচটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বড় ব্যবধানে জয় দারুণ ব্যাপার। আমরাও এই উইকেটে প্রথমে বল করতে চেয়েছিলাম। আগের দুটি ম্যাচে আমরা বড় রান করতে পারিনি। তবে ভুল থেকে অনেক কিছু শিখেছি। ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে এটা আমাদের জন্য দুর্দান্ত উদাহরণ।' বেঙ্কটেশ আয়ার, রিঙ্কু সিংয়ের ব্যাটিংয়ের দারুণ প্রশংসা করেন নাইট অধিনায়ক। পাশাপাশি জয়ের জন্য বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারাইন, বৈভব আরোরা, হর্ষিত রানাদের প্রশংসায় ভরিয়ে দেন অজিঙ্কা রাহানে।

দাপুটে জয়ের দিনেও হতাশ করল অবশ্য ইডেনের গ্যালারি। বহু যুগ পর ক্রিকেটের নন্দনকাননে দর্শক উপস্থিতির হার অবিশ্বাস্য হারে কমল। দর্শক টানার মতো তারকা নাইট রাইডার্সে কোথায়? শনি বা রবিবার হলে তবু কথা ছিল, সপ্তাহের মাঝে ভাটার টান তো থাকবেই। উদ্বোধনী ম্যাচে বিরাট কোহলি ছিলেন, দর্শকদেরও আগ্রহ ছিল। তার ওপর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, শাহরুখ খানের উপস্থিতি। বাকি ম্যাচগুলিতে কীসের টানে আসবেন দর্শকরা? হ্যাঁ, আসবেন। চেন্নাই সুপার কিংস খেলতে এলে। মহেন্দ্র সিং ধোনির টানে। এখনও ধোনি ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে হার্টথ্রব। হয়তো এটাই আইপিএলের শেষ মরশুম। সেই উন্মাদনা হয়তো উদ্বোধনী ম্যাচকেও ছাড়িয়ে যাবে। বৃহস্পতিবারের বারবেলায় হতাশায় ডুবে থাকা কালোবাজারিদের সেটাই ভরসা।

নাইট রাইডার্স-সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে ইডেনের ছবিটা এরকমই। তবে আরও একটা ছবির সাক্ষী থাকল ইডেন। আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখার ইচ্ছে ছিল। সাধ্যে কুলোয়নি। টিকিটের যা দাম! মেসের খরচ বাঁচিয়ে হাজার দেড়েক টাকা জমিয়েছিলেন মফস্সল থেকে কলকাতায় পড়তে আসা সুভাষ দেবনাথ। সেই টাকায় নাইট রাইডার্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের টিকিট জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। স্বপ্ন ছাড়েননি। বৃহস্পতিবারই স্বপ্নপূরণ। তাও আবার ১৫০০ টাকার টিকিট পেয়ে গেলেন ১০০০ টাকায়।

সিরাজের ভূয়সী প্রশংসা বীরুর

আজকালের প্রতিবেদন

আইপিএলে বুধবার গুজরাট টাইটান্স হারিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে। ম্যাচের সেরা হয়েছেন মহম্মদ সিরাজ। চার ওভারে মাত্র ১৯ রান দিয়ে তিন উইকেট নিয়ে সিরাজই হয়েছেন ম্যাচের সেরা। ম্যাচে সিরাজের শিকার ফিল সল্ট, দেবদত্ত পাড়িক্কল এবং লিয়াম লিভিংস্টোন। আরসিবি-র টপ অর্ডারে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিলেন সিরাজ। এই জোরে বোলারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন বীরেন্দ্র শেহবাগ। কয়েকদিন আগেই সিরাজ জানিয়েছিলেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল থেকে বাদ পড়ে প্রথমে বেশ অবাকই হয়েছিলেন তিনি। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন, দুবাইয়ের পিচে স্পিনারদের বেশি সুযোগ দিতেই তাঁর জায়গা হয়নি দলে। যদিও শেহবাগ মনে করেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাদ পড়ার যন্ত্রণাই সিরাজকে আইপিএলে জ্বলে উঠতে সাহায্য করেছে। বীরুর কথায়, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে ও ছিল না। কষ্ট পেয়েছে। এটাই ওর ভেতরের আগুনটাকে বের করে এনেছে। এক তরুণ জোরে বোলারের থেকে এমনটাই প্রত্যাশিত। আশা করব, ও এভাবেই খেলে ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটাবে।'

মুখোমুখি রোহিত-ঋষভ

ফর্মে ফেরার মরিয়া লড়াই

আজকালের প্রতিবেদন

তিন ম্যাচ পর দুই দলই একই নৌকায়। এবারের আইপিএলে লখনউ সুপার জায়ান্টস এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্স একটি করে ম্যাচ জিতেছে। শুক্রবার নিজেদের দুঃসময় কাটানোর মরিয়া প্রচেষ্টায় নামবেন রোহিত শর্মা এবং ঋষভ পন্থ। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই এই মরশুমে নিজেদের সুখ্যাতি থেকে বহু মাইল দূরে। রোহিতের ব্যাট এখনও পর্যন্ত গর্জে ওঠেনি। একইরকমভাবে ঋষভের ফর্মও চিন্তায় রেখেছে লখনউকে।

এবারের আইপিএল পিচ বিতর্কে সরগরম। ফ্র্যাঞ্চাইজিরা মনের মতো উইকেট না পাওয়া নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। বারবার দেখা যাচ্ছে, পাওয়ার প্লে-তে যে দল বল বা ব্যাট হাতে বিপক্ষকে দমিয়ে রাখতে পেরেছে, তারাই ম্যাচ জিতছে। লখনউ-মুম্বই ম্যাচেও তেমনটা হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। যশপ্রীত বুমরা চোটের কারণে বাইরে রয়েছেন। তাঁর প্রত্যাবর্তন নিয়ে কার্যত মুখে কুলুপ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। এই নীরবতা সমর্থকদের হতাশা বাড়াচ্ছে। যদিও তরুণ অশ্বনী কুমার শেষ ম্যাচে আশা জাগিয়েছেন বল হাতে। ২৪ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট নিয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন আইপিএল কেরিয়ারের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা পাঞ্জাব ক্রিকেটার। ব্যাট হাতে নাইটদের স্কর রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে রায়ান রিকেলটন ঠান্ডা মাথায় ৬২ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচ শেষ করেন। তবে কঠিন পরিস্থিতিতে এখনও সাফল্য পাননি। রোহিত শর্মা এবং সূর্যকুমার যাদবকেও বড় ভূমিকা নিতে হবে।

লখনউ পয়েন্ট তালিকায় মুম্বইয়েরও নীচে। ষষ্ঠ স্থানে। দিল্লির কাছে প্রথম ম্যাচে বিশাখাপত্তনমে এক উইকেটে হারের শোক যেন কাটিয়েই উঠতে পারছে না। তবে আশার আলো দেখাচ্ছেন নিকোলাস পুরান। ব্যাট হাতে একাই টানছেন দলকে। মিচেল মার্শ রয়েছেন। এই দুই তারকা মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলে বিপক্ষের দুশ্চিন্তা অনেকটাই বাড়বে। বোলিং বিভাগে শার্দূল ঠাকুর, রবি বিষ্ণোই, আবেশ খান, দিগ্বেশ সিংদের মতো ক্রিকেটার। তারকাদের ফর্মে না থাকা ও এখনও সঠিক কম্বিনেশন আবিষ্কার না করতে পারা লখনউয়ের অস্বস্তি বাড়াবে।

আজ
লখনউ : মুম্বই
সন্ধে ৭-৩০
স্টার স্পোর্টস

সূর্যকুমার নিয়ে জল্পনা ওড়াল মুম্বই

আজকালের প্রতিবেদন

আর মুম্বই নয়, এবার গোয়ার হয়ে রনজি ট্রফিতে খেলবেন সূর্যকুমার যাদব। বুধবার এমনই জল্পনা ছড়িয়েছিল সমাজমাধ্যমে। একদিন পর জানা গেল, ওই প্রচার নিছকই গুজব। মুম্বই ছেড়ে তিনি কোথাও যাচ্ছেন না।

মুম্বইয়ের ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল এবার মুম্বই ছেড়ে গোয়ায় নাম লেখাতে চলেছেন। তিনি আগেই ছাড়পত্র চেয়েছিলেন। তিনি নিজেই তাঁর গোয়া যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সূত্রের দাবি, দলের সিনিয়রদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় সমস্যা হচ্ছে। সেই কারণেই তিনি গোয়ার পথে পাড়ি দিচ্ছেন। তার রেশ ধরেই চর্চায় উঠে আসে সূর্যকুমারের নাম। বিষয়টি মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাদের নজরে আসে। তাঁরা বৃহস্পতিবার সকালেই যোগাযোগ করেন সূর্যকুমারের সঙ্গে। এমসিএ সচিব অভয় হড়প এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'সূর্যকুমার গোয়ায় যাচ্ছেন, এমন খবরের কোনও ভিত্তি নেই। আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনি নিজেই আশ্বস্ত করেছেন, তিনি মুম্বই ছেড়ে কোথাও যাচ্ছেন না।'

যশস্বীর পর সূর্যকুমারও চলে গেলে মুম্বই শিবিরের কাছে তা হত বড় ধাক্কা। তাই দল ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর এমসিএ কর্তারা। এদিকে, হায়দরাবাদ ছেড়ে তিলক ভার্মা গোয়ায় যাচ্ছেন, এই মর্মেও খবর ছড়িয়েছিল। সূত্রের দাবি, এই খবরও ভিত্তিহীন।

কর্নার

দেশে রাবাডা

বড় ধাক্কা গুজরাট টাইটান্সের। 'গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে' দেশে ফিরলেন দক্ষিণ আফ্রিকার জোরে বোলার কাগিসো রাবাডা। বুধবার বেঙ্গালুরু ম্যাচেও খেলেননি। রাবাডা কবে ফিরবেন, তা নিয়েও কিছু জানায়নি গুজরাট ম্যানেজমেন্ট। রাবাডা না আসা পর্যন্ত প্রোটিয়া বোলার জেরাল্ড কোয়েটজির ওপরই ভরসা রাখবে গুজরাট।

মরিয়া বাটলার

বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ব্যাটে ঝড় তুলেছিলেন জস বাটলার। ৩৯ বলে অপরাজিত ৭৩। পরে অবশ্য স্বীকার করেছেন, উইকেটকিপার হিসেবে আরসিবি ওপেনার ফিল সল্টের ক্যাচ ফেলে বেশ অস্বস্তিতে ছিলেন। সেই অস্বস্তি কাটাতে ব্যাট হাতে বড় রান পেতে তিনি যে বেশ মরিয়া ছিলেন, ম্যাচের পর তা জানাতে ভোলেননি বাটলার।

লোকচক্ষুর আড়ালই অভ্যাস হকির 'বন্দনা'র

আজকালের প্রতিবেদন

রোজ কত, কী ঘটে যাহা তাহা...

আমরা কতটুকুই বা জানি। খোঁজ রাখি।

আসলে নিঃশব্দে অনেক গল্প লেখা হয়। আবার নিঃশব্দে অনেক গল্প ফুরিয়েও যায়। বন্দনা কাটারিয়া। নামটা যতই হোঁচট খাওয়া লাগুক আইপিএলের ভরা মরশুমে, ঠিক ততটাও অজানা নয়। ভারতের মহিলা হকি দলের এই খেলোয়াড় দিন দুই আগে অবসরের গ্রহে ঢুকে পড়েছেন। দীর্ঘ পনেরো বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে শেষ দাড়িটা টেনে। কিন্তু সে খবর শিরোনামে স্থান পাওয়া তো দূর, ঠাঁই পেয়েছে পাতার অচিন কোণে। প্রশ্ন হল, দেশের হয়ে সর্বাধিক ৩২০ ম্যাচ খেলা, ১৫৮ গোল করা এই ফরোয়ার্ডের সত্যিই কি ঠাঁই হতে পারে উপেক্ষার বৃত্তে?

২৪০ বলের খেলায় ৩৯ বলে ৭৩ রান শিরোনামের বিষয়। কিন্তু পনেরো বছর ধরে ৩২০ ম্যাচে ১৫৮ গোল উপেক্ষার! এসব উপেক্ষায় বত্রিশের বন্দনার অবশ্য যায় আসে না। লোকে কী বলল, কী ভাবছে, সে কথা কোনওকালেই কানে তোলেনি হরিদ্বারের রোশনাবাদের মেয়ে। ছোট্টবেলায় ফুটবল খেলা, অ্যাথলেটিক্সে নাম দেওয়া নিয়ে কম তো কথা শোনায়নি পড়শিরা। বাধা দেওয়ার মূল কারণ ছিল, শর্টস পরে মেয়ে খেলবে! সবার সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করবে ওই পোশাকে? কটাক্ষ জুটেছে জাত, ধর্ম নিয়েও। মেয়ে হলে যৌন ইঙ্গিত দেওয়া যেন সমাজের 'হক'। ইঙ্গিতে সাড়া না দিলে চরিত্রের দিকে আঙুল তোলাও সমাজের 'হক'। সেই 'হক' অবহেলায় সরিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে আঁকড়ে ছিলেন মাটি। তাই তো জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপের মঞ্চে ব্রোঞ্জ জয়ী ভারতীয় দলের মুখ হতে পেরেছেন। চার ম্যাচে পাঁচ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা। এরপর শুধুই এগোনোর গল্প। এশিয়া কাপ, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, অলিম্পিক—দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন মাথা উঁচু করে। টোকিও অলিম্পিকে ভারতের প্রথম মহিলা হকি প্লেয়ার হিসেবে হ্যাটট্রিকের নজির। কিন্তু তারপরও কি নিন্দুকরা খুঁত খোঁজার অভ্যাস ছেড়েছে? নাহ্, একেবারেই না। তাই তো টোকিও-তে সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে ভারত হেরে যাওয়ার পর নিশানা হয়েছে তাঁর বাড়ি, পরিবার। জাত তুলে করা হয়েছে চরম হেনস্থা। বলা হয়েছে, ভারতীয় হকি দলে দলিত খেলোয়াড়ের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতেই নাকি এই হাল!

অথচ টোকিও অলিম্পিকের আগেই বন্দনা তখন জাতীয় শিবিরে। জীবনের সবচেয়ে বড় প্রেরণা বাবা নাহার সিংকে হারাতে হল। অতিমারির আবহে বায়ো বাব্‌লে থাকতে হচ্ছিল খেলোয়াড়দের। একবার জাতীয় শিবির ছেড়ে বেরিয়ে গেলে আর অলিম্পিকে যাওয়াই হত না। অসুস্থতার খবর বাবা যেমন মেয়েকে দিতে চাননি, তেমনই বাড়ির লোকেরাও কথা রেখেছেন। বাবার মৃত্যু সংবাদ শুরুতে জানানোই হয়নি বন্দনাকে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার আবহে খবর কি আর চাপা থাকে! একসময় জেনেই গেলেন। মন চাইল গ্রামে ফিরতে। দাদা-ভাইরা বোঝালেন, 'বাবা চেয়েছিলেন, তুমি অলিম্পিকে খেলো। তবেই বাবার স্বপ্নপূরণ হবে।' শোক বদলে গিয়েছিল শপথে। একবুক যন্ত্রণা নিয়েই উড়ে গিয়েছিলেন টোকিওতে। বাবাকে হারানো, মানসিক অবসাদ, রক্তাল্পতা—তারপরও লড়ছেন নিজের শর্তে। পেয়েছেন অর্জুন (২০২১), পদ্মশ্রী (২০২২) সম্মান।

সেই বন্দনা অবশেষে অবসর নিয়েছেন। থামছেন কি? বন্দনার কথায়, 'আমার গল্প কিন্তু ফুরোয়নি। হকি স্টিকও আমি তুলে রাখিনি। এটা নতুন শুরু। টার্ফে এখনও আমার পায়ের ছাপ পড়বে। এই খেলাটার প্রতি আমার আবেগ কোনওদিনও ফুরোবে না। আমি যদি দলকে, দেশকে কিছু ফিরিয়েই না দিতে পারি তা হলে এই জীবনের মানে কী?' বন্দনারা এমনই হন। তাঁদের নিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে 'বন্দনা'র প্রয়োজনই পড়ে না।

S24 PAGS	147
N24 PAGS	147
RANAGHAT	146
ARAMBAGH	142
BURDWAN	142
BOLPUR	140
MIDNAPUR	140
BANKURA	138
SILIGURI	120
MALDA / BALURGHAT	130
FALAKATA	118
ALIPURDUAR	113

CONTACT-80160 91101